Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

মাহামুদুন নেছা

রোলঃ 23100120981

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহামুদুন নেছা

রোলঃ 23100120981

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

<u>প্রত্যয়ন পত্র</u>

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহামুদুন নেছা, আইডিঃ 23100120981 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " দ্বীনি ইলম অর্জন করার গুরুত্ব, ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মাহামুদুন নেছা

আইডিঃ 23100120981

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

১. ভূমিকা..1

২. ইলম (জ্ঞান) এর পরিচয়..5

৩. ইলমের প্রকারভেদ..10

৪. দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব..12

৫.দ্বীনি ইলম অর্জনের ফযীলত ও মর্যাদা...22

৬. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইলম অর্জন করার গুরুত্ব ও ফজিলত 31

৭.ইলম অর্জনের পদ্ধতি..36

৮.বড়দের দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা...40

৯.ব্যস্ততার যুগে ইলম অন্বেষণ..48

১০.ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্বঃ...54

১১.ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণতি...64

১২.উপসংহার..85

الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم

১. ভূমিকা

মানবজীবনের প্রকৃত সফলতা নির্ভর করে সঠিক জ্ঞান ও তার সঠিক প্রয়োগের ওপর। জ্ঞান মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করে, বিভ্রান্তি থেকে সত্যের দিকে নিয়ে যায় এবং অসংগতি থেকে শৃঙ্খলার পথে প্রতিষ্ঠিত করে। তবে সব জ্ঞান সমান নয়। জাগতিক জ্ঞান মানুষের দুনিয়াবি জীবনকে সুসংগঠিত ও উন্নত করে, আর দ্বীনি ইলম বা ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের আখিরাতের মুক্তি, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করে। এ কারণে ইসলামে দ্বীনি ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদা সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এখানে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি দিকের জন্য সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে। এই দিকনির্দেশনা সঠিকভাবে বুঝতে ও বাস্তবায়ন করতে হলে দ্বীনি ইলম অপরিহার্য। জ্ঞান ছাড়া ইবাদত শুদ্ধ হয় না, আকীদা সঠিক থাকে না এবং আমল গ্রহণযোগ্য হয় না। এজন্য কুরআন ও সুন্নাহতে বারবার জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়া’লা প্রথম যে ওহি নাযিল করেন, তাতেই জ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আল্লাহ তা’আলা বলেন:

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّکَ الَّذِیۡ خَلَقَ ۚ

“পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।” [১]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলামের সূচনাই হয়েছে 'ইক্বরা' বা পড়ার নির্দেশের মাধ্যমে। অর্থাৎ দ্বীনের ভিত্তিই হলো জ্ঞান। অজ্ঞতা থেকে মুক্তি এবং সঠিক পথের অনুসরণ কেবল ইলমের মাধ্যমেই সম্ভব।
আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

اَمَّنۡ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّیۡلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا یَّحۡذَرُ الۡاٰخِرَۃَ وَ یَرۡجُوۡا رَحۡمَۃَ رَبِّهٖ ؕ قُلۡ هَلۡ یَسۡتَوِی الَّذِیۡنَ یَعۡلَمُوۡنَ وَ الَّذِیۡنَ لَا یَعۡلَمُوۡنَ ؕ اِنَّمَا یَتَذَکَّرُ اُولُوا الۡاَلۡبَابِ۠

"যে ব্যক্তি রাতের প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না) বল, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।" [২]

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে জ্ঞানীদের মর্যাদা অজ্ঞদের তুলনায় উচ্চতর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে জ্ঞান বলতে এমন জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে যা মানুষকে আল্লাহভীতি, তাক্বওয়া এবং নৈতিকতার পথে পরিচালিত করে। দ্বীনি ইলম মানুষকে আল্লাহর পরিচয় দেয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে সাহায্য করে এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

রসূলুল্লহ ﷺ দ্বীনি ইলম অর্জনের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"[৩]

এই হাদিসে দ্বীনি ইলম অর্জনের ফজিলত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ইলমের পথে চলা মানে কেবল মাদরাসায় অধ্যয়ন নয়; বরং কুরআন-হাদিস শিখে, বুঝে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। এমনকি ইলমের মজলিসে উপস্থিত হওয়াও এক প্রকার ইবাদত।

ইসলামে ইলম অর্জনকে ফরজ বলা হয়েছে। কিছু ইলম প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজে আইন, যেমন—আকীদা, নামাজ, রোজা, হালাল-হারামের জ্ঞান ইত্যাদি। আবার কিছু ইলম ফরজে কিফায়া, অর্থাৎ সমাজের একটি অংশ জানলে অন্যরা দায়মুক্ত হয়,

যেমন—ফিকহ, তাফসির, হাদিস শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান ইত্যাদি। সুতরাং দ্বিনি ইলম কেবল একটি ঐচ্ছিক বিষয় নয়; বরং ঈমান ও আমলের শুদ্ধতার জন্য অপরিহার্য ভিত্তি।

দ্বিনি ইলমের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—এটি মানুষকে সঠিক আকীদায় প্রতিষ্ঠিত রাখে। বর্তমান যুগে নানাবিধ ভ্রান্ত মতবাদ, কুসংস্কার ও অপব্যাখ্যা মুসলিম সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো সহীহ ইলম। জ্ঞান না থাকলে মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয়, বিদআত ও কুসংস্কারে জড়িয়ে পড়ে এবং কখনো কখনো ঈমানহানির ঝুঁকিতে পড়ে। তাই দ্বীনি ইলম ব্যক্তি ও সমাজকে সুরক্ষা দেয়।

দ্বিনি ইলম মানুষকে নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ দান করে। সত্যবাদিতা, আমানতদারি, ধৈর্য, নম্রতা, পরোপকারিতা—এসব গুণাবলি ইলমের আলোতেই বিকশিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন:
“নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে বেশি ভয় করে।” [৪]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে প্রকৃত ইলম মানুষকে আল্লাহভীরু করে তোলে। অর্থাৎ ইলমের আসল ফল হলো তাক্বওয়া। যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, তার জ্ঞান পূর্ণাঙ্গ নয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে মুসলিম উম্মাহর স্বর্ণযুগ গড়ে উঠেছিল ইলমের ওপর ভিত্তি করে। সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে শুরু করে তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনগণ ইলম অর্জন ও প্রচারে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তারা কুরআন ও সুন্নাহকে কেন্দ্র করে এমন এক জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, যা পৃথিবীতে ন্যায়, নৈতিকতা ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে দ্বীনি ইলম কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির মাধ্যম নয়; বরং সামাজিক সংস্কার ও সভ্যতা নির্মাণেরও প্রধান উপাদান।

বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তি ও তথ্যের বিস্তার ঘটেছে অভূতপূর্বভাবে। কিন্তু তথ্যের প্রাচুর্য সবসময় সঠিক জ্ঞানের নিশ্চয়তা দেয় না। বরং অনেক সময় ভুল তথ্য ও অপপ্রচার মানুষকে বিভ্রান্ত করে। তাই সহিহ দ্বীনি ইলম অর্জন এবং তা যাচাই-বাছাই করে গ্রহণ

করা সময়ের দাবি। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত দিশা পাওয়া সম্ভব নয়।

দ্বীনি ইলম অর্জনের ফজিলত দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট। দুনিয়ায় এটি সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্বের আসন প্রদান করে; আখিরাতে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা লাভের কারণ হয়। হাদিসে এসেছে যে আলেমদের মর্যাদা ইবাদতকারীদের ওপর এমন, যেমন পূর্ণিমার চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য নক্ষত্রের ওপর। এতে বোঝা যায়, জ্ঞানী ব্যক্তি সমাজে আলোর দিশারী।

তাই দ্বীনি ইলম হলো মুসলিম জীবনের প্রাণশক্তি। এটি ছাড়া ঈমান অপূর্ণ, ইবাদত অসম্পূর্ণ এবং সমাজ অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী দ্বীনি ইলম অর্জন করা, তা আমলে রূপান্তর করা এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

২. ইলম (জ্ঞান) এর পরিচয়

ইলম (জ্ঞান) -এর পরিচয়: শাব্দিক অর্থ: ইলম (জ্ঞান) হচ্ছে জাহল (অজ্ঞতা) এর বিপরীত। আর ইলম এর অর্থ হলো: “কোন কিছুকে তার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ়ভাবে জানতে পারা”।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: কিছু বিদ্বান বলেছেন, “ইলম হলো (কোনকিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানা। আর এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত”। অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন, “নিশ্চয় ইলম (কোনকিছুর) প্রকৃত অবস্থা জানার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট”।

আর এখানে ইলম (জ্ঞান) দ্বারা আমাদের যেটি উদ্দেশ্য সেটি হলো 'ইলমে দ্বীন (ইসলামী জ্ঞান)। আর ইলমে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: “আল্লাহ তা'আলা তার রসূল ﷺ এর উপর যেসব সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন, সেগুলোর 'ইলম (জ্ঞান)।”

সুতরাং, যে 'ইলমের মাঝে গুণকীর্তন ও প্রশংসা রয়েছে, সেটিই (অহীর জ্ঞান) এবং শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত ইলম (জ্ঞান)। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

“আল্লাহ যার কল্যান চান, তাকে দ্বীনের সঠিক ইলম (জ্ঞান) দান করেন।”[৫]

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

“নিশ্চয় নবীগণ (আ.) কাউকে দিনার ও দিরহামের (অর্থাৎ দুনিয়াবী কোন জিনিসের) উত্তরাধিকারী বানাননি। প্রকৃতপক্ষে, তারা (মানুষকে) ইলম (জ্ঞান) এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন। যদি কোন ব্যক্তি ইলম অর্জন করে, তাহলে সে ব্যক্তি অবশ্যই নবীগণ (আ.) এর উত্তরাধিকার থেকে পূর্ণ অংশ অর্জন করতে পারবে” [৬]

নবীগণ (আ.) মানুষকে যে ইলমের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে এটি আল্লাহ্'র শারী'আত (বিধান) সংক্রান্ত ইলম। সেটা অন্য কোন ইলম না। নবীগণ (আ.) মানুষকে কারিগরিবিদ্যা, শিল্পকর্মবিদ্যা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিদ্যার উত্তরাধিকারী বানাননি।

তবে যখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি কিছু মানুষকে খেজুর গাছে পরাগায়ন করতে দেখলেন। আর যখন তিনি তাদেরকে পরাগায়ন করতে দেখলেন, তখন তিনি একটি কথা বললেন অর্থাৎ (তিনি বললেন যে,) এটি (পরাগায়ন) করার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর তারা কথাটি মেনে নিল এবং পরাগায়ন করা ছেড়ে দিল। কিন্তু গাছের খেজুর নষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

“তোমাদের দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই সর্বাধিক জ্ঞানের অধিকারী।”[৭]

আর যদি এটি (পরাগায়ন করার ইলম) ঐ ইলম হতো, যার মাঝে প্রশংসা রয়েছে, তাহলে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়ে অবশ্যই সর্বাধিক জ্ঞানী হতেন। কেননা ইলম ও আমলের কারণে যার সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করা হয়, তিনি হলেন নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতএব, 'ইলমে শার'ঈ (ইসলামী জ্ঞান) সেটিই, যেটির মাঝে প্রশংসা রয়েছে। আর প্রশংসাটি ইলমে শার'ঈ অন্বেষণকারীর জন্যই নির্দিষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য ইলমগুলোর উপকারিতা অস্বীকার করার নয়। যদি অন্যান্য ইলমগুলো আল্লাহ্'র আনুগত্যের ব্যাপারে ও আল্লাহ্'র দ্বীনকে সমর্থনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে এবং যদি ঐসকল ইলমের দ্বারা আল্লাহ্'র বান্দারা উপকৃত হয়; তাহলে ঐসকল ইলম উত্তম ও কল্যাণকর হবে। আর কিছু এলাকায় কখনো কখনো ঐগুলো শিক্ষা করা ওয়াজিব (আবশ্যক) হয়ে যায়; যখন ঐসকল ইলম (জ্ঞান) আল্লাহ তা'আলার এ বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

“(হে মুসলমান সম্প্রদায়!) তোমরা তাদের (তোমাদের শত্রুদের মোকাবেলার) জন্য তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি এবং সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখো" ।[৮]

অধিকাংশ বিদ্বানগণ উল্লেখ করেছেন যে, কারিগরিবিদ্যা/শিল্পকর্মবিদ্যা শিক্ষা করা 'ফরজে কিফায়াহ' (যৌথভাবে পালনীয় ফরজ)। কেননা মানুষের জন্য কিছু পাত্র অপরিহার্য, যেগুলোর সাহায্যে তারা রান্না করে, পানি পান করে এবং অন্যান্য কাজগুলো করে, যে কাজগুলোর দ্বারা তারা উপকৃত হয়। অতএব, যখন এমন কোন ব্যক্তিকে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি ঐ শিল্পকর্মগুলোর দায়িত্ব গ্রহন করবে এবং (ঐগুলোর জন্য) কারখানা/ফ্যাক্টরি তৈরি করবে; তখন ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করা 'ফরযে কিফায়াহ' (যৌথভাবে পালনীয় ফরয বা কর্তব্য) হয়ে যাবে। (বিদ্বানগণ আরও বলেছেন যে,) আর এটিই (ফরজে কিফায়াহ) আলিমগণের মাঝে বিতর্কের ক্ষেত্র। একটি হাদিস দেখি:

إِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الثَّنَاءِ ، هُوَ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي هُوَ فِقْهُ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ رَسُوْلِهِ

"নিশ্চয় ঐ ইলম (জ্ঞান), যেটি প্রশংসার ক্ষেত্র ও স্থান; সেটিই ইলম শার'ঈ (ইসলামী জ্ঞান)। যা আল্লাহ্'র কিতাব (আল-কুরআন) এবং তার রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ্'র বুঝ/উপলব্ধি।"

ইলমে শার'ঈ ছাড়া অন্যান্য ইলম, হয় ভাল কাজের জন্য মাধ্যম হবে, না হয় খারাপ কাজের জন্য মাধ্যম
হবে।

সালাফদের বর্ণনায় ইলমের পরিচয়ঃ

ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্বসূরীগণ এর অন্তর্নিহিত একটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যেই সংজ্ঞায় ইলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ইলমের আলামত ফুটে ওঠে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন,

لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، إِنَّمَا الْعِلْمُ خَشْيَةُ اللهِ

"বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম হচ্ছে আল্লহ তা'আলার ভয়ের নাম।"

ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন,

الْحِكْمَةُ وَالْعَمَلُ نُورٌ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنْ يَشَاءُ، وَلَيْسَ بِكَثْرَةِ الْمَسَائِلِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ عَلَامَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ وَهُوَ التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ

"হেকমত ও আমল হচ্ছে একটি নূর। যা দ্বারা আল্লহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান।

আর বেশি বেশি মাসআলা জানার নাম ইলম নয়। এর একটি আলামত আছে। তা হচ্ছে, ইলমের বদৌলতে প্রতারণার এই জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং চিরস্থায়ী জগতের দিকে ধাবিত হওয়া।"

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন,

وما العلم إلا العمل به والعمل به ترك العاجل والآجل

"ইলম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হলো স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগত পরিহার করা।"

ইমাম বাহাউদ্দীন সুবকী (৭১৯-৭৭৩হি.)-এর মতে,

العلم : حصول صورة الشيء في الذهن

"স্মৃতিপটে কোন কিছুর চিত্র তৈরী হওয়ার নাম হল ইলম"।

শায়খ ছালেহ ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন

إدْراكُ الشيءِ على ما هو عليه إدراكا جازِمًا.

"কোন জিনিস তার প্রকৃত রূপে যেমন আছে, তেমনিভাবে সুনিশ্চিত বা সন্দেহাতীতভাবে অনুধাবন করার নামই হল জ্ঞান"

আর শারঈ ইলমের পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইবনে উছায়মীন (রহঃ) বলেন, “মহান আল্লহ তাঁর রাসূলের প্রতি স্পষ্ট প্রমাণাদি ও হেদায়াত সহ যে জ্ঞান অবতীর্ণ করেছেন, সেটাই হল শারঈ জ্ঞান”।

العلم الشرعي هو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى

মুমিন হতে হলে ইলম জরুরী, অনেকের ধারণা ইলমের বিষয়টি কেবল ফযীলতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ইলম হাসিল করা ভালো এবং সওয়াবের কাজ আর না করা দোষণীয় নয় তবে ছাওয়াব ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামান্তর মাত্র। কিন্তু বিষয়টি কি আদৌ এমন?
ফযীলতের মধ্যেই কি ইলম সীমাবদ্ধ? মোটেই তা নয়। বরং একজন মানুষের প্রকৃত মুমিন হওয়া নির্ভর করে ইলম হাসিলের ওপর। কারণ কোনো ব্যক্তি ইলম হাসিল করা ছাড়া প্রকৃত মুমিনই হতে পারে না। কেননা মুমিন হওয়া নির্ভর করে দুটি বস্তুর ওপর। এক. সে আল্লহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না। দুই. শরীয়ত নির্দেশিতপন্থা ছাড়া ইবাদত করবে না। আর এ দুটিই হচ্ছে তাওহীদের মর্মবাণী।

যথা:

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল।”

সুতরাং তাওহীদের মর্মবাণীর মধ্যে ইলম অপরিহার্যভাবে জড়িত ও পরিব্যপ্ত। অতএব বোঝা গেল, ইলম ছাড়া তাওহীদের মর্মবাণী যথার্থভাবে উপলব্ধি হয়নি। একারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারীতে ইলমকে আমলের আগে প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেছেন এবং একটি অধ্যায় কায়েম করেছেন নিম্নোক্ত শিরোনামে-

بَابِ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه(ُ

এ অধ্যায় কথা ও কাজের আগে ইলম- এ বিষয়ে। যেমন আল্লহও বলেছেন, "তোমরা জানো যে আল্লহ ছাড়া কোনো হক্ক ইলাহ নেই"।

৩. ইলমের প্রকারভেদ

ইসলামী পরিভাষায় "ইলম" (জ্ঞান) কে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

১. ইলমুদ দ্বীন (দ্বীনি জ্ঞান)

২. ইলমুদ দুনিয়া (দুনিয়াবী জ্ঞান)

★ ইলমুদ দুনিয়া বা দুনিয়াবী ইলম বলতে সাধারণত সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয় যা মূলত ইহকাল বা পার্থিব জীবনের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয়।

সংজ্ঞাঃ যে জ্ঞান বা বিদ্যা অর্জন করলে মানুষের দুনিয়ার জীবনযাত্রা সহজ হয়, উন্নতি সাধিত হয় এবং আর্থিক বা জাগতিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়, তাকে দুনিয়াবী ইলম বলা হয়।

উদাহরণঃ আধুনিক শিক্ষা যেমন- বিজ্ঞান (Physics, Chemistry, Biology), প্রযুক্তি (Technology), প্রকৌশল (Engineering), চিকিৎসা (Medical Science), অর্থনীতি (Economics), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), ভাষা শিক্ষা, পেশাগত দক্ষতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞান ইত্যাদি হলো দুনিয়াবী ইলম-এর অন্তর্ভুক্ত।

গুরুত্বঃ এই জ্ঞান অর্জন করলে মানুষ ইহকালে সফলতা লাভ করতে পারে, জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। মানুষের কল্যাণ বা সমাজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এই জ্ঞান অর্জন করাও গুরুত্বপূর্ণ, তবে এর মূল উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লহর সন্তুষ্টি ও মানুষের কল্যাণ।

★ ইলমুদ দীন বা দ্বীনি ইলম বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয় যা মূলত পরকাল বা আখিরাতের সফলতা লাভের জন্য অপরিহার্য এবং যা মহান আল্লহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ দেখায়। এই ইলমুদ দ্বীনই আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু।

সংজ্ঞাঃ দ্বীনি ইলম হলো সেই জ্ঞান, যা সরাসরি কুরআন, হাদীস এবং ইসলামী শরীয়তের মৌলিক বিষয়াবলি থেকে আহরিত হয়। এই জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন মুসলিম আল্লহর আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, এবং ইবাদতের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে। প্রকারভেদঃ ইলমুদ দ্বীনকে সাধারণত দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়ঃ
১.ফরজে আইন (ব্যক্তিগতভাবে অপরিহার্য)
২.ফরজে কেফায়া (সামাজিকভাবে অপরিহার্য)।
মৌলিকভাবে এটি দুই প্রকার:
১. উলুম আসলিয়্যাহ (কুরআন, সুন্নাহ, ফিকহ)
২. উলুম মুসায়িদা বা সহায়ক জ্ঞান (আরবি ব্যাকরণ, উলুমুল হাদিস)। এছাড়া ইলমে তাওহীদ, ফিকহ ও তাজকিয়া হিসেবেও এর প্রকারভেদ রয়েছে।

দ্বিনি ইলমের প্রকারভেদঃ
★ফরজে আইন (ব্যক্তিগত জ্ঞান)- প্রতিটি আকেল (সুস্থ মস্তিস্ক) ও বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) নর-নারীর জন্য যা জানা অপরিহার্য। যেমন: ঈমান ও তাওহীদের জ্ঞান, সালাত, রোজা,পবিত্রতা (অজু-গোসল)এবং দৈনন্দিন হালাল-হারাম সংক্রান্ত জ্ঞান।
★ফরজে কেফায়া (সামাজিক জ্ঞান): সমাজের কিছু লোক অর্জন করলে বাকিদের উপর থেকে দায়বদ্ধতা কমে যায়। যেমন: তাফসীর,হাদিস শাস্ত্রফিকহুল আকবার, ফতোয়া প্রদান এবং ইসলামী আইন বা জ্ঞান চর্চার গভীরতর বিষয়।

মৌলিক জ্ঞান (উলুম আসলিয়্যাহ): এটি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহরণ করা হয়, যা দ্বীনের মূলভিত্তি।
সহায়ক জ্ঞান (উলুমুল আলা/মুসায়িদা): মৌলিক জ্ঞান বোঝার জন্য যেসব বিদ্যা সাহায্য করে। যেমন: আরবি ভাষা, সরফ,নাহু,বালাগাত,উলুমুল হাদিস,উসুলুল ফিকহ ইত্যাদি।

এছাড়াও কাজের ওপর ভিত্তি করে ইলমকে ইলমুল বাতেন (হৃদয় বা আত্মার পরিশুদ্ধি বা তাজকিয়া) এবং ইলমুজ যাহের (বাহ্যিক আমল বা ফিকহ) হিসেবেও ভাগ করা হয়।

৪. দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। কুরআনুল কারীমে আল্লহ তাআলা বলেছেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَق 'পড়ুন, আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' (আল-আলাক্ব, ৯৬ঃ১)। এখানে শিক্ষার সূচনা আল্লাহর নাম নিয়ে, যা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের ভিত্তি। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা বলেছেন, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন' [৯] এই আয়াতে দ্বীনি জ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইহকাল ও পরকালে সফলতার পথ। হাদীছে রসূলুল্লহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم 'প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞানার্জন করা ফরয'। [১০] এখানে জ্ঞান বলতে দ্বীনি জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে, যা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অত্যাবশ্যক। অন্য হাদীছে রসূলুল্লহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة 'যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, মহান আল্লাহ তা দ্বারা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন'।[১১]

এভাবে কুরআন ও হাদীস আমাদের জানায় যে, দ্বীনি শিক্ষা মানুষের আত্মিক উন্নতি, সঠিক পথপ্রাপ্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রধান উপায়। এটি দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার চাবিকাঠি। দ্বীনি শিক্ষা অর্জনে তাক্বওয়া (আল্লহভীতি) অর্জন হয়।

- اَلتَّقْوَى ·

তাক্বওয়া অর্জন করা তার পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকল বান্দাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ إِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا

“তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদেরকে এবং তোমাদেরকে অবশ্যই আমি এই নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমারা আল্লাহকে ভয় করো। আর যদি তোমরা কুফুরী কর তাহলে, নিশ্চয় আসমানসমূহ এবং যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত"। [১২]

আর এটা রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও নির্দেশ তার উম্মাতের প্রতি। আবু উমামাহ ছদী ইবনু 'আজলান 'আল-বাহিলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، وَ صَلُّوا خَمْسَكُمْ، وَ صُوْمُوْا شَهْرَكُمْ، وَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَ أَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

"আমি রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিদায় হজ্জে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন: তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো, তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত ছলাত আদায় করো, তোমাদের রমাযান মাসের ছিয়াম পালন করো, তোমাদের ধন-সম্পদের যাকাত প্রদান করো, তোমাদের নেতাদের আনুগত্য করো এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করো"। [১৩]

আর রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো নেতাকে কোনো অভিযানে প্রেরণ করতেন, তখন বিশেষ করে তাকে আল্লাহভীতির নির্দেশ দিতেন এবং মুসলিমদের মধ্য থেকে তার (অর্থাৎ, নেতার) সাথে যারা থাকতেন তাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিতেন।

আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে, জান্নাত মুত্তাকীদের (আল্লাহভীরুদের) জন্য তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং, আল্লাহভীরুরাই জান্নাতের অধিবাসী (আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত করুন)। আর একারণেই মানুষের উপর

আবশ্যক হলো আল্লাহকে ভয় করা; তার আদেশসমূহ মেনে চলার জন্য, তার প্রতিদান অন্বেষণের জন্য এবং তার শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

“হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা মহা অনুগ্রহশীল। [১৪]

আর এই আয়াতের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফায়েদাহ রয়েছে,

★ প্রথম ফায়দাহঃ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا “তোমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী শক্তি প্রদান করবেন"। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে এমন শক্তি প্রদান করবেন, যার মাধ্যমে তোমরা সত্য-মিথ্যার মাঝে ও ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করবে। আর আয়াতের এই অংশে ইলম অন্তর্ভুক্ত। এটি এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে জ্ঞানসমূহ উন্মোচন করে দিয়েছেন, তা অন্য কারো জন্য উন্মোচন করেন নি। কেননা আল্লাহভীতির মাধ্যমেই সঠিক পথের আধিক্যতা, ইলমের আধিক্যতা এবং সংরক্ষণের আধিক্যতা অর্জিত হয়।

আর এ কারণেই শাফি'ঈ (রহি.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন:

...شَكَوْتُ إِلَى وَكِيْعِ سُوءَ حِفْظِي ... فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَ قَالَ اعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمُ نُوْرٌ وَ نُوْرُ اللّٰهِ لَا يُؤْتَاهُ عَاصِي

“আমি আমার শিক্ষক ওয়াকী' এর নিকট আমার স্মরণশক্তির দূর্বলতার ব্যাপারে অভিযোগ করলাম। অতঃপর তিনি আমাকে গুনাহসমূহ বর্জনের পরামর্শ দিলেন এবং বললেনঃ তুমি জেনে রাখো যে, ইলম হলো নূর। আর আল্লাহ্'র নূর কোনো পাপীকে দেওয়া হয় না”।

কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষ যখন ইলম বৃদ্ধি করতে চায়, তখন মানুষ শিক্ষা ব্যবস্থা, সত্য-মিথ্যার মাঝে এবং ভাল-মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী শক্তি বৃদ্ধি করতে চায়। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে "বুঝ" উন্মোচন করে দিয়েছেন, তা আয়াতের এ অংশের অন্তর্ভুক্ত। আর তাক্বওয়া হচ্ছে বুঝশক্তির উপকরণ এবং বুঝশক্তির মাধ্যমে ইলমের আধিক্যতা অর্জিত হয়। অতঃপর তুমি দু'জন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করবে, তারা আল্লাহ্'র কুরআন থেকে কোনো আয়াত সংরক্ষণ করে এবং তাদের দু'জনের একজন উক্ত আয়াত থেকে তিনটি হুকুম বের করতে সক্ষম হয়। আর অপরজন; আল্লাহ তাকে যে "বুঝ" দিয়েছেন, তা অনুযায়ী সে উক্ত আয়াত থেকে অনেক হুকুম বের করতে সক্ষম হয়। তাক্বওয়া হচ্ছে বুঝের আধিক্যতার উপকরণ।

আর আয়াতের এই অংশে অন্তরদৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত যে, আল্লাহ আল্লাহভীরুদের এমন অন্তরদৃষ্টি প্রদান করেন, যার মাধ্যমে সে মানুষের মাঝে (ভাল-মন্দের) পার্থক্য করে। সুতরাং, শুধুমাত্র মানুষকে দেখেই সে চিনতে পারে যে, সে (মানুষটি) সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী, নেককার নাকি বদকার। এমনকি আল্লাহ তাকে যে অন্তরদৃষ্টি দিয়েছেন, তার মাধ্যমে কখনো কখনো সে ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফায়সালা দেয়। অথচ সে (কখনো) তার সঙ্গী হয় নি এবং তার সম্পর্কে (পূর্ব থেকে) কোনো কিছুই জানে না।

★ দ্বিতীয় ফায়দাহঃ وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ "তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন"। আর সৎ আমলের মাধ্যমে পাপ মোচন হয়। কেননা সৎ আমল খারাপ আমলের কাফফারা। যেমন রসূল ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَ الْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَ رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَّرَاتٌ مَا بَيْنَهُ إِنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

যদি বান্দা কবীরাহ গুনাসমূহ বর্জন করে, তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত স্বলাত, এক জুম'আহ থেকে অপর জুম'আহ এবং এক রমাদ্বন (মাস) থেকে অপর রমাদ্বন (মাস), এগুলোর মধ্যবর্তী সময়ে যে (ছ'গীরাহ) গুনাসমূহ হয়েছে, সেগুলোর কাফফারা হয়ে যাবে।" [১৫]

রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا الْعُمْ رَةُ إِلَى بَيْنَهُمَا এক উমরাহ থেকে অপর উমরাহ, উভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে যে (ছ'গীরাহ) গুনাহগুলো হয়েছে, সেগুলোর কাফ্ফারা হয়ে যাবে। [১৬]

সুতরাং, সৎ আমলসমূহের মাধ্যমেই কাফফারা হয়। আর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য নিয়েছেন যে, মানুষ যখন আল্লাহকে ভয় করে, তখন আল্লাহ তার জন্য এমন সৎ আমলসমূহ সহজ করে দেন, যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।

★ তৃতীয় ফায়দাহঃ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ "এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন"। এটা এজন্য যে, তাওবাহ এবং ইস্তেগফার তোমাদের জন্য সহজ করা হয়েছে।

কেননা এটা বান্দার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাওবা এবং ইস্তেগফারকে সহজ করেছেন।

নিম্নে বিভিন্ন অঙ্গনে দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব আলোকপাত করা হলো—

ব্যক্তিগত জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকাঃ

দ্বীনি শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি একজন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা, আচার-আচরণ এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। একজন মুসলিমের চরিত্রে পরিশুদ্ধতা, সততা, মেহনত, দয়া, সহিষ্ণুতা এবং বিনয় প্রতিষ্ঠা করতে দ্বীনি শিক্ষা সহায়তা করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا "তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি"। [১৭]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের চরিত্রের শুদ্ধতা এবং নৈতিক উন্নয়ন। ব্যক্তি যদি দ্বীনি শিক্ষা মেনে চলেন, তাহলে তার জীবন শুদ্ধ হয় এবং সে সমাজে একজন আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পারিবারিক জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকাঃ

ইসলাম পারিবারিক জীবনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। দ্বীনি শিক্ষার আলোকে, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দয়া, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম বিবাহ, সন্তান পালন এবং পরিবারে কর্তব্য পালনকে সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ "হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" [১৮]

এই আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পরিবার এবং সন্তানদের সঠিক দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা পার্থিব এবং পরকালীন জীবনে সফল হতে পারে।

ইসলামিক শিষ্টাচার, ভালোবাসা, সহানুভূতি এবং পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীলতা একজন মুসলিমের পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ "তোমাদের মাঝে সে-ই ভালো, যে তার পরিবারের নিকট ভালো"। [১৯]

এই হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম পরিবারে ভালো সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সহানুভূতি, ভালোবাসা এবং দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠা করেছে।

দ্বীনি শিক্ষা কেবল পারিবারিক সম্পর্ককেই মজবুত করে না; এটি সদস্যদের আখেরাতমুখী জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে। একজন সন্তান সঠিক ইসলামী জ্ঞান লাভ করলে সে পিতামাতার জন্য আখেরাতে ছওয়াবের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "নেক সন্তান, যে তার পিতামাতার জন্য দু'আ করে — এটি মৃত্যুর পরও চলমান ছওয়াবের একটি মাধ্যম"। [২০]

সামাজিক জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকাঃ

ইসলাম সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিকেও গভীর প্রভাব ফেলে। দ্বীনি শিক্ষা মানুষের সামাজিক আচরণ, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামগ্রিক সমাজব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে

পরিচালিত করতে সাহায্য করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان "সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না ।" [২১]

এই আয়াত সমাজে পরস্পরের কল্যাণে কাজ করার এবং অন্যায় ও পাপ থেকে দূরে থাকার নির্দেশনা দেয়।

দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহমর্মিতার আদর্শে গড়ে তোলে, যা সমাজের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا "একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের জন্য দালানস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে"। [২২]

এই হাদীছ দেখায় যে, একজন ব্যক্তি তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে অন্যদের জন্য উপকার বয়ে আনে। দ্বীনি শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে এই সেতুবন্ধন তৈরি করে।

ইসলামে সমাজে শান্তি, ন্যায় এবং পরস্পরের সহায়তা প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং সমাজে শোষণ, বৈষম্য, অন্যায়, হিংসা ও অপব্যবহার প্রতিরোধ করতে প্রেরণা দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে এবং অন্যায় দূর করতে আদেশ দেন'।[২৩] রসূলুল্লহ ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه "তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, যা তার নিজের জন্য পছন্দ করে"। [২৪]

এই হাদীছ পারস্পরিক ভালোবাসা এবং সহমর্মিতার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে। দ্বীনি শিক্ষা সমাজে এই মানবিক গুণাবলি প্রচলন করে, যা সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে।

তাছাড়া, সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা এবং সৎকাজের আদেশ দেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ‘তোমরাই সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে’ -আলে ইমরান, ৩/১১০। দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে সৎকাজের প্রসার এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে উৎসাহিত করে, যা সমাজের সুস্থতা নিশ্চিত করে।

অর্থনৈতিক জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকাঃ

ইসলাম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও সততার উপর গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তা’আলা বলেন, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ “আর পরিমাপ ও ওজন ইনছাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে”। -আল-আনআম, ৬/১৫২। এছাড়া ইসলামে হালাল রিযিক্ব অর্জনের উপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নবী করীম ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا “নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না”।[২৫]

রসূলূল্লহ ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যত্র বলেছেন, كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ “যে দেহ হারাম দ্বারা লালিত হয়েছে, তার জন্য জাহান্নামের আগুনই যথাযোগ্য”।

ব্যবসা-বাণিজ্যে শারঈ নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে মানুষ আর্থিক লেনদেনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সুদ (রিবা) ইসলামে হারাম। আল্লাহ তাআলা সূদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا “যারা সূদ খায় তারা তার ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সূদেরই মতো। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন’ -আল-বাক্বারা, ২/২৭৫।

সুতরাং দ্বীনি শিক্ষা সুদের মতো শোষণমূলক ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে ন্যায্যতা ও সমতার ভিত্তিতে লেনদেনকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া, সম্পদের সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম যাকাত ও দানের ব্যবস্থা চালু করেছে। যাকাত অর্থনীতিতে গরীব-

দুঃখীর অধিকার সংরক্ষণ করে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে। এটি ধনী-গরীবের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভালোবাসার বন্ধন গড়ে তোলে।

দ্বীনি শিক্ষা মানুষকে অপচয় ও অপব্যয়ের বিরুদ্ধে সচেতন করে। কুরআনে বলা হয়েছে, إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ'নিশ্চয় যারা অপব্যয় করে, তারা শয়তানের ভাই'। - আল-ইসরা, ১৭/২৭

ইসলাম কাউকে শোষণ বা আর্থিক নির্যাতন থেকে বিরত থাকতে বলেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيم "এমন কে আছে, যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ দিবে? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান"।[২৬] এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা ছাদাক্বা বা দান করার দিকে মুসলিমদের উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইসলাম অর্থনৈতিক জীবনে দানের মাধ্যমে সামগ্রিক কল্যাণ এবং সমাজের জন্য সহানুভূতির গুরুত্ব দেয়।

রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীনি শিক্ষার ভূমিকাঃ

রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীনি শিক্ষার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। একটি রাষ্ট্রের শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা নিশ্চিত করতে দ্বীনি শিক্ষার অনুশীলন অপরিহার্য। রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থায় দ্বীনি শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি জনগণের চরিত্র গঠনে সহায়ক। এটি নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা এবং সৎ চরিত্র গড়ে তোলে। পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

ইসলামের মৌলিক আদর্শ হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি শুধু শাসনব্যবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে না, বরং শাসক ও শাসিতদের মধ্যে একটি সুস্থ সম্পর্কও গড়ে তোলে। দ্বীনি শিক্ষা রাষ্ট্রীয় নীতিমালার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এটি সমাজে ইনছাফ, সমতা এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণা প্রতিষ্ঠা করে। যেমন-কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

شُهَدَاءَ لِلَّهِ‘হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে’। [২৭]

দ্বীনি শিক্ষা শাসকদের নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে। ইসলামে খলীফা বা শাসককে জনগণের সেবক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং তাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করা। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه ‘তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে’। [২৮]

অতএব, রাষ্ট্রীয় জীবনে দ্বীনি শিক্ষা কেবল একটি শারঈ দায়িত্বই নয়, বরং এটি একটি সমৃদ্ধ সমাজ ও সফল রাষ্ট্র গঠনের অন্যতম ভিত্তি। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হলে সেখানে মানুষ সত্যিকার অর্থে শান্তি ও কল্যাণের স্বাদ পেতে পারে।

৫.দ্বীনি ইলম অর্জনের ফযীলত ও মর্যাদা

মহান আল্লাহ মানুষকে জ্ঞানহীন অবস্থায় মায়ের পেট থেকে বের করেছেন (নাহল ১৬/৭৮)। অতঃপর তাকে অল্প ইলম দান করা হয়েছে' (ইসরা ১৭/৮৫)। মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। দুনিয়াতে অনেক ইলম রয়েছে, যা সবার পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে দ্বীনি ইলম তথা মানুষের স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও শেষ পরিণাম সম্পর্কে সকল মানুষের জানা আবশ্যক। এজন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীন দ্বীনি ইলম অর্জনকে ফরয করেছেন। এমনকি রাসূল ﷺ এর প্রতি প্রথম অহী ছিল 'পড়'।

ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত অপরিসীম। নিম্নে এ বিষয়ে আলোকপাত করা হলো -

(১) মহান আল্লাহর প্রথম সৃষ্টি কলমঃ কলম ইলম অর্জনের মাধ্যম। আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ، "আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই"। সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টির কারণে ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হয়। আর এই লেখনির মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে ইলম সংরক্ষিত হয়ে আসছে। কুরআন নাযিল হওয়ার পর ছাহাবীগণ সাথে সাথে কুরআন লিখে নিয়েছেন। এছাড়াও কুরআনুল কারীমের ২৯তম পারায় ৬৮তম সূরা হ'ল 'সূরা ক্বলম'। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তারা বলেছেন, قيّدوا العلم بالكتابة "তোমরা ইলমকে লেখনীর দ্বারা বন্দী করে ফেল"। [২৯]

লিখে রাখার কারণে আমরা হাদীছ পেয়েছি। আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এর ছাহাবীগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো নিকট আমার চেয়ে অধিক হাদীছ নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না। -বুখারী হা/১১৩। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, অতঃপর ইয়ামানবাসী জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ اكْتُبُوا لأَبِي فُلاَنٍ، "হে আল্লাহর রসূল ﷺ! (এ কথাগুলো) আমাকে লিখে দিন। তিনি (ছাহাবীদের) বললেন, তোমরা অমুকের পিতাকে লিখে দাও"। [৩০]

(২) ইলমের কারণে আদম (আঃ)-কে ফেরেশতাদের উপরে মর্যাদা দেওয়া হয়ঃ আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করে তার সম্মানার্থে ফেরেশতাদেরকে সিজদা করার আদেশ করলে ফেরেশতাগণ সিজদা করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে ইলম শিক্ষা দিলেন এবং ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيْمُ- 'অতঃপর আল্লাহ আদমকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিলেন। অতঃপর সেগুলিকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন এবং বললেন, তোমরা আমাকে এগুলির নাম বল, যদি তোমরা (তোমাদের কথায়) সত্যবাদী হও। তারা বলল, সকল পবিত্রতা আপনার জন্য। আমাদের কোন জ্ঞান নেই, যতটুকু আপনি আমাদের শিখিয়েছেন ততটুকু ব্যতীত। নিশ্চয় আপনি মহা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (বাক্বারাহ ২/৩১-৩২)। অতঃপর তিনি আদমকে বললেন, 'হে আদম! তুমি এদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদেরকে ঐসবের নামগুলি বলে দিল, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আসমান ও যমীনের অদৃশ্য বিষয় সমূহ আমি সর্বাধিক অবগত এবং তোমরা যেসব বিষয় প্রকাশ কর ও যেসব বিষয় গোপন কর, সকল বিষয়ে আমি সম্যক অবহিত?' (বাক্বারাহ ২/৩৩)। এরপর আল্লাহ আদমকে সম্মানসূচক সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন' (বাক্বারাহ ২/৩৩-৩৪)।

(৩) জ্ঞানের কারণে দুনিয়ায় মানুষকে সম্মান প্রদান করা হয়েছেঃ পৃথিবীতে যাকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন ও আদর্শ বানিয়েছেন, তা করেছেন জ্ঞানের কারণে। কুরআনে নবী-রাসূল নন এমন কতক মর্যাদাবান ব্যক্তির আলোচনা এসেছে। যেমন-

১. খিযির (কাহাফ ১৮/৬৫)

২. লোকমান (লোকমান ৩১/১২)

৩. ত্বালূত (বাক্বারাহ ২/২৪৭)।

(৪) রাসূলুল্লাহ ﷺ - এর নিকটে অবতীর্ণ প্রথম বাণী পড়ঃ লিখার মত পড়াও ইলমের অন্যতম মাধ্যম। জাহেলী সমাজে ইসলামের আলো জ্বালানোর জন্য নিরক্ষর নবীকে (জুম'আ ৬২/২) প্রথমে পড়া তথা জ্ঞানার্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ- 'পড়! তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিন্ড হতে। পড়, আর তোমার পালনকর্তা বড়ই দয়ালু। যিনি

কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দান করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না' ('আলাক্ব ৯৬/১-৫)।

(৫) ইলম অন্বেষণ করা ফরযঃ ইলম অর্জনের হুকুম হল ফরয। মহান আল্লাহ বলেন,فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ 'অতএব তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আর তোমার ক্রটির জন্য ও মুমিন নর-নারীদের ক্রটির জন্য তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর' ।[৩১] এখানে মহান আল্লাহ 'ঈমান' ও 'আমলের' পূর্বে ইলম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারয'।- ইবনে মাজাহ হা/২২৪; ছহীহুল জামে হা/৩৯১৩।

ইমাম বুখারী (রহঃ) ছহীহ বুখারীতে অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, باب العلم قبل القول والعمل 'কথা ও কাজের পূর্বে জ্ঞান অর্জন অনুচ্ছেদ'। তারপর তিনি সূরা মুহাম্মাদের ১৯নং আয়াত পেশ করে বলেন, 'আল্লাহ ইলম দ্বারা আরম্ভ করেছেন। [৩২]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'ইলম ছাড়া ঈমান হয় না'। [৩৩] শরী'আত মানুষের উপর যেসব কাজ ফরয বা ওয়াজিব করে দিয়েছে, সেগুলোর হুকুম আহকাম ও মাসআল-মাসায়েল সম্পর্কে জ্ঞান হাছিল করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য ফরয। [৩৪]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ফরযে আইন ইলম হল-

১. ঈমানের উছূল তথা খুঁটিগুলো জানা,

২. ইসলামী শরী'আতের ইলম। যেমন- ওযূ, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ইত্যাদি,

৩. ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর জ্ঞান,

৪. মু'আমালাত ও মু'আশারাতের ইলম।

(৬) ইলম সকল ইবাদতের মূলঃ যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে।- আমল কবুলের শর্ত তিনটি : (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাছে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে হওয়া। [৩৫] আর এগুলো জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন। এছাড়াও তাওহীদ, শিরক, সুন্নাত, বিদ'আত জানার জন্যও ইল্মের প্রয়োজন। আল্লাহ দুনিয়াতে দু'টি রাস্তা দেখিয়েছেন (বালাদ ৯০/১০), একটি শুকরিয়ার অন্যটি কুফরীর (ইনসান ৭৬/৩)। একটি শয়তানের অন্যটি রহমানের। এগুলো জানার জন্য ইল্মের প্রয়োজন। অনুরূপভাবে হক-বাতিল বা সঠিক-বেঠিক জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন।

ছালেহ আল-উছায়মীন (রহ.) বলেন, ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ’। আল্লাহ তা‘আলা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; ছায়েম ছিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইলম হ’ল সবকিছুর মূল। [৩৬]

(৭) ইলম অন্তরের জ্যোতি ও চোখের আলোঃ মহান আল্লাহ বলেন, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم - ‘আর এভাবেই আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি রূহ (কুরআন), আমার আদেশক্রমে। অথচ তুমি জানতে না কিতাব কি বা ঈমান কি? বস্তুতঃ আমি একে করেছি জ্যোতি। যার মাধ্যমে আমি পথপ্রদর্শন করি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে আমি চাই। আর নিশ্চয়ই তুমি প্রদর্শন করে থাক সরল পথ’। [৩৭]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ইলম জীবন ও আলো আর মূর্খতা হ’ল মৃত ও অন্ধকার। সমস্ত অনিষ্টের মূল হ’ল জীবন ও আলো না থাকা। আর কল্যাণের মূল হ’ল আলো ও জীবন। মহান আল্লাহ বলেন, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ، ‘আর যে ব্যক্তি মৃত ছিল, অতঃপর আমরা তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে আলো দিয়েছি যা দিয়ে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করে’। [৩৮]

(৮) আক্বীদা ও আমল ছহীহ হওয়ার ভিত্তি ইলমঃ কথা ও কাজের পূর্বশর্ত হ’ল ইল্ম। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ‘নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইলমের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইলমের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহলে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইল্ম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে’। [৩৯]

(৯) ইবাদতের চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিক : সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, فضلُ العلمِ أحبُّ إليَّ من فضلِ العبادةِ وخيرُ دِينكمُ

الورَعُ، 'ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা ইলমের মর্যাদা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। আর তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হল আল্লাহভীতি'।[৪০]

হুযায়ফাহ বিন ইয়ামান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, فَضْلُ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ وَخَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ 'ইলমের মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উত্তম। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হল সংযমশীলতা'।[৪১]

(১০) ইলম পানাহার অপেক্ষা অধিক যরূরী : মানুষের বেঁচে থাকার জন্য পানাহারের প্রয়োজন যেমন, ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি কোনটা খাবে, কোনটা খাবে না সেটাও ইলমের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس 'মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'।[৪২]

(১১) ইলম নবীদের উত্তরাধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হ'ল। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، 'অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিছ। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাছ হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে'। [৪৩]

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একদা মদীনার বাযার অতিক্রম করছিলেন। তখন বাযারে দাঁড়িয়ে বললেন, হে বাযারের লোক সকল! কিসে তোমাদেরকে অপারগ করল? তারা বলল, উহা কি হে আবূ হুরায়রাহ? তিনি বললেন, ওখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মীরাছ বণ্টন হচ্ছে আর তোমরা এখানে? তোমরা সেখানে গিয়ে কিছু অংশ নাও না কেন? তারা বলল, উহা কোথায়? তিনি বললেন, মসজিদে। একথা শুনে তারা সেখানে ছুটে গেল। আর আবু হুরায়রাহ (রাঃ) দাঁড়িয়ে থাকলেন, শেষ পর্যন্ত তারা ফিরে এল। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি করলে? তারা বলল, হে আবূ হুরায়রাহ! আমরা গিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলাম। কিন্তু কোন কিছু বণ্টন হচ্ছে তা তো দেখলাম না? আবূ হুরায়রা বললেন, তোমরা মসজিদে কাউকে দেখতে পাওনি? তারা

বলল, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি কিছু লোক ছালাত আদায় করছে, কিছু লোক কুরআন তেলাওয়াত করছে, কিছু লোক হালাল-হারামের বিষয়ে পরস্পরে আলোচনা করছে। তখন আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) বললেন, আফসোস তোমাদের জন্যে! ওটাই তো মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মীরাছ'।[৪৪]

(১২) সম্পদের চেয়ে ইলম উত্তম : সকল মানুষই সম্পদের প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকে। অথচ দুনিয়া ও আখেরাতে তার সম্পদের তুলনায় ইলম অনেক বেশী উপকারী ও উত্তম। আলী (রাঃ) বলেন, العلمُ خيرٌ مِن المالِ، العلمُ يحرُسُكَ، وأنتَ تحرُسُ المال، المالُ يُنقِصُه النفقةُ، والعلمُ يزكو على الإنفاق، 'সম্পদের চেয়ে জ্ঞান উত্তম। জ্ঞান আপনাকে রক্ষা করে আর আপনি সম্পদকে রক্ষা করেন। অর্থ ব্যয় করলে কমে যায় আর জ্ঞান ব্যয় করলে বৃদ্ধি পায়'। [৪৫] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, অনেক দিক থেকে সম্পদের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী।- ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা,পৃষ্ঠাঃ ৯-২২৪। যেমন- **ক.** ইলম হ'ল নবীগণের মীরাছ, আর সম্পদ হ'ল ধনীদের মীরাছ। **খ.** নিশ্চয়ই ইলম তার মালিককে পাহারা দেয়, কিন্তু সম্পদ মালিককে পাহারা দেয় না, বরং মালিককে তার সম্পদ পাহারা দিতে হয়। **গ.** সম্পদ খরচ করলে কমে যায়, আর ইলম খরচ করলে বৃদ্ধি পায়। **ঘ.** নিশ্চয়ই মালের মালিক মারা গেলে তার থেকে মাল পৃথক হয়, আর ইলম তার মালিকের সাথে কবরে প্রবেশ করবে। **ঙ.** সম্পদের উপর ইলমের হুকুম প্রযোজ্য হয় কিন্তু ইলমের উপর সম্পদের হুকুম প্রযোজ্য হয় না। **চ.** সম্পদ মুমিন-কাফের ও ভালো-মন্দ সকলে অর্জন করতে পারে। কিন্তু উপকারী ইলম মুমিন ছাড়া কেউ অর্জন করতে পারে না। **ছ.** সম্পদ মানুষকে অবাধ্যতা, অহংকার ও হিংসার দিকে নিয়ে যায় আর ইলম মানুষকে বিনয় ও আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে যায়। **জ.** সম্পদের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু ইলমের মালিকের দরিদ্র হওয়ার সম্ভাবনা নেই। **ঝ.** নিশ্চয় ইলম মানুষকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে আর সম্পদ মানুষকে দুনিয়ার দিকে ধাবিত করে। **ঞ.** সম্পদশালী মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আলেম আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে।

(১৩) ইলম অর্জন জিহাদের অন্যতম প্রকার : জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; বরং এটিই সকল জিহাদের মূল। কারণ ইলম ছাড়া কোন জিহাদই সঠিক হবে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'জিহাদ দুই প্রকার। প্রথমত: হাত ও মুখের জিহাদ; দ্বিতীয়ত: প্রমাণ ও দলীলের জিহাদ। এটা যারা রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসারী তাদের সাথে খাছ। এটা নেতাদের জিহাদ'। বিশাল

উপকারিতা, সরবাহের ব্যাপকতা ও তার শক্রদের বিশালতার কারণে ২য় প্রকার দু'টি জিহাদের মধ্যে সর্বোত্তম। এজন্য মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানে বলেন, 'আর আমরা চাইলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী (রাসূল) প্রেরণ করতাম। অতএব তুমি কাফেরদের অনুসরণ করো না। আর তুমি তাদের বিরুদ্ধে এর (কুরআনের) সাহায্যে কঠোর জিহাদ কর'। [৪৬]

(১৪) ইলম ক্ষতি থেকে বাঁচায় : দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতি থেকে বাচার জন্য সূরা আছরে আল্লাহ চারটি গুণের কথা বলেছেন তান্মধ্যে ঈমান তথা ইল্ম হ'ল প্রথম। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ- 'নিশ্চয়ই সকল মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। তারা ব্যতীত যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে এবং পরস্পরকে 'হক'-এর উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' (আছর ১০৩/২-৩)। মূলতঃ জানার নামই ঈমান। আর ঈমানের পূর্ব শর্ত হ'ল ইলম (মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য ইলমের প্রয়োজন। ইমাম শাফেঈ বলেন, من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم أيضا 'যে দুনিয়া চায় তার জন্য ইলম অর্জন করা যরূরী, যে আখেরাত চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা যরূরী। আর যে (দুনিয়া ও আখিরাত) উভয়টিই চায় তার জন্যও ইলম অর্জন করা জরূরী'।

(১৫) আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে জ্ঞান দান করেন : মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন'।আর যাকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সর্বিক কল্যাণ দান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুত জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত কেউ উপদেশ গ্রহণ করে না' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إن من نال شيئا من شرف الدنيا والآخرة فإنما ناله بالعلم، 'নিশ্চয়ই দুনিয়া ও আখেরাতে যে মর্যাদা লাভ করেছে, তা ইলমের জন্যই লাভ করেছে'।[৪৭]

ছাহাবীগণ ভিন্ন ভিন্ন ইলমে পারদর্শী ছিলেন। কেউ হাদীছ বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ), আনাস (রাঃ), আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ। কেউ

কুরআন লিখার দায়িত্ব পেয়েছিলেন। যেমন যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ), মু'আবিয়া (রাঃ) প্রমুখ। কেউ কুরআনের তাফসীরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। কেউ আবার শৈশবেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) একদা বললেন, গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ আছে যার পাতা ঝরে না। আর তা মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে অবগত কর সেটি কি গাছ? তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা হ'ল, সেটা খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (ছোট হওয়ায়) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল (ছাঃ)! আপনি আমাদের বলে দিন, সেটি কি গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ'।[৪৮]

(১৬) ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয় : আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেন, لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِه 'হয়তো তার অসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছ'। [৪৯]

(১৭) ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে নে'মত : আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নে'মত হ'ল ইলম। মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেন, وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا- 'আর আল্লাহ তোমার উপর কিতাব ও সুন্নাহ অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। বস্তুত তোমার উপর আল্লাহর করুণা অসীম' (নিসা ৪/১১৩)। আর যাকে এই ইলম দেওয়া হয়েছে তাকেই মূলত কল্যাণ দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে উক্ত প্রজ্ঞা দান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' (বাক্বারাহ ২/২৬৯)। আল্লাহ ইলমের মত নেয়ামাত তাঁর প্রিয় বান্দা তথা নবী-রসূলদেরকে দিয়েছেন। যেমন- ইউসুফ (আঃ) (ইউসুফ ১২/২২), মূসা (আঃ) (ক্বাছাছ ২৮/১৪), ঈসা (আঃ) (মায়েদাহ ৫/১১০), দাঊদ (আঃ) (ছোয়াদ ৩৮/২০), সোলায়মান (আঃ) (আম্বিয়া ২১/৭৯;নামল ২৭/১৫)।

(১৮) মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে : দুনিয়াতে ইলম যেমন মর্যাদার বস্তু তেমনি মৃত্যুর পরও ইলমের ছওয়াব জারী থাকে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه، 'আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন প্রকার আমল ছাড়া অন্য সব রকম আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; ছাদাক্বাহ জারিয়াহ অথবা ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অথবা সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে' রসূল (সাঃ) আরো বলেন, إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه 'মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হ'তে নিশ্চিতভাবে যা তার সাথে মিলিত হয় তা হ'ল সেই ইলম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান, যাকে রেখে সে মারা গেছে অথবা কুরআন, যা সে মীরাছরূপে ছেড়ে গেছে অথবা মসজিদ, যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে অথবা মুসাফিরখানা, যা সে পথিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে অথবা পানির নালা, যা সে প্রবাহিত করে গেছে অথবা ছাদাক্বা, যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় দান করে গেছে। এসব কর্মের ছওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে'।[৫০]

(১৯) রাসূল (ছাঃ) কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন : জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাঃ) উহুদের শহীদগণের দু'জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُم 'তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু'জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হ'লে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি'।[৫১]

৬. কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইলম অর্জন করার গুরুত্ব ও ফজিলত

পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লহ তাআলা নবীজী ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন-

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।[৫২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتِه وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ

তিনিই উম্মিদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে। - সূরা জুমুআহ(৬২):২

সুতরাং আমরা যদি চাই, যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল ও নবী প্রেরণ করা হয়েছে তা পুরা হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জম করা। যাতে হাশরের ময়দানে নবী ﷺ আমাদের বিরূদ্ধে আল্লহর দরবারে অভিযোগ করে না বলেন-

يُرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এই কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল। [৫৩]

সূরা কাহাফে আল্লহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا
আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে।[৫৪]

হযরত মূসা ও খাযির আ.-এর ঘটনা সবিস্তারে কুরআনে কারিমে সূরা কাহাফের শেষে উল্লেখ আছে। সেখানে একজন ইলম অন্বেষণকারীর জন্য বহু শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে আল্লহ তাআলা তাঁর নবীকে (সাঃ)দুআ শিখিয়েছেন-
رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا
হে আমার প্রভু, আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। [৫৫]
আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, "ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি নবীজী ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্যই দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। কুরআনে কারিমে নবীজী ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।"

এক আয়াতে আল্লহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ
وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ و-َ
মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়। - সূরা তাওবাহ (৯):১২২

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা কুরতুবী রহ, বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না।[৫৬]
নবীজী ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন করলে স্পষ্টভাবেই বুঝে আসে, তিনি ইলমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয এবং বিরাট সওয়াবের কাজ হিসেবেই অবলম্বন করেছিলেন এবং এভাবে অবলম্বনের জন্যই উম্মতকে জোর তাকিদ করেছেন। ইলমের প্রতি এত উৎসাহ দিয়েছেন এবং এত অধিক ফজীলত বর্ণনা করেছেন যে,

বৃদ্ধদের মাঝেও ইলম তলবের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে। শুধু তা-ই নয়, ইলমের প্রতি অনীহা প্রকাশকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفَقِّهُونَ جِيرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ
وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَّعِظُونَ وَاللهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ جِيرَانَهُمْ،
وَيُفَقِّهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلْيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ جِيرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ،
وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأُعَاجِلَنَّهُمُ الْعُقُوبَةَ

“ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না?”

আল্লহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব। [৫৭]
কুরআনী ওহীতে ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ইরশাদ হয়েছে-
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ،
عَلَّمَ
الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক্ব' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা

দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না। -সূরা আলাক (৯৬): ১-৫

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন। -সূরা মুজাদালাহ (৫৮): ১১

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الحِكْمَةَ فَهُوَ
يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই, যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়।[৫৮]

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।-সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। [৫৯]

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-
مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ العِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লহর রাস্তায় বের হল। [৬০]

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে-

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا ، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। [৬১]

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে।

১. সাদাকায়ে জারিয়াহ (চলমান দান),

২. এমন ইলম (জ্ঞান) যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়,

৩. সৎ সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস **১৬৩১**

আরো ইরশাদ হয়েছে,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।[৬২]

নবীজী সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক। [৬৩]

৭.ইলম অর্জনের পদ্ধতি

ইলম হাসিল করতে হলে ত্বলিবুল ইলমের মধ্যে প্রয়োজনীয় আদব-আখলাক থাকতে হবে।

১. ইলম অর্জন করতে হবে কেবল আল্লহর সন্তুষ্টির জন্য; যেহেতু ইলমে দ্বীন অর্জন একটি ইবাদত। ত্বলিবুল ইলমের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আল্লহর ফিরিশতারা ডানা বিছিয়ে দেয় মর্মে হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহর দরবারে এই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ তাকে এই ইবাদত করার তাওফীক দেওয়ার জন্য ত্বলিবুল ইলমকে আল্লাহর প্রতি মুখলিস (একনিষ্ঠ) হতে হবে। কোনো দুনিয়াবী পদ বা পদবী পাওয়ার নিয়তে ইলম অর্জন করা যাবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা; দুনিয়াবী কোনো কিছু প্রত্যাশা না করা। তার নিয়ত হবে নিজের অজ্ঞতা দূর করা। ইমাম আহমাদ রহ.-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো: ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ইখলাস বলতে কী বুঝায়? তিনি বললেন: ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে ইখলাস হলো, নিজের অজ্ঞতা দূর করার নিয়ত করা। যেহেতু একজন আলেম আর একজন সাধারণ মানুষ সমমর্যাদার অধিকারী নয়।

২. ইলম অর্জনে নিজেকে কোমল হতে হবে। নবী ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাধারণভাবে বলেন, “নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্ব ক্ষেত্রে কোমলতা পছন্দ করেন।” এই হাদীসটির বিধান সাধারণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন, “যা কিছুতে কোমলতা থাকে, কোমলতা সেটাকে সৌন্দয্যমণ্ডিত করে।” ইলমে দীন ও তা হাসিলেও এ কোমলতা অবলম্বন একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ।

সব ইলম একসাথে হাসিলে নিমগ্ন হওয়া যাবে না। ঠিক যেমনটি বলেছেন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ইবন শিহাব যুহরী রহ.। তিনি বলেন, “যে তালিবে ইলম সব ইলম একত্রে অর্জনের ইচ্ছা করে তার সব ইলম একসাথে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বরং ইলম অর্জন করতে হবে রাতদিন ব্যয় করে ধীরে ধীরে।” জনৈক কবি এই অর্থ বুঝাতে গিয়ে বলেছেনঃ

مِنْ نُخَبِ الْعِلْمِ الَّتِي تُلْتَقَطُ وَإِنَّمَا السَّيْلُ اجْتِمَاعُ النُّقَطِ

الْيَوْمَ عِلْمٌ وَغَدًا مِثْلُهُ يَحْصُلُ الْمَرْءُ بِهَا حِكْمَةً

“আজ কিছু ইলম, কালকে আরো কিছু; এভাবেই কুড়াতে হয় পছন্দনীয় ইলমগুলো

ক্রমধারায় অর্জিত হলে তা হয় প্রজ্ঞাময়; জেনে রাখ, ফোটা ফোটা জল জমাট হয়েই তৈরি হয় বন্যা।”

এজন্য কোমলতা একান্ত কাম্য। সব ইলম একেবারে পেয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষী হলে চলবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [ال عمران: ٧٩]

“কিন্তু তোমরা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে ও নিজেরা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে রব্বানী হও।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭৯]

ইমাম বুখারী তার সহীহ হাদীসের গ্রন্থে "তোমরা রব্বানী হও” এর ব্যাখ্যায় বলেন, "রব্বানী হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষকে বড় বড় ইলম শিক্ষাদানের পূর্বে ছোট ছোট ইলম শিক্ষা দেন।” অর্থাৎ ইলম অর্জন ও বিতরণের ক্ষেত্রে রব্বানী হচ্ছেন তিনি, যিনি মানুষকে বড় বড় ইলমের পূর্বে ছোট ছোট ইলম শিক্ষা দেন।

একজন আলেমের উচিৎ হচ্ছে ছাত্রের প্রয়োজন অনুপাতে তাকে জ্ঞান দেওয়া। ছাত্রের ধারণক্ষমতার উর্ধ্বে জ্ঞান না দেওয়া। অতএব, ইলম অর্জনে কোমলতা ও ধীরস্থিরতা অবলম্বন করতে হতে হবে।

৩. ইলম অর্জনে নিয়মানুবর্তী হতে হবে। তালিবে ইলম তার সবচেয়ে উত্তম সময় ইলম অর্জনে ব্যয় করবে। জীবনের শেষ সময়ে ইলম অর্জনের জন্য নির্ধারণ করবে না। যে সময়ে মস্তিষ্ক নিস্তেজ থাকে, বোধশক্তি দুর্বল থাকে সে সময় ইলম অর্জনের জন্য উপযুক্ত নয়। এই সময়কে ইলম অর্জনের জন্য নির্ধারণ মানে নিজের সাথে প্রবঞ্চনা করা। অতএব, ইলমের জন্য সবচেয়ে উত্তম সময় ব্যয় করতে হবে। যে সময় মস্তিষ্ক সতেজ থাকে, পরিচ্ছন্ন থাকে, ঝঞ্ঝাট মুক্ত থাকে। এটি তখনই সম্ভব হয়, যখন তালিবে ইলম ইলম অর্জনের প্রতি তীব্র আগ্রহী হয়। সকাল-সন্ধ্যা তার মস্তিষ্ক শুধু ইলম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তার লক্ষ্য শুধু ইলম। ঘুমাতে গেলে তার পাশে কিতাব থাকে। হয়তবা ঘুম আসার আগে কোনো মাসআলা জানার জন্য কিতাবের প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য জনৈক আলেম বলেন, যদি তুমি দেখতে পাও তালিবে ইলমের বইপুস্তক সাজানো গুছানো তাহলে জেনে রাখ সে কিতাব পুস্তক অধ্যয়ন করে না। তুমি যদি আকস্মিকভাবে কারো পাঠাগারে ঢুকে পড় আর দেখতে পাও তার কিতাবপুস্তক সাজানো গুছানো, কিতাবগুলো স্ব স্ব স্থানে শোভা পাচ্ছে এর মানে হলো- তিনি অধ্যয়ন করেন না।

মেজেতে কোনো কিতাব পড়ে নেই, তার পাশেও কোনো কিতাব নেই, টেবিলের উপরও কোনো কিতাব নেই। এর মানে হচ্ছে- সে কর্মব্যস্ত কিছু সংস্কৃতিমনা মানুষের অন্তর্ভুক্ত যারা তাদের কিছু সময়কে তাদের পড়ার জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেন। তালিবে ইলমের নিকট পড়ার সময় বলে কিছু নেই। তালিবে ইলমের সবটুকু সময় ইলম হাসিলের জন্য। সকাল-সন্ধ্যা সারাক্ষণ তার মনমস্তিষ্ক ইলম নিয়ে মশগুল। তার জীবনের প্রধান সময় যৌবনকাল। এই সময়ে তিনি ইলমের প্রতি প্রচণ্ড আসক্ত থাকেন। তিনি তার সময়গুলোকে ইলমের জন্য ভাগ করে নেন। দিনের সবচেয়ে উত্তম সময়, যে সময় মস্তিষ্ক সবল থাকে সে সময়ে তিনি ফিকহ (ইসলামি আইন) ও উসূলুল ফিকহ (ফিকহের মূলনীতি) ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেন। কারণ, এ জাতীয় বিষয়গুলো বুঝতে মস্তিষ্কের উপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়। মধ্যম মানের সময়ে তিনি তাফসীর, হাদীস, হাদীসের পরিভাষা ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেন। যে বিষয়গুলো বুঝতে মস্তিষ্কের উপর অতবেশী চাপ পড়ে না। আর যে সময়ে মস্তিষ্ক দুর্বল থাকে সে সময়ে তিনি সাহিত্য, জীবনচরিত, ইতিহাস, সাধারণ জ্ঞানের বইগুলো অধ্যয়ন করেন। অর্থাৎ তালিবে ইলম সারাক্ষণ ইলম নিয়ে ব্যস্ত। যেখানেই থাকুক না কেন তার কর্মব্যস্ততা হলো ইলম নিয়ে। কোন বিনোদন বা খোশ আলাপ তাকে ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখে না। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, আজকাল যাদেরকে তালিবে ইলম বলা হয় তাদের সবচেয়ে বড় দোষ হলো- তারা ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটায় অনর্থক কথাবার্তায়, গালগপ্পে। যেগুলোর সাথে ইলমের দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। এই যার অবস্থা সে তালিবে ইলম নয়; বরং অন্যকিছু। পক্ষান্তরে তালিবে ইলম তার আত্মপ্রশান্তি, তার শখ, তার আকাঙ্ক্ষা সবকিছু হচ্ছে ইলমকে নিয়ে। যে মজলিসে ইলম নিয়ে আলোচনা হয় অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ কালাম নিয়ে আলোচনা হয় অথবা রাসূল ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নিয়ে আলোচনা হয় সে মজলিসে গেলে তালিবে ইলমের আত্মা সুপ্রসন্ন হয়, মনে তৃপ্তি আসে। সুতরাং তালিবে ইলমের বৈশিষ্ট হবে- নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যবসায়। তালিবে ইলম, ইলম হাছিলের জন্য তার যৌবনকালের কিছু সময় নয়; সবটুকু সময় ব্যয় করবে অথবা অধিকাংশ সময় ব্যয় করবে। যেহেতু যৌবনকাল ইলম হাছিলের উপযুক্ত সময়, এ কারণে পূর্ববর্তী কোনো এক আলেম বলেছেন: “তোমার সবটুকু তুমি ইলমকে দান করো; তাহলে ইলম তোমাকে সামান্য কিছু দান করবে।” কারণ ইলম অনেক বিস্তৃত, অনেক প্রশস্ত। তাইতো জনৈক মুহাদ্দিস মৃত্যু শয্যায় থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তার কোনো লেখককে নির্দেশ দেন: লিখে রাখ। মৃত্যুর এই কঠিন মূহুর্তেও তিনি

ইলম বিতরনে আগ্রহী ছিলেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইলম বিতরণে তিনি কত বেশি মুখলিস (একনিষ্ঠ) ছিলেন। তার গোটা অন্তর ইলমের মহব্বতে ভরপুর ছিল। ইমাম আহমাদ রহ. যখন মৃত্যু শয্যায় ছিলেন তখন ব্যথায় কাতর হয়ে তিনি কিছুটা কাতরাচ্ছিলেন। তখন তাঁর জনৈক ছাত্র মুহাম্মদ ইবন সীরিনের সনদে আনাস ইবন মালিক থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কাতরানোকে অপছন্দ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইমাম আহমাদকে আর কাতরাতে শুনা যায় নি। এই মনমানসিকতা যদি তালিবে ইলমের মধ্যে থাকে তাহলে সে তালিবে ইলম ভবিষতে উম্মতের কল্যাণকামী আলেমে দীন হতে পারবে-ইনশাআল্লাহ্। রাতদিন তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকবে শুধু ইলমকে ঘিরে। ছোটবড় সবার কাছ থেকে সে শিখবে। কোনো ইলমকে সে তুচ্ছ মনে করবে না। কিছু মানুষ আছে এমন যখন তার চেয়ে কম মর্যাদার কেউ একজন কোনো একটি উপকারী বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চায় তখন সে আত্মম্ভরিতা করে এবং তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে না। এটি এ কারণে যে, সে ব্যক্তি নিজেকে ইলমের চেয়ে বড় মনে করে। যে ব্যক্তি ইলমের চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে সে ইলম হাসিল করতে পারবে না। হতে পারে কম মর্যাদার কারো কাছে এমন একটি ইলম আছে বড় মর্যাদার কারো নিকট সে ইলমটি নেই। হতে পারে কোনো একটি ইলম ছোট্ট একজন তালিবে ইলম বুঝতে পেরেছে; অথচ বড় কোনো আলেম সে ইলমটি বুঝতে পারেননি। ছোট্ট ছাত্রটি যখন সে জ্ঞানটি বুঝিয়ে বলে তখন বড় আলেমেরও বুঝে আসে। এ প্রসঙ্গে আলেমগণ সুলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে হুদহুদ পাখির ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেন। হুদহুদ পাখির মর্যাদাগত ও সৃষ্টিগত অবস্থান নিম্ন পর্যায়ের হওয়া সত্ত্বেও এবং নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের মর্যাদা অনেক উন্নত হওয়া সত্ত্বেও সুলাইমান আলাইহিস সালামকে লক্ষ্য করে হুদহুদ পাখি বলে:

فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمۡ تُحِطۡ بِهِۦ، وَجِئۡتُكَ مِن سَبَإِۭ بِنَبَإٖ يَقِينٍ(ِ
]النمل[٢٢ :

"অতঃপর হুদহুদ এসে বলল: আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি।" [সূরা আন-নামল, আয়াত: ২২] হুদহুদ পাখি যা জেনেছে সুলাইমান আলাইহিস সালাম তা জানতেন না। এই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আলেমগণ বলেন, ছোট হোক, বড় হোক যে ব্যক্তি তোমার নিকট কোনো জ্ঞান নিয়ে আসবে তার সাথে আত্মম্ভরিতা করবে না। যে ব্যক্তি জ্ঞান

নিয়ে এসেছে তুমি মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুন। কারণ হতে পারে সে তোমার জন্য নতুন কোন জ্ঞানের ফটক উন্মুক্ত করে দিবে।
এই তিনটি তালিবে ইলমের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। [৬৪]

৮.বড়দের দ্বীনি ইলম শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জীবন পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের জীবননদী নতুন বাঁক নেয়। পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে মনের মাঝে। তখন আমরা আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করি । পিছনের জীবনের হিসাব নিই। অসংখ্য মানুষ এমন আছেন, যাদের জীবনের দীর্ঘ একটা সময় জাগতিক জ্ঞান অর্জন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ইত্যাদিতে কেটে যায়। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার দরুন দ্বীনের মৌলিক জ্ঞানটুকুও অর্জন করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। পারিবারিক অসচেতনতা, দ্বীন শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ না পাওয়া, কিংবা নিজের অবহেলা এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ।
জীবনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার পর নিজের মাঝে নতুন উপলব্ধি জাগে। অতীত জীবনের উপর অনুশোচনা হয়। হয়ত কোনো আল্লাহওয়ালার সোহবতে কিংবা কোনো দ্বীনী মেহনতের বরকতে অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে । তখন দ্বীনী ইলম না শেখার উপর আক্ষেপ হতে থাকে মনের গভীরে। এই উপলব্ধি, আক্ষেপ ও অনুশোচনা একটি ইতিবাচক দিক, যা ব্যক্তিকে নিজের জীবন নতুনভাবে গড়ার এবং আলোকিত পথের পথিক হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। ভেতরে প্রেরণা যোগায়। তবে অনেকের ক্ষেত্রে দুঃখজনক একটি বাস্তবতা হল, মনের ভেতর উপলব্ধি ও অনুশোচনা জাগলেও এর উপর ভিত্তি করে কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। দ্বীনী জীবন গঠনে যতটুকু উৎসাহ দেখা যায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে ততটুকু উৎসাহ দেখা যায় না।
وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। -সূরা যারিয়াত (৫১) : ৫৬
তাই আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁর হুকুম মেনে চলা মুমিন বান্দার মূল দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলার হুকুম জীবনের সমস্ত অঙ্গন জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন সবকিছুতেই রয়েছে আল্লাহ তাআলার হুকুম। একজন প্রকৃত মুমিন জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহর হুকুম লংঘন করে না। তাই কোন্ ক্ষেত্রে আল্লাহর

কী আদেশ ও কী নিষেধ তা জানা একজন মুমিনের অবশ্যকর্তব্য। বুঝা গেল, দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা এমন কোনো ঐচ্ছিক বিষয় নয়, যা না শিখলেও হয়। বরং আমাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই এ শিক্ষা আমাদের অর্জন করতে হবে।

অধিকাংশ সাহাবী দ্বীনী ইলম অর্জন করেছেন বয়স্ক অবস্থায়

বয়স বেশি হওয়া এমনকি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়াও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নয়। সাহাবায়ে কেরাম হলেন সর্বপ্রথম ইলমে ওহী শিক্ষা গ্রহণকারী। নবুওতের পাঠশালার সর্বপ্রথম ছাত্র। তাঁদের বক্তব্য ও শিক্ষার আলোকেই আমাদের কুরআন-সুন্নাহ্ বুঝতে হয়। অথচ তাঁদের অধিকাংশই বয়স অনেক হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বীন শিখেছেন। নবীজীর ﷺ পর এ উম্মতের সবচে বড় জ্ঞানী হলেন আবু বকর রা.। অথচ তিনি যখন নবীজীর সংস্পর্শধন্য হয়ে ইলম শেখা শুরু করেছেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। এমনিভাবে ওমর রা., আবু যর রা., আবুদ দারদা রা., প্রমুখ উম্মতের সবচে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। ইমাম বুখারী রাহ. হযরত ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন-

باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر : "تفقهوا قبل أن تسوَّدوا"

তোমরা বয়স অধিক হওয়ার আগেই ইলম শিখে নাও।

সহীহ বুখারীতে ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

قال أبو عبد الله -يعني البخاري نفسه- : وبعد أن تسوّدوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنِّهم.

অর্থ্যাৎ বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা কর। কারণ সাহাবায়ে কেরাম (অধিকাংশ) তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন। -সহীহ বুখারী, পৃ. ৩৯

খোদ ওমর রা.-এর অবস্থাই দেখি, বয়স হবার পরও কীভাবে তিনি দ্বীনী ইলম শিখেছেন। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী পালাক্রমে নবীজীর কাছে যেতাম। সে একদিন থাকত। আমি একদিন থাকতাম। যেদিন আমি থাকতাম সেদিনকার ওহী ও অন্যান্য বিষয় আমি তাকে জানাতাম। আর যেদিন সে থাকত সেও অনুরূপ করত। (দ্র. সহীহ বুখারী, বর্ণনা ৮৯)

বড়দের দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম হতে পারেন আমাদের প্রেরণার উৎস।

বৈষয়িক সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করা জাগতিক শিক্ষা অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ভালো একটা চাকরি পাওয়া, একটু সুখী জীবন লাভ করার জন্যই সাধারণত এ শিক্ষা অর্জন করা হয়। কিন্তু দ্বীনী শিক্ষা এর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুধু পার্থিব জীবনই নয় পরকালীন জীবনের কল্যাণ লাভ করা এ ইলম অর্জনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর হুকুম আহকাম জেনে সে অনুযায়ী জীবনযাপন, নবীজীর সুন্নতের অনুসরণ, ফেরেশতাদের দুআ-ইসতিগফার লাভ ইত্যাদি সবকিছুই ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার ফযীলত। আর যে কোনো মানুষই বোঝে, এ ফযীলত অর্জনের নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। যে কোনো মানুষই ইলম শিক্ষা করার মাধ্যমে এ ফযীলতগুলো অর্জন করতে পারে।

قيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.

আবু আমর ইবনুল আলা'কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকাটা যদি তার জন্য উত্তম হয় তবে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না! -আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, খ. ২, পৃ. ১৬৭

কোনো একজন আলেমকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত মানুষকে শিখতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত।

আমাদের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মহামানবদের ঘটনা, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা ইলম চর্চা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও ইলমের মুযাকারা করেছেন। এরকম অসংখ্য নযীর আছে আমাদের ইতিহাসে।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিকঃ

কিছু বয়স হওয়ার পর দ্বীন শেখার ইতিবাচক দিক রয়েছে, যা ইলম অর্জনের জন্য অনেক সহায়ক। কারণ, অনেক ক্ষেত্রেই শিশু-কিশোর অভিভাবকদের চাপে ইচ্ছায় বা

অনিচ্ছায় দ্বীনী ইলম অর্জন করে। ভেতরের প্রেরণা, নিজের ইচ্ছা, ফযীলত অর্জন করার মানসিকতা অনেক ক্ষেত্রেই থাকে অনুপস্থিত। তবে একজন বয়স্ক ব্যক্তির দ্বীন শিক্ষা করার অবস্থা হয় এর থেকে ভিন্ন। বয়স্ক ব্যক্তির মনে দ্বীনি শিক্ষা অর্জনের প্রেরণা সৃষ্টি হয় মনের ভেতর থেকে। সেখানে অন্যের পক্ষ থেকে চাপ কিংবা বাধ্যবাধকতারও কোনো ব্যাপার থাকে না; বরং সাধারণত ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে ইলম অর্জনের ফযীলত হাসিল করার জন্য এবং সহীহভাবে দ্বীনের উপর চলার জন্য দ্বীনি ইলম অর্জনে সচেষ্ট হয়। হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়েই ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়। তাই বয়স্ক ব্যক্তির অদম্য আগ্রহ, তীব্র বাসনা তাকে অনেক দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যায় লক্ষ্যপানে।

তাছাড়া একজন বয়স্ক ব্যক্তির বুঝ ও অনুধাবন শক্তি তীক্ষ্ম হয়ে থাকে। যে কোনো বিষয় অল্প সময়ে বোঝা ও অনুধাবন করা তার জন্য সহজ। ফলে দ্বীনের অনেক কিছুর বুঝ অল্প সময়েই তার অর্জন হয়, যা শেখাকে সহজ ও ত্বরান্বিত করে। সাথে সাথে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ইলম অনুযায়ী আমল করার সাওয়াবও অর্জিত হয়।

পড়াশোনার ক্ষেত্রে আগ্রহ ও পূর্ণ মনোযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রহ ও মনোযোগ পূর্ণমাত্রায় থাকলে দীর্ঘ সময়ের পড়া অল্প সময়েই আয়ত্ত হয়ে যায়। পরিণত বয়সের একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের সময় এ আগ্রহ ও মনোযোগ সাধারণত পূর্ণ মাত্রায় থাকে, যা অল্প সময়ে তাকে অনেক এগিয়ে দেয়।

সলামের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মনীষী রয়েছেন, যাদের বয়স অনেক হয়ে যাওয়ার পর তাদের হৃদয়ে ইলম অর্জনের আগ্রহ জেগেছিল। এরপর নিরন্তর মেহনত ও অব্যাহত মুজাহাদার মাধ্যমে তারা ইলম অর্জন করেন এবং নিজেদের ও অন্যদের ইলমের আলোয় আলোকিত করেন। এমন কিছু মনীষীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে তুলে ধরা হল।

আলী ইবনে হামযা

ইমাম কিসাঈ নামেই যিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইলমে নাহুর প্রতিটি ছাত্র এই নামের মহান মানুষটির সাথে পরিচিত। আরবী ব্যাকরণশাস্ত্রে যার রয়েছে বিশাল অবদান। ইলমে কিরাআতেরও অন্যতম ইমাম তিনি। যে সাত কেরাতের কথা আমরা সবাই জানি, সে সাত কেরাতের এক কেরাত তাঁর দিকেই সম্পৃক্ত। তিনি বয়স অনেক হওয়ার পরই ইলমে নাহু শেখা শুরু করেছেন। আল্লামা কিফতী রাহ. বলেন-

انما تعلم الكسائي النحو بعد الكبر فلم يمنعه ذلك من ان برع فيه.

কিসাঈ বয়স অনেক হওয়ার পরই নাহু শেখা শুরু করেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে অধিক বয়স তার জন্য বাধা হয়নি। -আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১

আল্লামা ইবনে হাযম রাহ.

ইসলামের ইতিহাসে যারা অমর হয়ে আছেন তিনি তাদের অন্যতম। আল্লামা যাহাবী রাহ. তার ব্যাপারে বলেন-

ومن أشهر من ذكر عنهم الطلب بعد كبر السن ابن حزم الأندلسي.

বয়স হওয়ার পর যারা ইলম শেখা শুরু করেছেন তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন ইবনে হাযম আন্দালুসী।

তার ইলমে ফিকহ অন্বেষণের সূচনা হয়েছিল বিশেষ একটি ঘটনার প্রেক্ষাপটে। ইবনে হাযম রাহ. নিজেই সে ঘটনা বলেছেন। একদিন তিনি এক জানাযায় শরিক হন। তখন এক মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়েন। এক ব্যক্তি তখন তাকে বলল, ওঠ, আগে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়। তখন তার বয়স ছিল ছাব্বিশ। তিনি তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যান। জানাযা শেষে ফিরে আসার সময়ও মসজিদে যান। এবার প্রবেশ করা মাত্রই নামায শুরু করে দেন। তখন তাকে বলা হল, আরে বস বস; এখন নফল নামায পড়ার সময় নয়। তখন ছিল আসরের পর। এ ঘটনাটি তার মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। এরপর থেকেই তিনি ইলম অর্জন শুরু করেন। - (মু'জামুল উদাবা, ইবনে হাযম রাহ.-এর জীবনী)

অতীত ও বর্তমানে বয়স্ক দ্বীনী শিক্ষার এত অসংখ্য নযীর রয়েছে যে তা নিয়ে আলাদা গ্রন্থ তৈরি হতে পারে। এসকল মানুষেরা আমাদের জন্য হতে পারেন প্রেরণার উৎস।

পরিণত বয়সে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা

বয়সকালে দ্বীন শেখার ক্ষেত্রে একটি চিন্তা অনেকের মনেই উঁকি দেয়। তা হল, বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে কিছু আর মনে থাকতে চায় না। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে। এ চিন্তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ বাস্তবতা মেনে নিয়েই বলছি, মানুষ যখন কোনো কাজের হিম্মত করে তার জন্য শতভাগ চেষ্টা ব্যয় করে তখন সে কাজটি আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ করে দেন। একটা

উদাহারণ দেই। ইমাম কাফফাল শাশী। ফিকহে শাফেয়ীর অবিসংবাদিত ইমাম। আল্লামা সামআনী রাহ. তার ব্যাপারে লিখেছেন-

كان وحيد زمانه فقها وحفظا وورعا وزهدا، وله في المذهب من الآثار ما ليس لغيره من أهل عصره، وطريقته المهذبة في مذهب الشافعي التي حملها عنه أصحابه أمتن طريقة، وأكثرها تحقيقا، رحل إليه الفقهاء من البلاد، وتخرج به أئمة، ابتدأ بطلب العلم وقد صار ابن ثلاثين سنة، فترك صنعته، وأقبل على العلم.

তিনি ছিলেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মুখস্থশক্তি এবং তাকওয়া-পরহেযগারিতে যুগের অনন্য ব্যক্তি। ফিকহে শাফেয়ীর মধ্যে তার যে প্রভাব ও অবদান রয়েছে তা তার যুগের অন্য কারো ছিল না। বিভিন্ন দেশ থেকে ফকীহগণ ইলম অর্জনের জন্য তার উদ্দেশে সফর করতেন। তার হাতে অনেক ইমাম গড়ে উঠেছেন। এ মহান মনীষীও ইলম শেখা শুরু করেছেন ৩০ বছর বয়সে। ইলম শেখা শুরু করার পর তিনি তার পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইলম অর্জনে নিমগ্ন হন। -সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৩/১৩০"

আল্লামা সুবকী রাহ, তার ব্যাপারে লেখেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا... كان قد ابتدأ التعلم على كبر السن بعدما أفنى شبيبته في صناعة الأقفال.

তিনি হলেন পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম। তালা বানানোর পেশায় যৌবন কাটিয়ে শেষ বয়সে তিনি ইলম অর্জনে নিমগ্ন হয়েছেন। (তবাকাতুশ শাফিইয়্যাতিল কুবরা, ৫/৫৪)

আল্লামা সুবকী রাহ. যাকে পৃথিবী বিখ্যাত ইমাম বলেছেন তিনি যে আসলেই কত বড় ইমাম ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। এ মহান মনীষীর জীবনেও উপরে উল্লেখিত প্রতিবন্ধকতাটি এসেছিল এবং হয়ত তার মাত্রা আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি ছিল। তবুও সে প্রতিবন্ধকতা দূর করে তিনি পৌছে গেছেন আকাশের সীমানায়।

ইলম শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথমে 'র্মাও' এলাকার একজন শায়েখের কাছে যান। তিনি তাকে কিতাবুল মুযানীর এ তিনটি শব্দ প্রথম দিন শেখান-

هذا كتاب اختصرته.

এ পাঠ গ্রহণ করে তিনি ছাদে চলে যান। এশা থেকে ফজর পর্যন্ত এ তিনটি শব্দই মুখস্থ করতে থাকেন। সারা রাত জেগে থাকার কারণে শেষ রাতে একটু চোখ লেগে

আসে। তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘুম ভাঙতেই মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। সারা রাত ধরে কী পড়েছেন কিছুই মনে পড়ছে না। তিনি এ কথা ভেবে লজ্জিত হচ্ছিলেন যে, শায়েখকে আমি কী বলব। এ দুশ্চিন্তার মাঝেই হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। এমন সময় প্রতিবেশী এক মহিলা বলল-

আবু বকর! গতকাল রাতে هذا كتاب اختصرته বলে বলে তো সারা রাত আমাদের ঘুমাতে দাওনি।

মহিলার অভিযোগভরা কথার মাঝেই তিনি যেন খুঁজে পেলেন হারানো সম্পদ। শায়েখের কাছে গিয়ে সব খুলে বললেন। শায়েখ তখন সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এ কারণে যেন তোমার ইলম শেখার আগ্রহে ভাটা না পড়ে। কারণ তুমি যখন ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকবে এবং সবসময় মুখস্থ করতে থাকবে তখন তা তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে।

শায়েখের কথা সত্যি হয়েছিল। কঠিন অধ্যাবসায় ও চেষ্টা-মুজাহাদার মাধ্যমে এমন দুর্বল মুখস্থশক্তির অধিকারী মানুষটিই হয়েছিলেন-

الإمام الزاهد الجليل البحر أحد أئمة الدنيا.

পৃথিবীবিখ্যাত ইমামদের অন্যতম প্রধান। ইলমের সাগর।

আমাদের মধ্যে এমন লোক ক'জন আছে, যে সারা রাত পড়ে মাত্র তিনটি শব্দও মুখস্থ করতে পারে না। তাই বড়দের দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ না হওয়া কিংবা বুঝে না আসা- এ সমস্যার সমাধান একটাই- চেষ্টা, চেষ্টা এবং চেষ্টা।

একটা বাস্তবতা হলো, দুনিয়াবী বিভিন্ন চিন্তা ও ব্যস্ততায় জড়িয়ে থাকলে মানুষের মুখস্ত-শক্তি কমে যায়। ইলমের জন্য ফারাগাত (ব্যস্ততামুক্ত) ও ইনহিমাক (গভীর নিমগ্নতা) থাকা অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কেউ যখন পার্থিব ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ নিমগ্নতার সাথে ইলম অর্জন করে আল্লাহ তাআলা তখন তার মেধা খুলে দেন। বয়স্করাও এর থেকে ব্যতিক্রম নন।

আসলে যদি দিলে সাচ্চা ইরাদা (ইচ্ছা) ও পোখতা হিম্মত থাকে তাহলে সব কঠিনকেই আল্লাহ তাআলা সহজ করে দেন। আর যদি শত চেষ্টার পরও মুখস্থ না হয় বা না বুঝে আসে তবুও এ চেষ্টার কারণে আল্লাহ তাআলা আজর ও সাওয়াব আমাদের দান করবেন।

বড়দের দ্বীন শিক্ষার দ্বারা এটা বুঝানো হচ্ছে না যে, সবকিছু ছেড়ে দিয়ে এখনই মাদরাসায় ভর্তি হয়ে যেতে হবে; বরং প্রতিদিনের ব্যস্ততার মাঝে কিছু সময় ফারেগ করে আমরা ইলম অর্জন করতে পারি। জনৈক ব্যক্তি, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হয়েও প্রতিদিন একটু একটু কুরআন মুখস্থ করতে করতে তিনি হাফেয হয়েছেন। আমরাও চাইলে কুরআন মুখস্থ করতে পারি; হাফেয হওয়া সম্ভব না হলে অন্তত কিছু অংশ তো হিফয করতে পারি।

কুরআন বিশুদ্ধভাবে পড়তে শেখা ও প্রয়োজনীয় মাসআলাগুলো জানা- এটা তো একজন মুসলমান হিসেবে আমাদের সবার দায়িত্ব। এর পাশাপাশি আরো কিছু দ্বীনী বিষয়ের জ্ঞানও উলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে শেখা যেতে পারে।

বয়স্কদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে থানভী রাহ. বলেছেন, বর্তমানে লোকদের এত হিম্মত এবং সময়-সুযোগও নেই যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলেম হবে। এজন্য দ্বীন শেখা ও শেখানোর এমন একটা সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ইলম অর্জনের ফরয দায়িত্ব আদায় করে উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করতে পারে। ইলম অর্জনের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে :

১. দ্বীনী বই-পুস্তক পড়া কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনা।

২. পরিবারের লোকজনদেরকে নিজে পড়ানো কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা।

৩. উলামায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করা।

৪. ওয়াজ শোনা

৫. বিশেষজ্ঞ আলেমদের সোহবতে থাকা।

দ্বীনী বই-পুস্তক পড়ার পদ্ধতি হল, যারা পড়তে পারে তারা ভালো কোনো আলেমের কাছে গিয়ে প্রতিদিন সবক হিসাবে কিছু কিছু পড়বে। যদি এমন কাউকে না পাওয়া যায় তাহলে নিজে নিজেই পড়তে থাকবে। কোথাও বুঝে না আসলে কিংবা অস্পষ্টতা থাকলে পেন্সিল দিয়ে তা দাগ দিয়ে রাখবে। পরবর্তীতে ভালো কোনো আলেমের কাছ থেকে জেনে নেবে। এভাবে যতটুকু ইলম অর্জন হতে থাকবে তা অন্যদেরকেও শেখাবে এবং নিজ ঘরের স্ত্রী-সন্তানদের কেও তালীম দেবে।

যারা পড়তে পারে না তারা পড়াশোনা জানে এমন কারো মাধ্যমে সেসকল কিতাব পড়িয়ে শুনবেন। এর জন্য কোনো খরচের প্রয়োজন হলে সবাই মিলে একটু একটু জমা করে তার ওযিফার ব্যবস্থা করবেন। দুনিয়ার প্রয়োজনে আমরা কত টাকা খরচ

করি। দ্বীনের জন্য সামান্য ক'টাকা খরচ করা এমন কোনো কঠিন বিষয় নয়। তবে পড়ার ক্ষেত্রে নিজে নিজে কিতাব নির্বাচন করবে না; বরং আল্লাহওয়ালা ও যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করে কিতাব নির্বাচন করতে হবে।
তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ মাসআলা জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি হল, দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে যখন কোনো কাজ করার প্রয়োজন পড়বে এবং এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা জানা না থাকবে তখন সে ব্যাপারে অবশ্যই কোনো আল্লাহওয়ালা আলেম থেকে জিজ্ঞেস করে নিবে। তিনি যা বলে দেবেন তা ভালোভাবে মনে রাখবে এবং অন্যদেরকেও সে বিষয়টি জানাবে। যদি এমন আলেমের কাছে যাওয়ার সুযোগ না হয় তবে তার কাছে চিঠি লিখে সে সম্পর্কে জেনে নেবে।
দ্বীন শেখার এ পদ্ধতি কত সহজ। এ পদ্ধতিতে যদি কেউ দ্বীন শেখা অব্যাহত রাখে তাহলে তেমন কষ্ট ছাড়াই শেখা সম্ভব। -তুহফাতুল উলামা, ৪৩১
আল্লাহ তাআলা আমাদের মনে দ্বীন শেখার আগ্রহ দান করুন এবং সকলকে তাওফিক দান করুন- আমীন।[৬৫]

৯.ব্যস্ততার যুগে ইলম অন্বেষণ

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবিব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বেশি কিছু অন্বেষণ করতে আদেশ করেননি, তিনি আদেশ করেছেন কেবল ইলম অর্জন করার। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নবিজি ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদেশ করে বলেন:

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

'আর আপনি বলুন, "হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।" - সুরা ত্বহা: ১১৪

ইলম এক মর্যাদামণ্ডিত বৃক্ষের ন্যায়। সকল গাছের সেরা এ গাছ। এ যেন সবুজ-শ্যামল ও ছায়াময়। পরিপক্ক ফলবিশিষ্ট। যার অন্বেষণ ইবাদত। যার আলোচনা পুণ্যময়। ইলমের অধিকারীগণই আল্লাহকে অধিক ভয়কারী। ইলমের উত্তরাধিকারগণই বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সাক্ষাতের প্রতি আশা পোষণকারী।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইলমের মর্যাদা, আহলে ইলমের সম্মান এবং তাদের প্রতি প্রদত্ত মর্যাদার বর্ণনা দিয়েছেন।

ইলমের এত মর্যাদা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষকে আমরা দেখি, তারা ইলম থেকে একেবারে বিমুখ, গাফিল, অমনোযোগী। কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য ও তার ভাগ-বাটোয়ারা নিয়েই মহাব্যস্ত। কেউ ব্যস্ত জীবিকা উপার্জন আর অর্থ-সম্পদ কামানোর পেছনে। এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়, যারা নানান খেলতামাশায় মত্ত। কেউ সময় নষ্ট করছে ভ্রমণ ও পর্যটনে। কেউ নিজ পেশায় মশগুল তো, পরক্ষণে সে-ই আবার অবসরে আনন্দ-ভ্রমণে ব্যস্ত। এমন ব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যমগুলোও প্রতিনিয়ত কেড়ে নেয় আমাদের অনেক মূল্যবান সময়। টিভি, রেডিও, পেপার-পত্রিকা, ইন্টারনেট আমাদের ব্যস্ত রাখছে। কেউ নানান ডিজাইনের পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে ব্যস্ত খেলাধুলা, বিনোদন-বিলাসিতা এক ব্যস্ততার পর আরেক ব্যস্ততায় আমাদের মাতিয়ে তুলছে। ফলে আমাদের ব্যস্ততা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। তাই এখনকার চিত্রটা হলো ব্যস্ততার পর ব্যস্ততা। এক ব্যস্ততা সেরে উঠতে না উঠতেই আরেক ব্যস্ততা অপেক্ষায় থাকে আমাদের ব্যস্ত করার জন্য।

আবু বকর সিদ্দিক রা. একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আব্দুর রহমান বিন আওফ রা. - ও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। উসমান রা. - ও একই রকম ছিলেন। তবে তাঁদের ব্যবসা আল্লহর জিকির,নামাজ কায়িম,জাকাত প্রদান, দ্বীনি ইলম অন্বেষণ ও রসূল ﷺ এর সাহচার্য গ্রহণ করা থেকে কখনোই তাদের গাফিল করে রাখতে পারেনি।

কোনো কোনো সাহাবীর নিকট মূলধন ই ছিলো না। তবুও তাঁরা ইলম অর্জন ও সাদাকা ছেড়ে দেন নি।

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রসুল ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে কিছু লোক এসে বলল, "আমাদের সাথে আপনি কিছু লোক পাঠান। যারা আমাদের কুরআন-সুন্নাহ শেখাবে।" তাদের কথানুযায়ী তিনি ৭০ জন আনসার সাহাবিকে পাঠালেন তাদের সাথে, যাদের কারি বলা হতো। তাদের মাঝে আমার মামা হারামও ছিলেন। তাঁরা কুরআন মাজিদ পাঠ করতেন। রাতে কুরআন নিয়ে পর্যালোচনা করতেন এবং কুরআন শিক্ষা দিতেন। দিনে তাঁরা মসজিদে পানি এনে রাখতেন। জালানি কাঠ সংগ্রহ করে তা বিক্রয় করতেন এবং তা দ্বারা আহলুস সুফফা ও অসহায়-দরিদ্র মানুষদের জন্য খাবার ক্রয় করতেন। এই লোকদের রসুল ছল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে প্রেরণ করেছিলেন।'- সহিহু মুসলিম: ৬৭৭

অর্থাৎ তাদের কাছে কোনো মূলধন ছিল না। তাই তারা কাঠ সংগ্রহ করতেন। একজন সাহাবির ভাষায়, 'আর আমরা তা বহন করতাম।' কতিপয় সাহাবি নিজে বহনকারী হিসেবে কাজ করতেন, যেন কিছু অর্জন করে তা দ্বারা পানি কিনে মসজিদে রাখা যায়। লক্ষণীয় হচ্ছে, কাঠ সংগ্রহ ও পানি বহন করার কাজটা করতেন গরিব সাহাবিগণ। এর মাধ্যমে তাঁরা তাদের জীবিকা উপার্জন করতেন। অতঃপর তা থেকে সাদাকাও করতেন।

সাহাবিগণকে ইলম অর্জন থেকে কোনো কিছুই বিরত রাখতে পারত না। তারা আগা থেকে গোড়া, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু শেখার আগ্রহ রাখতেন, শেখার চেষ্টা করতেন, শেখার জন্য রসুল চহল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বারবার প্রশ্ন করতেন। এমনকি দাস-দাসীর সাথে কীভাবে কথা বলতে হয়, সে ধরনও তারা শিখে নিতেন।

ইবনে জুবাইর রা.-এর ১০০টি গোলাম ছিল। তাদের ভাষা ছিল ভিন্ন ভিন্ন। তিনি তাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের ভাষায় কথা বলতেন। অর্থাৎ তিনি সকলের ভাষা জানতেন। এভাবে জাইদ বিন সাবিত রা.-ও তিনটি ভাষা শিখেছেন। আর প্রতিটি ভাষা শিখতে তিনি সময় নিয়েছেন গড়ে ১৫ দিন করে।

সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের সর্বদা ইলম অন্বেষণে, জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত রাখতেন। অথচ, আজ আমরা নিজেদেরকে তাঁদের উত্তরসূরি দাবি করি; কিন্তু তাঁদের আমল, তাঁদের শেখা-শেখানোর আগ্রহের সিকি ভাগও ধারণ করি না। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। ব্যস্ততাকে পাশ কাটিয়ে ইলম অণ্বেষণে সালাফদের জীবন থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারি।

হাম্মাদ বিন জাইদ রহ. বলেন, 'আমাকে আইয়ুব রহ. বলেন, "তুমি তোমার বাজার (ব্যবসা) ছেড়ে দিয়ো না। কারণ, তুমি যতদিন তোমার ভাইদের মুখাপেক্ষী না হবে, ততদিন তাদের কাছে সম্মানিত হয়ে থাকবে।”- হিলইয়াতুল আওলিয়া ও তাবাকাতুল আসফিয়া: ৩/১১

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর রেশমি কাপড়ের কাজ করার একটি বড় ঘর ছিল। তাঁর কাছে অনেক পোশাক-শ্রমিক ও কারিগর থাকত। অর্থাৎ তিনিও প্রায় ব্যস্ত ছিলেন।

ইবনুল মুবারক রহ.ও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। আবার তিনি ফিকহ, হাদিস ও জুহদের ইমামও ছিলেন।

আমরা তিন জন ইমামের অবস্থা জানলাম। প্রথম জনকে আইয়ুব রহ. এমন কথা বলার কারণ আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি ইলম অন্বেষণের জন্য ব্যবসা ছেড়ে দিতে

চাইছিলেন। অথচ, আমরা দিনদিন আমাদের ব্যবসা, আমাদের চাকরিতে আরও ডুবে যাচ্ছি।

যদি কেউ দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য সময় বের করতে না পারে, তবুও তার জ্ঞানার্জনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। আর যদি কেউ এর জন্য পরিপূর্ণ সময় নির্ধারণ করতে না পারে অথবা আলিমদের মজলিসে বসার সুযোগও তার না মিলে, তাহলে সে অবশ্যই নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে। যতটুকু তার পক্ষে সম্ভব হবে, ততটুকু করবে। কারণ, যদি সম্পূর্ণটা সে নাও পায়, তবে কিছুটা হলেও তার পাওয়া হবে।

আমরা জানি-অনেক সাহাবি, তাবিয়ি, তাবে' তাবিয়ি ও মুহাজির নিজের, সন্তান-সন্ততির ও পরিবারের নানা ব্যস্ততা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও ইলম অর্জন ছেড়ে দেননি। তাদের ব্যবসা তাদের সারা জীবন ব্যস্ত করে রাখেনি।

যাদের ব্যস্ততা আছে, তারা প্রতিদিন কুরআনের একটি পাতা পড়তে পারি। প্রতিদিন একটি আয়াতের তাফসির দেখতে পারেন। প্রতিদিন একটি করে আয়াতের হিফজ করতে পারি। বর্তমান যুগে, প্রযুক্তির কল্যানে ঘরে বসেই ইলম অণ্বষণ সহজ হয়ে গিয়েছে। আল্লহ তা'য়ালা আমাদের আধুনিক এসব যন্ত্র কেন দান করেছেন? কেন এগুলো আমাদের জন্য সহজলভ্য করলেন?

আমাদের কাছে বর্তমান অনেক ইলেকট্রিক ডিভাইস রয়েছে। যার মাধ্যমে আমরা সহজেই, দারসের অডিও এবং ভিডিও দেখতে ও শুনতে পারি। ইসলামিক ওয়েবসাইটের সাহায্যে দ্বীনি ইলমের বিভিন্ন আর্টিকেল পড়তে পারি।

ব্যস্ততার মাঝে কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারিঃ

১. নিয়ত শুদ্ধ করা ও লক্ষ্য নির্ধারণ

যেকোনো কাজের শুরুতে নিয়ত বড় বিষয়। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জ্ঞান অর্জন করছেন—এই মানসিকতা থাকলে ছোট ছোট প্রচেষ্টাতেও বরকত পাওয়া যায়। শুরুতে অনেক বড় কিছু না করে ছোট কিন্তু ধারাবাহিক কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারি। সালাফের ঘটনাগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা-গবেষণা করতে হবে, তাহলে আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি এক প্রকারের ঈর্ষা জাগ্রত হবে। এ ঈর্ষা আমাদের কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উপভোগ একটা সীমায় বন্ধ করতে হবে। ব্যস্ততার অবশ্যই একটা সীমা এঁকে দিতে হবে। যতটুকু ব্যস্ততায় যথেষ্ট হবে, ততটুকু

ব্যস্ততা থাকবে অন্য কাজে। আর বাকি সময়গুলো আল্লাহর ইবাদত, দ্বীনি ইলম শেখার কাজে ব্যয় করবে এবং এর জন্য অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে।

২. সময়ের ব্যবচ্ছেদ (Time Auditing)

আমাদের দিনে অনেক 'মৃত সময়' (Dead Time) থাকে যা আমরা বুঝতে পারি না। যেমন:

যাতায়াতের ও হাঁটার সময় : অফিসে যাওয়া-আসার সময় বা জ্যামে দুই-তিন ঘন্টা বসে থাকতে হয়। এমন সময়গুলোকে কাজে লাগানো যায় কুরআন তিলাওয়াত করে, দ্বীনি বই বা সফটকপি (পিডিএফ) পড়ে। কিংবা ইসলামিক অডিও লেকচার বা পডকাস্ট শুনতে পারি। হাঁটার সময়টাও কাজে লাগাতে পারি।

গৃহস্থালি কাজের সময়: রান্নার কাজ, ঘর গোছানো বা শরীরচর্চার সময় ইলমি অডিও শোনা একটি দারুণ অভ্যাস।

অপেক্ষা করার সময়: লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বা কারো জন্য অপেক্ষা করার সময় ফোনের অ্যাপে কুরআন বা ছোট কোনো বই পড়া যেতে পারে।

৩. প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার:

বর্তমান সময়ে ইলম অর্জনের জন্য সশরীরে মাদ্রাসায় যাওয়া সবার জন্য সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ডিজিটাল মাধ্যম হতে পারে সেরা সমাধান:

অনলাইন কোর্স: নির্ভরযোগ্য কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে কোন কোর্সে ভর্তি হতে পারি।

ইউটিউব ও পডকাস্ট: বিশ্বস্ত আলেমদের ধারাবাহিক লেকচারগুলো প্লে-লিস্ট আকারে শুনতে পারি।

মোবাইল অ্যাপস: হাদিস, তাফসীর বা সীরাতের বিভিন্ন অ্যাপ ফোনে রাখতে পারি। এছাড়া

৪. পড়ার অভ্যাস তৈরি করা

দিনে অন্তত ১৫-২০ মিনিট পড়ার জন্য বরাদ্দ রাখবো। সেটা হতে পারে ঘুমানোর আগে বা ভোরে ঘুম থেকে উঠে। বড় কোনো বই দেখে ঘাবড়ে না গিয়ে দিনে মাত্র ২-৩ পৃষ্ঠা পড়ার টার্গেট নিবো। ধারাবাহিকতা (Consistency) পাহাড়সম জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে।

৫. ইলমি মজলিস ও সাহচর্য

সপ্তাহে অন্তত একদিন কোনো দ্বীনি মজলিসে যাওয়ার চেষ্টা করুন অথবা জ্ঞানপিপাসু কোনো বন্ধু বা আলেমের সাথে সময় কাটান। ভালো সঙ্গ আমাদের জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করবে।

৬. আমল ও প্রচার:

যা শিখছি তা সাথে সাথে আমল করার চেষ্টা করবো এবং পরিবারের সদস্যদের বা বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারি । কাউকে কিছু শেখালে নিজের ইলম আরও মজবুত হয়।

একটি ছোট টিপস: যদি কেউ নতুন অভিভাবক হয়ে থাকেন বা ঘরে ছোট শিশু থাকে, তবে তাকে শোনানোর ছলেও অডিওতে কুরআন বা সীরাতের গল্প বাজিয়ে রাখতে পারেন। এতে নিজের এবং শিশু—উভয়েরই উপকার হবে।

ব্যস্ততা কখনো ইলম থেকে দূরে রাখার কারণ হওয়া উচিত নয়, বরং ব্যস্ততার মাঝেই একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়াই হলো প্রকৃত সফলতা। আল্লাহ আমাদের পথ সহজ করে দিন।[৬৬]

১০.ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্বঃ

১. ইলম অনুযায়ী আমল করতে পারা তাক্বওয়ার পরিচায়ক :

তাক্বওয়া অর্থ আল্লাহভীতি। আর আল্লাহভীতি প্রকাশ পায় তখনই, যখন মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমল সম্পাদন করে। শুধু মুখে তাক্বওয়ার দাবী করা যথেষ্ট নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, হারাম ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা, হালালকে আঁকড়ে ধরা প্রভৃতির মাধ্যমে তাক্বওয়ার স্বরূপ ফুটে ওঠে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এযাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবন ছিল ইলম ও আমলের সুন্দর সমন্বয়ে গড়া। ফলে তাঁদের জীবন ছিল তাক্বওয়ায় ভরপুর। ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) তাক্বওয়ার পরিচয় تعداد ليوم الرحيل، 'মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা, তাঁর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুর দিনের জন্য সদা প্রস্ত্তত থাকার সমন্বিত নাম হ'ল তাক্বওয়া'। [৬৭]আলী (রাঃ) আরো বলেন, كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل، فإنّه لن يقلّ عمل مع التّقوى، وكيف يقلّ عمل متقبّل؟ 'তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দাও। কেননা তাক্বওয়ার সাথে সম্পাদিত কোন আমল অল্প হয় না, তাহ'লে কবুলযোগ্য আমল কিভাবে অল্প হবে?'[৬৮] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ عَنْ كَثْرَةِ الحديث، إنما العلم خشية الله، 'অনেক বেশী হাদীছ বর্ণনা করার নাম ইলম নয়; বরং আল্লাহভীতিই হ'ল প্রকৃত ইলম'।[৬৯] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ، وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ، مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اسْتَغْنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ شَانَ دِيْنَهُ، وَحَسَبَهُ، وَمُرُوءتَه، 'বান্দা আল্লাহকে যতটুকু জানে, ততটুকুই তাকে ভয় করে। সে আখেরাতের প্রতি যতখানি উন্মুখ থাকে, দুনিয়ার প্রতি সে ততটাই অনাগ্রহী হ'তে পারে। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে, অজানা বিষয় থেকে সে অভাবমুক্ত হ'তে পারে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাকে অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের তাওফীক্ব দান করেন। আর যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, সে তার দ্বীন, সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করে ফেলে'। [৭০]

ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, وافضلُ الأعمال خشية الله فِي السر والعلانية، وخشية الله فِي السر إنما تصدر عَن قوة إيمان ومجاهدةٍ للنفس والهوى، فإن الهوى يدعو فِي الخلوة إلى المعاصي، 'সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আমল হ'ল প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে

ভয় করা। মূলত ঈমানী শক্তি এবং প্রবৃত্তি ও নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের শক্তিমত্তা থেকে গোপনে আল্লাহকে ভয় করার অনুভূতি জাগ্রত হয়। কেননা নির্জনতায় কুপ্রবৃত্তি সর্বদা পাপের দিকে আহবান জানায়'।[৭১]

কবি মুহাম্মাদ ইবনে আবূ আলী ইছফাহানী বলেন,

اعْمَلْ بِعِلْمِكَ تَغْنَمْ أَيُّهَا الرَّجُلُ, لَا يَنْفَعُ الْعِلْمُ إِنْ لَمْ يَحْسُنِ الْعَمَلُ

وَالْعِلْمُ زَيْنٌ وَتَقْوَى اللهِ زِينَتُهُ , وَالْمُتَّقُونَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِمْ شُغُلُ

وَحُجَّةُ اللهِ يَا ذَا الْعِلْمِ بَالِغَةٌ لَ, ا الْمَكْرُ يَنْفَعُ فِيهَا لَا وَلَا الْحِيَلُ

تَعَلَّمِ الْعِلْمَ وَاعْمَلْ مَا اسْتَطَعْتَ بِهِ ,لَا يُلْهِيَنَّكَ عَنْهُ اللَّهْوُ وَالْجَدَلُ

'ওহে! ইলম অনুযায়ী আমল কর, তবে তুমি পুরস্কৃত হবে। যার আমল সুন্দর হয় না, তার ইলম উপকারী হয় না। ইলম হ'ল শোভা আর আমল তার অলংকার। আর অর্জিত ইলমের ব্যাপারে মুত্তাক্বীদের দায়িত্ব রয়েছে। হে আলিম! ইলম আল্লাহর চূড়ান্ত হুজ্জাত (দলীল), সুতরাং এ ব্যাপারে কোন ধোঁকাবাজি ও অপকৌশল চলে না। ইলম অর্জন কর এবং সাধ্যানুযায়ী আমল কর। তর্ক ও উদাসীনতা যেন তোমাকে ইলম অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত না রাখে'।[৭২]

২.আমলহীন ইলমের কোন মূল্য নেই :

যে ইলম আমল উৎপন্ন করে না, তা কেবল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে বনী ইসরাঈলের সেই আলেমদের উদাহরণ এসেছে, যারা তাওরাত জানত; কিন্তু তাওরাতের বিধান অনুযায়ী আমল করত না। তাদেরকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে না বুঝেই শুধু বইয়ের বোঝা বহন করে। আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، 'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে। কতই না মন্দ সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে' (জুমু'আ ৬২/৫)। বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নেই, কিন্তু তাদের অনেকেই ইসলামী নীতি-আদর্শকে জীবনে প্রয়োগ করেন না। ফলস্বরূপ তাদের জ্ঞান সমাজে আলো ছড়ায় না।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، 'যে ইলম অনুযায়ী আমল করা হয় না, তার উদাহরণ সেই গুপ্তধনের মতো যেখান থেকে আল্লাহর পথে খরচ করা হয় না'।[৭৩]

সাহল তুসতারী (রহঃ) বলেন, الْعِلْمُ كُلُّهُ دُنْيَا، وَالْآخِرَةُ مِنْهُ الْعَمَلُ بِهِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ هَبَاءٌ إِلَّا الإِخْلَاص، ‘ইলম পুরোটাই দুনিয়াতে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে শুধু সেই আমলই আখেরাতে কাজে আসবে, যে অনুযায়ী আমল করা হয়েছে। আর ইখলাছ ছাড়া সব আমল ধূলিকণায় পরিণত হবে’।[৭৪]

আববাসী কবি আব্দুল্লাহ ইবনুল মু‘তায (২৪৭-২৯৬হি.) বলেন, عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرَةٍ بِلَا ثَمَرَةٍ ‘আমল বিহীন ইলম ফলহীন গাছের মতো’।[৭৫] সাঈদ ইবনে আববাস (রহঃ) বলেন, كُنْ عَالِمًا عَامِلًا فَقَدْ عَلِمَ أَقْوَامٌ وَلَمْ يَعْمَلُوا وَلَمْ يَكُنْ عِلْمُهُمْ إِلَّا عَلَيْهِمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ قَرِينَانِ لَا يَنْفَعُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ، ‘তুমি জ্ঞানী হও এবং সে অনুযায়ী আমলকারী হও। কেননা এমন কিছু লোক ছিল যারা ইলম অর্জন করেছিল, কিন্তু আমল করেনি। ফলে তাদের জ্ঞান তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ইলম ও আমল পরস্পরের সঙ্গী। একটি ছাড়া অপরটি কোন উপকার করতে পারে না’।[৭৬]

হাফছ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) বলেন, আমি একবার দাউদ আত-তাঈ (রহ.)-এর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের মানুষ। তিনি বলেন, ‘তুমি কি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন যোদ্ধাকে দেখনি? সে যখন যুদ্ধের মুখোমুখি হ’তে চায়, তখন কি সে নিজের অস্ত্র-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে না? কিন্তু যদি সে তার পুরো জীবন কেবল অস্ত্র-সরঞ্জাম জোগাড় করতেই ব্যয় করে ফেলে, তবে সে যুদ্ধ করবে কখন? জেনে রেখো, إِنَّ الْعِلْمَ آلَةُ الْعَمَلِ، فَإِذَا أَفْنَى عُمُرَهُ فِي جَمْعِهِ فَمَتَى يَعْمَلُ؟ ‘ইলম হ’ল আমলের অস্ত্র। আর যদি কেউ তার গোটা জীবন কেবল জ্ঞান আহরণেই ব্যয় করে ফেলে, তবে সে আমল করবে কখন?[৭৭]অতএব অর্জিত জ্ঞান তখন ফলপ্রসু ও উপকারী হবে, যখন সেটা আমলে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. শুধু ইলম অর্জন করে আলেম হওয়া যায় না :

যিনি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ মুখস্থ করেছেন বা কুরআন-হাদীছ ও ফিক্বহের বিধি-বিধান ও মাসআলা অধ্যয়ন করেছেন, তিনি কেবল তখনই সত্যিকারের আলেম হিসাবে গণ্য হবেন, যখন এইগুলো তার আমলে বাস্তবায়িত হবে। কেননা আমলহীন জ্ঞানী ব্যক্তিকে কখনোই আলেম গণ্য করা হয় না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ‘যেই ইলম অনুযায়ী আমল করা হয় না, সেটা এমন গচ্ছিত সম্পদের মতো যা থেকে আল্লাহর পথে খরচ করা হয় না’।[৭৮] যেমন সমাজের সব মুসলিমই ছালাতের গুরুত্ব জানে, কিন্তু ছালাত আদায় করে না; পাপাচার ও হারামের ভয়াবহতা জানে, কিন্তু তা

পরিহার করে না; সততার ফযীলত জানে, কিন্তু লেনদেনে তা অবলম্বন করে না। এই অবস্থাই ঐ গচ্ছিত সম্পদের মতো- তা যত মূল্যবানই হোক, আল্লাহর পথে খরচ না করলে কোন উপকার দেয় না; উপরন্তু সেই সম্পদ ক্বিয়ামতের ময়দানে ব্যক্তির জন্য শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তদ্রূপ ইলম যতই মূল্যবান হোক না কেন, তা আমল ছাড়া আখেরাতে কোন উপকার করবে না; বরং ঐ ইলম তার শাস্তির কারণ হ'তে পারে। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ مُتَعَلِّمًا، وَلَا يَكُونُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ بِالْعِلْمِ عَامِلًا، 'কোন ব্যক্তি আলেম হ'তে পারে না; যতক্ষণ না সে ছাত্র হয়। আর অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত কেউ আলেম হ'তে পারে না'।[12]

ইবরাহীম আল-খাওয়াছ (মৃ. ২৯০হি.) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنِ اتَّبَعَ الْعِلْمَ، وَاسْتَعْمَلَهُ، وَاقْتَدَى بِالسُّنَنِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ، 'অধিক বেশী (হাদীছ) বর্ণনা করার নাম প্রকৃত ইলম নয়। বরং প্রকৃত আলেম হ'ল সেই ব্যক্তি, যে ইলমের অনুসরণ করে, সে অনুযায়ী আমল করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে, যদিও তার ইলম অতি সামান্য হয়'।[৭৯] অর্থাৎ জ্ঞান শুধু বহুল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করার নাম নয়, বরং তা অনুসরণ করে জীবনে বাস্তবায়ন করাই প্রকৃত আলেমের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি অল্প জ্ঞান অর্জন করলেও তা হৃদয়ে স্থাপন করে, আমলে পরিণত করে এবং নবী কারীম (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে, সে সত্যিকারের আলেমে দ্বীন।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, لَا يَزَالُ الْعَالِمُ جَاهِلًا بِمَا عَلِمَ حَتَّى يَعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا، 'ইলম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খই থেকে যায়। যখন আমল করে কেবল তখন সে আলেম হিসাবে গণ্য হয়'। তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ، وَالْعِلْمُ دَلِيلُ الْعَمَل 'জ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমল। আর ইলম আমলের দলীল স্বরূপ'।[৮০]

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ عَمَلًا مِنْهُ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يَتَصَدَّقْ مِنْهُ فَمَاتَ فَوَرِثَهُ غَيْرُهُ فَتَصَدَّقَ مِنْهُ، وَرَجُلٌ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ فَعَلَّمَهُ غَيْرَهُ فَانْتَفَعَ بِه، 'ক্বিয়ামতের দিন তিন প্রকার মানুষ সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে- (১) এমন ব্যক্তি, যার একজন ক্রীতদাস ছিল, যে ক্বিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, (২) এমন ব্যক্তি, যার সম্পদ ছিল, কিন্তু সে তার জীবদ্দশায় তা থেকে দান-ছাদাক্বাহ

করতে পারেনি, তবে সে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তা থেকে দান করেছে এবং (৩) এমন ব্যক্তি, যে নিজে আলেম ছিল, কিন্তু সে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হ'তে পারেনি, তবে সে অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং সে সেই ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছে'।[৮১]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فَلَيْسَ الْعِلْمُ كَثْرَةَ النَّقْلِ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ، وَلَكِنْ نُورٌ يَمِيزُ بِهِ صَحِيحَ الْأَقْوَالِ مِنْ سَقِيمِهَا، وَحَقَّهَا مِنْ بَاطِلِهَا، وَمَا هُوَ مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِمَّا هُوَ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ، 'অধিক হাদীছ বর্ণনা করা, অনুসন্ধান করা ও আলোচনা করার নাম ইলম নয়। কেননা ইলম হ'ল আলো, যার মাধ্যমে অশুদ্ধ কথামালার মধ্য থেকে সঠিক কথা পৃথক করা যায় এবং বাতিল কথা থেকে সত্য কথাকে আলাদা করা যায়। আর ইলম কোন মানুষের মতামত থেকে নির্গত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বীপাধার নয়'।[৮২]

৪.ইলম অনুযায়ী অল্প আমলই যথেষ্ট হয়ে যায় :

আল্লাহর কাছে আমলের পরিমাণের চেয়ে মান ও কোয়ালিটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামান্য সৎকর্মও ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন হ'লে আল্লাহ তা কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে বান্দাকে জান্নাত দান করেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাক। কারণ আল্লাহ (ছওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমল সম্পাদনে) ক্লান্ত হয়ে পড়। আর আল্লাহর নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয়'। [৮৩]

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কোন বিষয়ে ইলম অর্জনের পর শুরুতে প্রবল উৎসাহে বড় বড় আমল শুরু করেন। একসাথে বহু নফল ছালাত আদায়, দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তেলাওয়াত, সুদীর্ঘ ক্বিয়ামুল লায়ল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আমল করেন। কিন্তু কিছুদিন পর ব্যস্ততা, ক্লান্তি বা আগ্রহের ঘাটতির কারণে সেই আমল ছেড়ে দেন, ফলে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। অথচ অত্র হাদীছের শিক্ষা হ'ল অল্প হ'লেও নিয়মিত আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। কারণ জ্ঞান যখন আমলে রূপ নেয়, তখন তা হৃদয়ে প্রোথিত হয় এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলে। যেমন কেউ যদি প্রতিদিন মাত্র দুই রাক'আত তাহাজ্জুদ ছালাত নিয়মিত আদায় করেন বা প্রতিদিন অনুধাবন করে কুরআনের পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, তবে তা মাঝে মধ্যে বিশাল

আমল করার চেয়ে অধিক মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা আল্লাহর নিকট আমলের ইখলাছ ও স্থায়িত্বই আসল, পরিমাণ নয়।
হবে। এই একনিষ্ঠ ইলমের জন্য সে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করবে, ইবাদত-বন্দেগীতে পরিশ্রমী হবে, আল্লাহ্কে আরো বেশী ভয় পাবে, তাঁর প্রতি আমালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِنَفْسِهِ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ يَكْفِي، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَحَوَائِجُ النَّاسِ كَثِيرَةٌ، 'যে ব্যক্তি নিজের জন্য ইলম অর্জন করে, তার জন্য অল্প ইলমই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে ইলম শিখে, (সে জেনে রাখুক) মানুষের প্রয়োজন অফুরন্ত'।[৮৪]

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, من طلب العلم خالصا لينتفع به عباد الله وينفع نفسه كان الخمول أحب إليه من التطاول، فذلك الذي يزداد في نفسه ذلا، وفي العبادة اجتهادا، ومن الله خوفا، وإليه اشتياقا، وفي الناس تواضعا، 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং আল্লাহর অপর বান্দাকে উপকৃত করার জন্য ইলম শিখে, মানুষের কাছে সুপরিচিত হওয়ার চেয়ে অখ্যাতিই তার কাছে অধিক প্রিয়তর রও বেশী আগ্রহী হবে এবং মানুষের মাঝে সে হবে সবচেয়ে বিনয়ী প্রকৃতির'।[৮৫]

ইউসুফ ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন, فِي الدُّنْيَا طُغْيَانَانِ: طُغْيَانُ الْعِلْمِ وَطُغْيَانُ الْمَالِ، وَالَّذِي يُنْجِيكَ مِنْ طُغْيَانِ الْعِلْمِ الْعِبَادَةُ، وَالَّذِي يُنْجِيكَ مِنْ طُغْيَانِ الْمَالِ الزُّهْدُ فِيهِ، 'দুনিয়াতে দুই ধরনের বাড়াবাড়ি রয়েছে- (১) জ্ঞানের বাড়াবাড়ি এবং (২) সম্পদের বাড়াবাড়ি। ইবাদত তোমাকে ইলমের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করবে। আর দুনিয়া বিমুখতা তোমাকে সম্পদের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তি দিবে'।[৮৬]
৫.আমলের মাধ্যমে উপকারী ইলমের পথ উন্মোচিত হয় :

উপকারী জ্ঞান বান্দার জন্য নতুন জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। কারণ যদি কেউ কোন কিছু শিখে তা বাস্তবে পালন করতে থাকে, তখন আল্লাহ তার অন্তরে আরও গভীর জ্ঞান ও হেকমত দান করেন। উদাহরণস্বরূপ কেউ ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে তা নিয়মিত আদায় শুরু করল। কিছুদিন পর সে ছালাতের মধ্যে খুশূ'-খুযূ' অর্জনের চেষ্টা করবে, আয়াতের অর্থ বুঝতে চাইবে, সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিখতে আগ্রহী হবে। এভাবে তার আমলই তাকে নতুন নতুন ইলমের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি রিযিকের হালাল-হারাম বিষয়ে

জেনে তা মেনে চলতে শুরু করে। কিছুদিন পর তার মনে প্রশ্ন জাগবে, আর কোন কোন লেনদেন হারাম? তখন সে ফিক্বহ শিখতে আগ্রহী হবে। অতএব ইলম শুধু মুখস্থ করার জন্য নয়; বরং যখন তা আমলে পরিণত হয়, তখন আল্লাহ তার মাধ্যমে উপকারী জ্ঞানের নতুন নতুন দরজা খুলে দেন। আল্লাহ বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوْا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ، 'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। বস্ত্ততঃ আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' (আনকাবূত ২৯/৬৯)।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ نَهْدِيْهِمْ إِلَى مَا لَا يَعْلَمُوْن، 'যারা অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আমি তাদের অজানা বিষয়গুলো সম্পর্কে পথ দেখাবো'।[৮৭] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اسْتَغْنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ، 'কোন ব্যক্তি জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, সে অজানা বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। আর যে ইলম অনুযায়ী আমল করে, তার অজানা বিষয় জানার জন্য আল্লাহ তাকে তাওফীক্ব দান করেন'।[৮৮]

মাত্বার ইবনে ত্বাহমান আল-ওয়াররাক্ব (মৃ. ২২৯ হি.) বলেন, خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ وَإِنَّمَا يَنْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ، وَلَا يَنْفَعُ بِهِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ تَرَكَه، 'শ্রেষ্ঠ ইলম সেটাই যা (তার বাহককে) উপকৃত করে। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে এবং তা আমলে পরিণত করে, আল্লাহ তাকে তার ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে আমল পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে তার ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করেন না'।[৮৯]

৬. দুনিয়া আমলের জায়গা :

দুনিয়া আসলে আমল করার জায়গা। আর আখেরাত হ'ল আমলের ফল ভোগ করার জায়গা। তাই ইলম অর্জনের পর তা বাস্তবে প্রয়োগ করাই মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُون، 'আর তুমি বল, তোমরা কাজ করে যাও। অচিরেই তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর সত্বর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন' (তওবা ৯/১০৫)।

আল্লামা আব্দুর রহমান আস-সা‘দী (রহঃ) বলেন, ‘এ আয়াতে রয়েছে কঠোর ভয় প্রদর্শন ও কঠিন সতর্কবাণী তাদের জন্য, যারা নিজেদের মিথ্যা, অবাধ্যতা, পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারে অবিচল থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হ’ল তোমরা ভালো কিংবা মন্দ যে কাজই কর না কেন, আল্লাহ তা অবগত আছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদেরও তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করবেন, যদিও তা গোপনেই সম্পাদিত হয়ে থাকে’।[৯০]

অতএব আল্লাহর ইবাদতের ফযীলত ও তাঁর অবাধ্যতার ভয়াবহতা জেনে সেই অনুযায়ী আমল না করা তেমনি নিস্ফল যেমন জমিতে বীজ বপন না করেই ফসলের আশা করা নিরর্থক। উদাহরণত কেউ যদি জানে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ফরয, তা জামা‘আতের সাথে আদয় করা অপরিহার্য, কিন্তু সময়মতো ছালাত আদায় করে না, জামা‘আতে ছালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে, তাহ’লে তার ইলম তার কোন উপকারে আসবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি অল্প জানে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে, তবে সে-ই সফলতার মনযিলে পৌঁছে যাবে। এজন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন ইলম শিখে তাৎক্ষণিকভাবে তা জীবনে বাস্তবায়ন করতেন, যেন আখেরাতে এর ফল লাভ করা যায়।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেন, كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهِنَّ، والعملَ بهن، ‘আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই আয়াতগুলো অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ না এগুলোর অর্থ জানতেন এবং আমল করতেন’।[৯১] ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ، وَالْعَمَلُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، ‘কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য হ’ল এর অর্থ অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। কুরআনের বাহকের যদি এই অভিপ্রায় না থাকে, তবে সে আলেম ও দ্বীনদানদের অন্তর্ভুক্ত হবে না’।[৯২]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, مَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ، إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً، ‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ যখনই আমার কাছে পৌঁছেছে, আমি জীবনে একবার হ’লেও তার উপর আমল করেছি’।[৯৩]

৭.ক্বিয়ামতের দিন বান্দা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে :

বান্দা স্বীয় অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কি-না সে ব্যাপারে আল্লাহর নিকটে জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ 'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার রবের কাছ থেকে একটুও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে : (১) তার জীবনকাল সম্পর্কে, তা কোন পথে অতিবাহিত করেছে, (২) তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে, (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে, (৪) আর তা কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে অনুযায়ী কী আমল করেছে'।[৯৪] এখানে হাশরের মাঠের ভীতিকর জবাবদিহিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম পয়েন্টের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জ্ঞান কেবল স্মৃতিতে ধরে রাখা এবং বইপত্রে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নয়; বরং তা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য, নিজের আমলকে সংশোধন করার জন্য এবং অন্যকে সৎপথে আহবানের জন্য। একজন মানুষ যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানে, কিন্তু নিজের জীবনকে সেই অনুযায়ী গড়ে না তোলে, তবে সে জ্ঞান অর্জন করেও ব্যর্থ হয়েছে। অনেকে হারাম-হালালের বিধান জানে, কিন্তু ব্যবসায় মুনাফার লোভে সূদে জড়িয়ে পড়ে; আবার কেউ ইসলামে গীবত নিষিদ্ধ জেনেও প্রতিদিন আড্ডায় গীবত করে সময় কাটায়। এমন আচরণ মূলত জ্ঞানের অপমান এবং ক্বিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থার কারণ হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় অজ্ঞতা এবং পরকালের কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

৮.জান্নাত লাভের মাধ্যম :

ইসলামে জ্ঞানকে উদ্দেশ্য হিসাবে নয়, বরং সঠিক আমলের পথপ্রদর্শক হিসাবে দেখা হয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، 'আল্লাহর ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয ছালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযানের

ছিয়াম পালন করবে। এ কথা শুনে লোকটি বলল, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْه، ‘ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে! আমি এর থেকে বেশীও করব না, কমও করব না’। এ কথা বলে লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, مَنْ سَرَّهُ أَنَّ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، ‘যে ব্যক্তি জান্নাতী কোন লোককে দেখে আনন্দিত হ’তে চায়, সে যেন এ লোককে দেখে’।[৯৫]

অত্র হাদীছে একটি বড় শিক্ষা রয়েছে। সেটা হ’ল সত্যিকারের সফলতা শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, বরং সেই জ্ঞানের উপর নিঃশর্ত আমলের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এই বেদুঈন লোকটি অল্প কিছু জ্ঞান পেয়েছে, কিন্তু সেটাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে ও বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। আর এই খুলূছিয়াত ও দৃঢ়তার জন্যই তার ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সবার হৃদয়ে যদি সেই বেদুঈনের মতো দৃঢ় সংকল্পের স্ফূরণ ঘটে, তবে এই নব্য জাহেলিয়াতের পরিবেশে পুনরায় ঈমানী বাতাস প্রবাহিত হবে। তাক্বওয়া ও বরকতের ধারায় সিক্ত এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

১১.ইলম অনুযায়ী আমল না করার পরিণতি

১. ইলম অনুযায়ী আমল না করা আল্লাহর ক্রোধের কারণ :

জ্ঞানার্জন নিঃসন্দেহে এক মহৎ ইবাদত, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ জ্ঞানীদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, مِنْكُمْ وَالَّذِينَ ٍأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات- ‘তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন’ (মুজাদালা ৫৮/১১)। অত্র আয়াতের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের মর্যাদা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু ইলম হাছিলের এই মহৎ ইবাদতটিই এক ভয়াবহ অভিশাপে পরিণত হয়, যখন তা কর্মে রূপান্তরিত না হয়। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে আল্লাহর অনুগত করার কথা, আমলের অভাবে সেই জ্ঞানই তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির বদলে ক্রোধের পাত্র বানিয়ে দেয়। কথা ও কাজের এই অমিলকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করেন। যেখানে আল্লাহ বলেন, كَبُرَ مَقْتًا َعِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُون ‘আল্লাহর নিকটে বড় ক্রোধের বিষয় হ’ল, তোমরা যা বল তা কর না?’ (ছফ ১১৪/৩)। এই আয়াতটি আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট। আয়াতে উল্লিখিত مَقْتًا শব্দটি সাধারণ অসন্তুষ্টির চেয়েও তীব্র ঘৃণাকে বোঝায়। কারণ মানুষের কথা ও কাজে যখন মিল থাকে না, তার ইলম ও আমলের সমন্বয় থাকে না, তখন সে মিথ্যুক ও ওয়াদা ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হয়, যা মুনাফিক্বের বৈশিষ্ট্য। ফলে তার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিও অত্যন্ত ভয়াবহ হয়।[৯৬]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا َتَعْقِلُون، ‘তোমরা কি লোকদের সৎকাজের আদেশ দাও এবং নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও? অথচ তোমরা আল্লাহর কিতাব (তাওরাত) পাঠ করে থাকো। তোমরা কি বুঝো না?’ (বাক্বারাহ ২/৪৪)। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী, ইমাম ইবনে কাছীর, ইমাম বাগাভী সহ প্রমুখ মুফাসসিরীনে কেরাম নিমেণর হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيَ عَلَى قَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟، فَقَالَ: هَؤُلَاءِ ِخُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَؤُنَ كِتَابَ اللهِ وَلَا يَعْمَلُونَ بِه، ‘মে‘রাজের রাতে আমি এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যাদের ঠোঁটগুলো আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে জিবরীল! এরা কারা?’ তিনি

উত্তর দিলেন, ‘এরা আপনার উম্মতের সেই সব বক্তা, যারা এমন কথা বলত যা তারা নিজেরা করত না। তারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করত, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করত না’।[৯৭] এই কথাগুলো কোন সাধারণ পাপীর জন্য নয়। এটা একজন ব্যবসায়ীর জন্য নয়, যে মাপে কম দিয়েছে। এটা একজন শ্রমিকের জন্য নয়, যে কাজে ফাঁকি দিয়েছে। এটা সরাসরি সেইসব জ্ঞান বহনকারী, বক্তা ও উপদেশদাতাদের জন্য এক চূড়ান্ত সতর্কবার্তা। যারা অন্যদের জন্য মিম্বর সাজায়, কিন্তু নিজেদের জন্য কোন ইবাদতের আসন পাতে না। যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, তার মর্ম বুঝে, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করতে গেলেই তাদের হৃদয় পাথরের মত শক্ত হয়ে যায়। তাদের বলা প্রতিটি কথা, লেখা প্রতিটি অক্ষর, তাদের দেওয়া প্রতিটি নছীহত, ফেইসবুকে দেওয়া প্রতিটি স্ট্যাটাস কি আমাদের মুক্তির জন্য সুফারিশ করবে, নাকি আগুনের কাঁচি হয়ে তাদেরই ধরবে? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার আগে দুনিয়াতেই তাদের সংশোধন হওয়া উচিত। তারা মানুষকে দেখায়, কীভাবে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে হয়, অথচ তাদের নিজেদের ভেতরের পাপের আগুন নেভানোর কোন চেষ্টা করে না। তারা লোকদের বলে, ‘ছালাত কায়েম কর’। অথচ তাদের নিজেদের ছালাতে সেই খুশূ-খুযূ নেই।
তাছাড়া কোন ব্যক্তি বা সমাজের ওপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যাওয়ার একটি স্পষ্ট লক্ষণ হ’ল- তাদের মধ্যে আমলের চেয়ে তর্কের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়া। তারা আত্মশুদ্ধি ও কর্মের ময়দান ছেড়ে অপ্রয়োজনীয় বাহাছ ও বিতর্কের চোরাগলিতে হারিয়ে যায়। ইমাম আওযাঈ (৮৮-১৫৭হি.) এই আধ্যাত্মিক ব্যাধিকে চিহ্নিত করে বলেন, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِقَوْمٍ شَرًّا، فَتَحَ عَلَيْهِمْ الْجِدَالَ، وَمَنَعَهُمْ الْعَمَل، ‘মহান আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ চান, তখন তাদের মাঝে তর্ক-বিতর্কের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন এবং আমল সম্পাদনের তাওফীক্ব থেকে তাদের বঞ্চিত করেন’।[৯৮] একইভাবে মা‘রূফ আল-কারখী (মৃ. ২০০হি.) বলেছেন, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتْحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ، وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَل، ‘যখন আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার জন্য আমলের দরজা উন্মুক্ত করে দেন এবং তার জন্য তর্ক-বিতর্কের দুয়ার বন্ধ করে দেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার জন্য আমলের দরজা বন্ধ করে দেন এবং তর্ক-বিতর্কের দরজা উন্মুক্ত করে দেন’।[৯৯]

আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আমরা সালাফদের এই কথার বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই। ফেসবুক, ইউটিউব ও বিভিন্ন গ্রুপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি রাতের পর রাত ধরে অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে। কে সঠিক আর কে বেঠিক, তা প্রমাণ করার জন্য যে পরিমাণ মেধা, সময় ও শক্তি ব্যয় করা হয়, তার সামান্য অংশও যদি আত্মশুদ্ধি বা কোন গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা হ'ত, তাহ'লে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের চেহারাই পাল্টে যেত। আবার দেখা যায়, অনেকেই ফিক্বহের সূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে তর্কে লিপ্ত, কিন্তু নিজেরা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করতে উদাসীন। অনেকেই অন্যের আক্বীদা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে ব্যস্ত, কিন্তু নিজের চরিত্র ও আখলাক সংশোধনে বিন্দুমাত্র আগ্রহী নন। এই অবস্থাই প্রমাণ করে, আমরা তর্কের দ্বার উন্মুক্ত করেছি, কিন্তু আমলের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছি।

সুতরাং আল্লাহ আমাদের কল্যাণ চান নাকি অকল্যাণ, তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে চাই তবে আমাদের কর্ম ও কথার অনুপাতই তার প্রধান মানদন্ড হ'তে পারে। কেননা আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তিনি তাকে বেশী বেশী আমল করার তাওফীক্ব দেন এবং অপ্রয়োজনীয় তর্ক থেকে দূরে রাখেন। এই মূলনীতিটি সালাফদের কথায় বারবার উঠে এসেছে।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হ'ল- সাধারণ পাপীর চেয়ে একজন আমলহীন জ্ঞানীর পাপ অনেক বেশী ভয়ংকর ও ক্ষতিকর। এজন্য সালাফগণ পাপী আলেম ও ক্বারীদের সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। তাবে'ঈ আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী (৬৬-১৩১ হি.) বলেন, لَا خَبِيثَ أَخْبَثُ مِنْ قَارِئٍ فَاجِر، 'পাপাচারে লিপ্ত ক্বারী (কুরআনের বাহক ও পাঠক)-এর চেয়ে দুষ্কৃতিকারী আর কেউ নেই'।[১০০] মালেক ইবনে দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) বলেন, لَأَنَا لِلْقَارِئِ الْفَاجِرِ أَخْوَفُ مِنِّي مِنَ الْفَاجِرِ الْمُبْرِزِ بِفُجُورِهِ، إِنَّ هَذَا أَبْعَدُهُمَا غَوْرًا، 'আমি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশী ভয় করি পাপীকে। কেননা গুনাহগার ক্বারী অধিক ক্ষতিকর'।[১০১] এর একটি কারণ হ'ল, সাধারণ পাপী তার পাপের কারণে লজ্জিত থাকে, কিন্তু আমলহীন ক্বারী তার জ্ঞানের অহংকারে এমনভাবে ডুবে থাকে যে, সে তার পাপকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, সাধারণ পাপীর পাপ তার নিজের ক্ষতি করে। কিন্তু একজন জ্ঞানীর পদস্খলন

বহু মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করে দেয়। মানুষ তার জ্ঞানের মুখোশের আড়ালে থাকা পাপাচার দেখে হতাশ হয় এবং অনেক সময় মূল দ্বীনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। সেজন্য একজন আমলহীন জ্ঞানী সমাজের জন্য এক নীরব ঘাতক, যে জ্ঞানের আলো ছড়ানোর নামে অজ্ঞতা ও পাপাচারের অন্ধকার বিস্তার করে।

সুতরাং আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে, অর্জিত জ্ঞান কি আমাদের আরও বিনয়ী ও আল্লাহভীরু করছে, নাকি আমাদেরকে অহংকারী ও তার্কিক বানাচ্ছে? আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে কি কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়? আমাদের জ্ঞান কি আমাদের মুক্তির কারণ হবে, নাকি আল্লাহর কঠিন ক্রোধের কারণ হবে? আল্লাহ আমাদের কথা ও কাজকে এক করে দিন এবং আমলবিহীন জ্ঞানের অভিশাপ থেকে রক্ষা করুন- আমীন!

২.আলেমের কথার প্রভাব কমে যায় :

আমল হ'ল আলেমের কথার প্রাণ। একজন আমলকারী আলেমের মুখ থেকে নিঃসৃত সাধারণ কথাও মানুষের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে, অন্যদিকে আমলহীন আলেমের জ্ঞানগর্ভ আলোচনাও শ্রোতার কানে প্রবেশ করলেও অন্তরে পৌঁছাতে পারে না। তার কথায় কোন আধ্যাত্মিক প্রভাব বা 'নূর' থাকে না। ফলে মানুষ তার দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রভাবিত হ'লেও আত্মিকভাবে উপকৃত হয় না। কথা ও কাজের এই বিচ্ছিন্নতা আল্লাহর কাছে যেমন নিন্দনীয়, মানুষের কাছেও তা গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) এ অবস্থাকে একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزَلُّ الْقَطْرُ عَنِ الصَّفَا، 'যখন আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না তখন তার উপদেশ মানুষের অন্তর থেকে পিছলে যায়, যেভাবে মসৃণ পাথরের ওপর থেকে বৃষ্টি ফোঁটা পিছলে পড়ে'।[১০২]

এই উপমাটি আজকের ডিজিটাল যুগের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন প্লাটফর্মে আমরা অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শুনি। বক্তার উপস্থাপনা, ভাষার মাধুর্য আর তথ্যের গভীরতায় আমরা বিমুগ্ধ হই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই সেই প্রভাব হারিয়ে যায়। কিন্তু এটা হয় কেন? কারণ শ্রোতার অন্তর অবচেতনভাবেই বক্তার কথা ও কাজের মিল খোঁজে। যখন শ্রোতা জানতে পারে বা অনুভব করে যে, যিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে

সততা, বিনয় বা আল্লাহর ভয় নিয়ে কথা বলছেন, তার ব্যক্তিগত জীবনে এগুলোর ছিটেফোঁটাও নেই, তখন তার অন্তর সেই উপদেশকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। কথাগুলো মসৃণ পাথরের ওপর পড়া বৃষ্টির ফোঁটার মতই হয়। মুহূর্তের জন্য ভেজা মনে হ'লেও পরক্ষণেই শুকিয়ে যায়, কোন দাগ বা প্রভাব রেখে যায় না। অন্তর সেই কথাকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তা প্রাণহীন ও কপটতায় পূর্ণ।

আমলহীন আলেমের চূড়ান্ত পরিণতি কতটা ভয়াবহ, তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মর্মান্তিক উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَه، 'যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়, কিন্তু নিজেকে ভুলে যায়, তার উদাহরণ হ'ল সেই প্রদীপের মতো, যা অন্যকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে'।[১০৩]

এর চেয়ে বড় আফসোস আর কী হ'তে পারে? একজন আলেম বা দাঈ, যার কথায় প্রভাবিত হয়ে শত শত মানুষ নিজেদের জীবন পরিবর্তন করেছে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে। অথচ ক্বিয়ামতের দিন দেখা যাবে, সেই আলেম নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। তার জ্ঞান অন্যদের জন্য আলো হ'লেও, নিজের জন্য হয়েছে আগুন। সে ছিল কেবল একটি মাধ্যম, একটি প্রদীপ, যা অন্যকে আলোকিত করতে গিয়ে নিজের অস্তিত্বকেই জ্বালিয়ে শেষ করে দিয়েছে। এই আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মঘাতী পরিণতি থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

আমলহীন জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু আল্লাহর কাছেই নয়, মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মানুষের ফিৎরাত বা স্বভাব-প্রকৃতি সত্য ও সততাকে ভালোবাসে। তারা এমন নেতা বা আলেমকে অনুসরণ করতে চায়, যার কথা ও কাজের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

এই শাশ্বত সত্যকে তুলে ধরে ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী (৫০-১২৪হি.) বলেন, يَرْضَيَنَّ النَّاسُ قَوْلَ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ، وَلَا عَامِلٍ لَا يَعْلَم، 'মানুষ কখনোই এমন আলেমের কথায় সন্তুষ্ট হবে না, যে ইলম অনুযায়ী আমল করে না। অনুরূপ এমন আমলকারীর প্রতিও সন্তুষ্ট হয় না, যার ইলম নেই'।[১০৪] অন্যত্র তিনি বলেন, لَا يُوَثَّقُ لِلنَّاسِ عَمَلُ عَامِلٍ

لَا يَعْمَلُ عَالِمٍ بِقَوْلِ يُرْضَى وَلَا يَعْلَمُ، لَاُ، 'মানুষের কাছে এমন আমলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয় না, যে আমল করে না। অনুরূপভাবে আমলহীন আলেমের কথার উপরেও মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না'।[১০৫] অর্থাৎ শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, আমলও করতে হবে। আবার শুধু আমল করলেও চলবে না, সেটা হ'তে হবে সঠিক জ্ঞানভিত্তিক।

আমরা যারা দ্বীনের কথা বলি, জ্ঞানের কথা শেয়ার করি, হোক তা পরিবারের ক্ষুদ্র পরিসরে বা সোশ্যাল মিডিয়ার বিশাল জগতে, আমাদের প্রত্যেকের জন্য এই বাণীগুলো এক একটি আয়না। আমাদের কথাগুলো মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করছে, নাকি মসৃণ পাথর থেকে পিছলে পড়ছে? আমরা কি অন্যদের জন্য আলো বিলিয়ে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলছি? সব সময় এই প্রশ্নগুলো মনে রাখা প্রয়োজন। কারণ মানুষের প্রতিটি কথার শক্তি লুকিয়ে থাকে তার আমলের মাঝে। আমল যত বিশুদ্ধ ও আন্তরিক হবে, তার কথার প্রভাবও তত গভীর ও স্থায়ী হবে।

৩.আমলহীন মানুষ পথভ্রষ্ট হয় :

ইলম বা জ্ঞান হ'ল গন্তব্যে পৌঁছার জন্য মানচিত্র স্বরূপ। কোন মুসাফির যদি মানচিত্র হাতে পেয়েও তদনুযায়ী পথ না চলে, তিনি যেমন গন্তব্যে পৌঁছাতে পারেন না, ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেন কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করেন না, তিনিও হেদায়াতের পথে থেকেও বিচ্যুত হয়ে যান। এটি এক ভয়ংকর আত্মপ্রবঞ্চনা। কারণ জ্ঞানের অহংকার তাকে ভাবতে বাধ্য করে যে তিনি সঠিক পথেই আছেন, অথচ বাস্তবে তিনি বিভ্রান্তির এক গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছেন। যাদের কথার সাথে কাজের মিল থাকে না এবং জ্ঞানের সাথে আমলের সমন্বয় থাকে না তাদের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، 'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে' (জুম'আ ৬২/৫)।

অত্র আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে তাকালে বর্তমান সমাজের মুসলিমদের এক অদ্ভুত চিত্রায়ণ দেখা যায় এই আয়াতে। সমাজে এমন অসংখ্য পুরুষকে দেখা যায়, যারা জুম'আর খুৎবায় সূদকে জাহান্নামের

আগুন জেনেও অবলীলায় সূদী লেনদেনে ডুবে থাকে। যারা ছালাতের গুরুত্ব নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেন, কিন্তু ফজরটা তাদের ঘুমের কাছে পরাজিত হয়। মানুষকে ভালো কাজ করার সবক দেন, কিন্তু নিজের জীবনে সেই ভালো কাজের প্রভাব অনুপস্থিত। একইভাবে, এমন অগণিত নারী আছেন, যারা পর্দার প্রতিটি আয়াত ও হাদীছ মুখস্থ জানেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় পর্দার পক্ষে শত শত পোস্ট শেয়ার করেন, কিন্তু পারিবারিক অনুষ্ঠানে বা ব্যক্তিগত জীবনে সেই পর্দার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। তারা উত্তম স্ত্রী ও মায়ের গুণাবলী বিষয়ক লেকচার শুনে চোখে পানি আনেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে স্বামী, সন্তান-সন্ততি এবং শ^শুর-শাশুড়ী, পুত্রবধুর সাথে তাদের আচরণে সেই জ্ঞানের কোন কোমলতা বা ধৈর্য ফুটে ওঠে না। এই মানুষগুলো যেন সেই জ্ঞান বহনকারী গাধার আধুনিক সংস্করণ। তাদের স্মার্টফোনে, ল্যাপটপে আর বইয়ের সেলফে জ্ঞানের বিশাল ভান্ডার সংরক্ষিত আছে। তারা জ্ঞানের ভারে ন্যুজ, কিন্তু সেই জ্ঞানের আলো তাদের অন্তরকে আলোকিত করতে পারেনি, তাদের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করতে পারেনি, তাদের লেনদেনকে পবিত্র করতে পারেনি। গাধা যেমন তার পিঠের ওপর রাখা বইয়ের ভার অনুভব করে মাত্র, বইয়ের ভেতরের জ্ঞান থেকে সে চিরকাল বঞ্চিত, তেমনি এই আমলহীন জ্ঞানীরাও কেবল তথ্যের বোঝা বহন করে বেড়ায়; হেদায়াতের নূর তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায় না।

সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী (২০৩-২৮৩হি.) বলেন, النَّاسُ كُلُّهُمْ سُكَارَى إِلَّا الْعُلَمَاءُ، وَالْعُلَمَاءُ كُلُّهُمْ حَيَارَى إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِه، ‘আলেমগণ ছাড়া সকল মানুষ দিকভ্রান্ত। আর অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমলকারী ছাড়া সকল আলেম দিশেহারা’।[১০৬] অর্থাৎ সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে, আর আলেমরা জ্ঞানের বিশালতায় দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই দিশেহারা অবস্থা থেকে কেবল তারাই মুক্তি পায়, যারা তাদের জ্ঞানকে কর্মে রূপান্তরিত করে পথের দিশা খুঁজে নেয়। মালেক ইবনে দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) বলেন, إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ كَسَرَهُ عِلْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ ازْدَادَ بِهِ فُجُورًا أَوْ فَخْرًا، ‘বান্দা যখন আমলের জন্য ইলম অন্বেষণ করে, তখন তার ইলম তাকে চূর্ণবিচূর্ণ (বিনয়ী) করে দেয়। আর যখন সে অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা অন্বেষণ করে, তখন এর দ্বারা তার পাপাচার ও অহংকারই বৃদ্ধি পায়’।[১০৭]

বর্তমান সময়ে অনেকেই সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই নিজেকে অন্যদের চেয়ে জ্ঞানী ভাবতে শুরু করেন। তাদের জ্ঞান তাদেরকে আল্লাহর সামনে নত করার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের সামনে অহংকারী করে তোলে। তারা তাদের জ্ঞানকে মানুষের ভুল ধরা এবং নিজেকে যাহির করার হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন। মূলত এমন ব্যক্তিরাই জ্ঞানের অহংকার করে থাকেন, ফলে এই জ্ঞানের মাধ্যমে তাদের গুনাহের পাল্লা ভারী হ'তে থাকে। যারা খালেছ নিয়তে ইলম শিখে না, তাদের ক্ষেত্রেই সাধারণত এমনটা ঘটে থাকে। অন্যদিকে যারা একনিষ্ঠ নিয়তে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেন, তারা যতই জানেন ততই নিজের অজ্ঞতা ও দ্বীনতা উপলব্ধি করেন। তাদের জ্ঞান তাদেরকে আল্লাহর বিশালতার সামনে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়, ফলে তারা হন বিনয়ী, কোমল ও ক্ষমাশীল প্রকৃতির মানুষ।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, التَّفَاخُرُ بِالْعِلْمِ أَسْوَأُ حَالًا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ التَّفَاخُرِ بِالْمَالِ وَالْجَاهِ، فَإِنَّهُ جَعَلَ أَسْبَابَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا، وَصَاحِبُ الْمَالِ وَالْجَاهِ اسْتَعْمَلَ أَسْبَابَ الدُّنْيَا لَهَا وَكَاثَرَ بِأَسْبَابِهَا، 'বিদ্যা নিয়ে গর্ব করা আল্লাহর নিকট সম্পদ ও মর্যাদা নিয়ে গর্ব করার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা সে (জ্ঞানের অহংকারী) আখেরাতের উপকরণকে দুনিয়ার জন্য ব্যবহার করেছে। আর সম্পদ ও মর্যাদার মালিক তো দুনিয়ার উপকরণকে দুনিয়ার জন্যই কাজে লাগিয়েছে এবং সেখানেই প্রতিযোগিতা করেছে'।[১০৮]

৪.আমল না করলে ইলম থাকে না:

জ্ঞান বা ইলম কোন জড় বস্তু নয় যে, তা অর্জন করার পর আজীবন সিন্দুকে জমা থাকবে। বরং ইলম এক জীবন্ত সত্তার মত, যার প্রাণ হ'ল 'আমল'। যখন আমলের মাধ্যমে এর যত্ন নেওয়া হয়, তখন তা বৃদ্ধি পায়, আলোকিত হয় এবং ব্যক্তির জীবনে স্থিতি লাভ করে। কিন্তু মানুষ যখন আমল থেকে বিমুখ হয়, তখন অভিমানী অতিথির মত ইলম বিদায় নেয়, রেখে যায় কেবল শূন্যতা আর আফসোস। এজন্য আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলতেন,تَعَلَّمُوا تَعْلَمُوا، فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا 'তোমরা ইলম শেখ, জ্ঞান অর্জন কর। আর যখন ইলম অর্জন হয়ে যাবে, তখন আমল করতে থাক'।[১০৯] সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন, يَهْتِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ حَلَّ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، 'ইলম আমলকে কানে কানে আহবান জানায়। আমল যদি তার ডাকে সাড়া দেয়, তবে সে উপস্থিত থাকে, অন্যথা সে (ব্যক্তির কাছ থেকে) প্রস্থান

করে’।[১১০] একবার ভাবুন, কী গভীর কথা! জ্ঞান যেন নিজ থেকেই তার অধিকার দাবী করে। যদি আমরা সেই ডাকে সাড়া দেই, তবে সেই জ্ঞান আমাদের অন্তরে গেঁথে যায়, আমাদের পথ দেখায় এবং বরকতে পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সাড়া না দেই? তখন জ্ঞান আমাদের থেকে প্রস্থান করে।

একজন ব্যক্তির জীবন থেকে জ্ঞানের প্রস্থান বিভিন্নভাবে হ’তে পারে। যেমন :

(ক) স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার মাধ্যমে। কারণ যে জ্ঞান ব্যবহার করা হয় না, মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে তা ভুলে যায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

(খ) তাওফীক্ব কেড়ে নেওয়ার মাধ্যমে। অনেক সময় জ্ঞান মাথায় থাকে, কিন্তু তদনুযায়ী আমল করার ইচ্ছা বা তাওফীক্ব আল্লাহ কেড়ে নেন। জ্ঞান তখন বোঝা হয়ে দাঁড়ায় এবং পথ দেখানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

(গ) বরকত নষ্ট হওয়ার মাধ্যমে। জ্ঞানটি হয়ত আমাদের মুখস্থ থাকে, আমরা অন্যদের বলতেও পারি, কিন্তু সেই জ্ঞানের নূর ও আধ্যাত্মিক প্রভাব আমাদের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। অন্তর সেই জ্ঞানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না।

আমল না করলে যে ইলম থাকে না, তা উপলব্ধির জন্য একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন কেউ অনেক মেহনত করে সকাল-সন্ধ্যার পঠিতব্য দো‘আগুলো মুখস্থ করল। এখন তিনি যদি নিয়মিত এই দো‘আগুলো পাঠের মাধ্যমে জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ না করেন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই তিনি সব দো‘আ ভুলে যাবেন। আর এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

৫.আমল ছাড়া ইলমের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না :

ইলম বা জ্ঞানের এক আধ্যাত্মিক স্বাদ রয়েছে, যা বইয়ের পাতায়, মুখস্থের প্রতিযোগিতায় বা বিতর্কের আসরে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ইলাহী স্বাদ ও তৃপ্তি কেবল তখনই অনুভূত হয়, যখন জ্ঞানকে কর্মে বা আমলে বাস্তবায়ন করা হয়। যে ব্যক্তি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী নিজের জীবনকে সাজায়, তার অন্তর এক

অনির্বচনীয় প্রশান্তি, আনন্দ এবং নূর দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। এই অনুভূতিটা আমলকারী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

জ্ঞান অর্জনের পর তা দু'টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হ'তে পারে। একটি পথ আনন্দের, অন্যটি অহংকারের। আর এই পার্থক্য নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের ওপর, তিনি কি আমল করার জন্য শিখছেন, নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে? এই বিষয়টি তুলে ধরে মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ لِيَعْمَلَ بِهِ سَرَّهُ عِلْمُهُ، وَإِذَا طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ زَادَهُ عِلْمُهُ فَخْرًا، 'যখন কোন ব্যক্তি আমল করার জন্য ইলম অর্জন করে, তখন তার ইলম তাকে আনন্দিত করে। আর যখন সে আমল করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করে, তখন সেই ইলম তার অহংকার বাড়িয়ে দেয়'।[১১১]

ধরুন! আপনি শিখলেন যে, কোন ভাইয়ের সাথে মুচকি হেসে কথা বলা ছাদাক্বা।[১১২] এই জ্ঞানটুকু জানার মধ্যে এক প্রকার আনন্দ আছে। কিন্তু যখন আপনি বাস্তবে একজন ভারাক্রান্ত মুসলিম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আন্তরিকভাবে হাসবেন এবং তার চেহারায় এক ঝলক স্বস্তি ফুটে উঠতে দেখবেন, তখন আপনার অন্তরে যে নির্মল আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভূত হবে সেটাই হ'ল ইলমের আসল স্বাদ। আপনার জ্ঞান তখন জীবন্ত হয়ে উঠবে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি কেবল বিতর্কে জেতার জন্য, নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণ করার জন্য বা সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক-কমেন্ট পাওয়ার জন্য জ্ঞান অর্জন করে, তার জ্ঞান তাকে আনন্দ দেয় না; বরং অহংকারী করে তোলে। সে হয়তো কুরআন-হাদীছের অসংখ্য রেফারেন্স মুখস্থ বলতে পারে, কিন্তু তার আচরণে বিনয় থাকে না, ক্ষমা থাকে না, দয়া থাকে না। তার জ্ঞান তার জন্য এক ভারী বোঝা, যা তাকে আল্লাহর কাছ থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেয় এবং তাকে অহংকারী বানায়।

তবে নতুন কিছু জানা, অজানাকে বোঝা- এতে এক ধরনের দুনিয়াবী আনন্দ আছে। কিন্তু সেই আনন্দকে যখন আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে জুড়ে দেওয়া হয়, তখন তা আখেরাতের সীমাহীন আনন্দের পাথেয় হয়ে যায়। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তুসতারী (২০৩-২৮৩হি.) বলেন, الْعِلْمُ أَحَدُ لَذَّاتِ الدُّنْيَا، فَإِذَا عُمِلَ بِهِ صَارَ لِلْآخِرَةِ، 'জ্ঞান দুনিয়ার অন্যতম উপভোগ্য বিষয়। আর সেই জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমল করা হয়, তবে সেটা আখেরাতের জন্যও উপভোগ্য হয়ে যায়'।[১১৩] যেমন কোন বান্দা

তাহাজ্জুদের ফযীলত সম্পর্কে জানল, সেটা তার জন্য দুনিয়ার একটি জ্ঞানগত আনন্দ। কিন্তু যখন তিনি নিশুতি রাতে অলসতা ছুড়ে ফেলে ছালাতে দাঁড়াবেন, সিজদায় আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলবেন, হৃদয় খুলে নিজের আর্জিগুলো সৃষ্টিকর্তার কাছে ব্যক্ত করবেন, তখন তিনি যে অপার্থিব স্বাদ ও প্রশান্তি পেলেন, তা সরাসরি আখেরাতের সাথে যুক্ত হয়ে গেল।

বান্দা যখন অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমল করেন এবং এর জ্ঞানের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারেন, তখন তিনি তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতির ময়দানে বিচরণ করতে পারেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ সেই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 'আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেম বা জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে' (ফাতির ৩৫/২৮)। এই আয়াত প্রমাণ করে, সত্যিকারের জ্ঞানের চূড়ান্ত ফলাফল হ'ল আল্লাহভীতি বা পরহেযগারিতা, যা অন্তরের একটি আমল এবং বাহ্যিক সকল আমলের চালিকাশক্তি। যার জ্ঞান তাকে আল্লাহর ভয়ে ভীত করতে পারে না, সে ইলমের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়।

সুতরাং ইসলামে জ্ঞান অর্জন কোন বুদ্ধিবৃত্তিক বিলাসিতা নয়; বরং এটি একটি পবিত্র আমানত এবং একটি গুরু দায়িত্ব। এই আমানতের হক তখনই আদায় হয়, যখন জ্ঞানকে আমলে রূপান্তরিত করা হয়। নতুবা সেই জ্ঞানই ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মাত্বার আল-ওয়ার্রাক (মৃ. ১২৯ হি.) বলেন, خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ، وَإِنَّمَا يَنْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ مَنْ عَلِمَهُ وَعَمِلَ بِهِ، وَلَا يَنْفَعُ بِمَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ تَرَكَه، 'সর্বোত্তম জ্ঞান সেটাই, যা উপকার করে। আর আল্লাহ তো কেবল সেই ব্যক্তিকেই জ্ঞানের দ্বারা উপকৃত করেন, যে তা শিখেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে। তিনি সেই ব্যক্তিকে এর দ্বারা উপকৃত করেন না, যে তা শিখেছে, কিন্তু পরে তা পরিত্যাগ করেছে'।[১১৪] অর্থাৎ জ্ঞানের পরিমাণ দিয়ে তার উপকারিতা মাপা হয় না; বরং তার প্রভাব ও আমল দিয়ে মাপা হয়। যে জ্ঞান ব্যক্তিকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে, তার চরিত্রকে সুন্দর করে এবং তাকে আরও বিনয়ী করে তোলে, সেটাই প্রকৃত উপকারী জ্ঞান।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'আয আর-রাযী (মৃ. ২৫৮ হি.) বলেন, مِسْكِينٌ مَنْ كَانَ عِلْمُهُ حَجِيجُهُ، وَلِسَانُهُ خَصِيمُهُ، وَفَهْمُهُ الْقَاطِعُ بِعُذْرِه 'সেই ব্যক্তি কতই না দুর্ভাগা, যার জ্ঞানই (কিবয়ামতের দিন) তার বিপক্ষে বিতর্ককারী হবে, যার জিহবা তার প্রতিপক্ষ হবে এবং যার বোধশক্তিই তার (আমল না করার) পক্ষে চূড়ান্ত অজুহাত পেশকারী

হবে’।[১১৫] সুতরাং আমরা যেন জ্ঞানকে কেবল মস্তিষ্কের অলংকার না বানাই; বরং এটাকে আত্মার খোরাক ও কর্মের চালিকাশক্তিতে পরিণত করি। প্রতিটি জ্ঞানের পর যেন আমাদের একটি আমল বৃদ্ধি পায়। তবেই আমরা ইলমের সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাদ লাভ করতে পারব, যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতকেই আলোকিত করবে।

৬. আমল ছাড়া ইলমের নূর নিভে যায় :

ইলম কোন সাধারণ জাগতিক বস্তু নয়। এটি আসমান থেকে নেমে আসা এক ইলাহী নূর, যা আল্লাহ তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের অন্তরে দান করেন। এই পবিত্র নূরকে ধারণ করার জন্য আল্লাহ প্রতিটি মানুষকে একটি পাত্র দিয়েছেন। আর তা হ’ল আমাদের ক্বলব বা হৃদয়। আর ‘আমল’ বা কর্ম হ’ল সেই পাত্রের যত্নশীলতা ও পবিত্রতা রক্ষা করার মাধ্যম। যখন কর্মবিমুখতার পাপ, অলসতার কালিমা আর অহংকারের ধুলো সেই হৃদয়পাত্রকে কলুষিত ও অন্ধকার করে ফেলে, তখন ইলাহী জ্ঞানের পবিত্র আলো আর সেখানে স্থির থাকতে পারে না, ধীরে ধীরে সে আলো নিভে যায়, রেখে যায় কেবল জ্ঞানের খোলসটুকু। জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ বাগদাদী (২১৫-২৯৮হি.) বলেন, مَتَى أَرَدْتَ أَنْ تَشَرَّفَ بِالْعِلْمِ وَتُنْسَبَ إِلَيْهِ، وَتَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ تُعْطِيَ الْعِلْمَ مَالَهُ عَلَيْكَ، احْتَجَبَ عَنْكَ نُورُهُ وَبَقِيَ عَلَيْكَ وَسْمُهُ وَظُهُورُهُ، ذَلِكَ الْعِلْمُ عَلَيْكَ لَا لَكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ يُشِيرُ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَإِذَا لَمْ يُسْتَعْمَلِ الْعِلْمُ فِي مَرَاتِبِهِ رَحَلَتْ بَرَكَاتُه ‘যখন তুমি ইলমের ওপর তোমার যে হক রয়েছে তা আদায় করার আগেই ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত হ’তে চাইবে, এর সাথে সম্পর্কিত হ’তে চাইবে এবং এর ধারক-বাহক হিসাবে পরিচিত হ’তে চাইবে, তখন ইলমের নূর তোমার থেকে আড়ালে চলে যাবে এবং তোমার ওপর কেবল তার বাহ্যিক রূপ ও প্রকাশই অবশিষ্ট থাকবে (যেমন সার্টিফিকেট, লক্বব, উপাধি, মানুষের প্রশংসা)। সেই ইলম তোমার পক্ষে না হয়ে, তোমার বিপক্ষের দলীল হবে। কারণ ইলম তো তার ওপর আমল করার দিকেই ইঙ্গিত করে। যখন তুমি ইলমের বিভিন্ন স্তরে আমল করবে না, তখন তার বরকতসমূহ চলে যাবে’।[১১৬]

দুঃখজনক হ’লেও সত্য যে, আমাদের সমাজে ইলমের খোলসের অন্বেষী অনেক, কিন্তু তার নূরের অন্বেষণকারী খুবই কম। একজন ছাত্র যখন মাদ্রাসায় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন এই নিয়তে ভর্তি হয় যে, সে একজন বড় আলেম হবে, মানুষ তাকে সম্মান করবে, তার অনেক ফ্যান-ফলোয়ার বা অনুসারী থাকবে, চারদিকে নাম-ডাক থাকবে- তখন সে মূলত ইলমের হক (আমল ও ইখলাছ) আদায়ের আগেই তার সম্মানটুকু চেয়ে বসে। এর ফলে আল্লাহ তার থেকে ইলমের

নূর কেড়ে নেন। তার কাছে তখন শুধু খোলস অবশিষ্ট থাকে। সে হয়তো বড় আলেম বা বক্তা হয়, বড় লেখক হয়, কিন্তু তার কথায় বা লেখায় সেই আধ্যাত্মিক প্রভাব থাকে না, যা মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করতে পারে এবং নিজের ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়িত হয়। তার জ্ঞান তখন তাকে বিনয়ী করতে পারে না; বরং তার অহংকার বৃদ্ধি করে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ মুনাফিকদের একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যা আমলহীন আলেমের অবস্থার সাথে মিলে যায়। আল্লাহ্ বলেন, مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ‘তাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালালো। অতঃপর যখন তা চারদিক আলোকিত করল, তখন আল্ল-াহ সে আলো ছিনিয়ে নিলেন ও তাদেরকে এমন গাঢ় অন্ধকারে নিক্ষেপ করলেন যে তারা আর কিছুই দেখতে পায় না’ (বাক্বারাহ ২/১৭)। আমলহীন আলেমের অবস্থাও তাই। সে জ্ঞানের আলো জ্বালায়, কিন্তু তার কপটতা ও আমলহীনতার কারণে আল্লাহ সেই আলোর নূর কেড়ে নেন। তার কাছে কেবল জ্ঞানের শব্দ আর তথ্য অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু হেদায়াতের পথ দেখার ক্ষমতা থাকে না। সে অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ায়।

যখন আমরা কোন মাসআলা শিখি বিতর্কে জেতার জন্য, অথবা কোন একটি আয়াত বা হাদীছ মুখস্থ করি মানুষকে চমকে দেওয়ার জন্য, তখন মূলত আমরা ইলমের হক আদায় করি না। ফলে সেই জ্ঞান আমাদের অন্তরকে আলোকিত করে না। আমাদের মুখস্থের ভান্ডার বাড়ে, কিন্তু অন্তরের অন্ধকার দূর হয় না। উপরন্তু এই ইলম আমাদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। কা‘ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، ‘যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক বাহাছ করা

অথবা জাহেল-মূর্খদের সাথে বাকবিতন্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহানণামে নিক্ষেপ করবেন’।[১১৭] তাই আসুন! আমরা ইলমের খোলসের পেছনে না ছুটে তার নূরের সন্ধান করি। আমাদের উদ্দেশ্য যেন ‘আলেম’ উপাধি অর্জন না হয়, বরং ‘আব্দুল্লাহ’ বা আল্লাহর প্রকৃত বানদা হওয়াই যেন মূল উদ্দেশ্য হয়। আমরা যেন ইলমের হক তাকবওয়া, ইখলাছ ও আমল আগে আদায় করি, আর সম্মান ও

স্বীকৃতির বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেই। কারণ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহই তাকে সম্মান প্রদান করেন। মহান আল্লাহ আমাদের অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

৭. ইলম অনুযায়ী আমল না করা মুনাফিক্বীর লক্ষণ :

কথা ও কাজের এই অমিল, জ্ঞান ও কর্মের এই বৈপরীত্য মুমিন ও মুনাফিকের মধ্যকার সুস্পষ্ট বিভেদরেখা। মুমিনের প্রতিটি জ্ঞানবিন্দু তার আমলে পরিণত হওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকে; তার সত্তা অর্জিত ইলমের আলোকে নিজেকে সাজাতে নিরন্তর চেষ্টা করে। অন্যদিকে মুনাফিক জ্ঞানকে ব্যবহার করে এক মুখোশ হিসাবে। তার জিহবা জ্ঞানের মুক্তা ঝরায়, কিন্তু তার অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে আমলের নূর থেকে বিমুখ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তার জ্ঞান অন্যের বাহবা কুড়ানোর জন্য, নিজেকে জ্ঞানী প্রমাণের জন্য, কিন্তু নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য নয়। জ্ঞান তার কাছে এক সুন্দর পুষ্প, যাতে কোন সুগন্ধ নেই; এক প্রজ্জ্বলিত মোমবাতি, যা অন্যকে আলো দেয়, কিন্তু নিজের ভিতরকার অন্ধকার দূর করতে পারে না। প্রখ্যাত তাবেঈ হাসান বাছরী (রহঃ) এক অসামান্য কথায় সেই সত্যকে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, عِلْمُ الْمُنَافِقِ فِي قَوْلِهِ، وَعِلْمُ الْمُؤْمِنِ فِي عَمَلِه ‘মুনাফিকের জ্ঞান তার কথায় (ভাষণে), আর মুমিনের জ্ঞান তার কর্মে (আমল-আখলাক্বে)’।[১১৮] অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান যদি শুধু আমাদের জিহবা, কি-বোর্ড আর অনলাইন প্রোফাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা মুমিনের জ্ঞান নয়; বরং তা মুনাফিকের জ্ঞানেরই প্রতিচ্ছবি। মুমিনের জ্ঞান তার কর্মের মাধ্যমে কথা বলে। তার ইবাদত-বন্দেগী, সততা, তার বিশস্ততা, পরিবারের প্রতি তার দায়িত্ববোধ এবং মানুষের প্রতি তার সহানুভূতিই হ'ল তার জ্ঞানের আসল সাক্ষী। তার কর্মই তার জ্ঞানের সবচেয়ে বড় মুখপাত্র।

যেদিন আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করবেন, ‘তোমাকে আমি জানিয়েছিলাম যে, গীবত করা হারাম, কিন্তু তুমি তোমার বন্ধু মহলে বসে তা উপভোগ করতে। তোমাকে শিখিয়েছিলাম যে, ছালাত ফরয, কিন্তু তুমি পার্থিব ব্যস্ততার অযুহাতে তা পরিত্যাগ করতে। তোমাকে শিখিয়েছিলাম পিতা-মাতার খেদমত জান্নাতের চাবিকাঠি, কিন্তু তুমি তাদের অবহেলা করতে’। এরকম আমাদের প্রতিটি জানা বিষয় ক্বিয়ামতের দিন হয় মুক্তির কারণ হবে, নয়তো শাস্তির কারণ হবে। জেনে-বুঝে আমল না করাটা আল্লাহর সাথে এক ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা, যা মুনাফিকের কাজ। কারণ মুনাফিকরা সত্যকে জানার পরও কেবল দুনিয়াবী স্বার্থে তা এড়িয়ে চলে। তাই

বিশিষ্ট ছাহাবী আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ إِذَا وُقِفْتُ عَلَى الْحِسَابِ أَنْ ؟َيُقَالَ لِي: قَدْ عَلِمْتَ، فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ 'আমি যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হ'ল- যখন আমাকে (ক্বিয়ামতের দিন) হিসাবের জন্য দাঁড় করানো হবে, তখন আমাকে বলা হবে যে 'তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে। সেই জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ'?[১১৯]

হাসান বাছরী (রহ.) বলেন, اعْتَبِرُوا النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَدَعُوا قَوْلَهُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَدَعْ قَوْلًا إِلَّا جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا مِنْ عَمَلٍ يُصَدِّقُهُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، فَإِذَا سَمِعْتَ قَوْلًا حَسَنًا فَرُوَيْدًا بِصَاحِبِهِ، ٍفَإِنْ وَافَقَ قَوْلًا وَعَمَلًا فَنِعْمَ وَنُعْمَةُ عَيْن، 'মানুষকে তাদের কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কর, তাদের কথার ভিত্তিতে নয়। কারণ আল্লাহ এমন কোন কথা রাখেননি, যার উপর তিনি কাজের মাধ্যমে একটি প্রমাণ দেননি' সেটা হয় কথাকে সত্যায়ন করে, নয়তো তা মিথ্যা প্রমাণ করে। তাই যখন তুমি কোন চমৎকার কথা শোনবে, তখন তার কথায় মুগ্ধ হওয়ার আগে একটু থাম (একটু ভেবে দেখ)। যদি তার কথা ও কাজ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহ'লে সেটা খুবই উত্তম ও প্রশংসনীয়'।[১২০]

একজন মানুষ সারাদিন সততার বুলি আওড়াতে পারে, কিন্তু যখন ব্যবসার সুযোগ আসে, তখন যদি সে ওযনে কম দেয় বা পণ্যে ভেজাল মেশায়, তবে তার মুখের কথা মূল্যহীন। একজন নেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনগণের সেবার অঙ্গীকার করতে পারেন, কিন্তু ক্ষমতার চেয়ারে বসে যদি তিনি দুর্নীতি করেন, তবে তার অঙ্গীকার প্রতারণা মাত্র। হাসান বছরী (রহঃ) আমাদের এক চিরন্তন সত্য শিখিয়েছেন আমল হ'ল কথার আয়না। যার কথা ও কাজে মিল নেই, তার সুন্দর কথাগুলো আসলে এক ধরনের ধোঁকা। এই বাহ্যিক ধার্মিকতা ও অভ্যন্তরীণ কপটতাই হ'ল মুনাফিকের চরিত্র, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, إِنْ أَنَا عَمِلْتُ بِمَا أَعْلَمُ فَأَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمَا أَعْلَمُ فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَحَدٌ أَجْهَلَ مِنِّي، 'আমি যা জানি, সে অনুযায়ী যদি আমি আমল করি, তবে আমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। আর আমি যা জানি, সে অনুযায়ী যদি আমল না করি, তবে দুনিয়াতে আমার চেয়ে বড় মূর্খ আর কেউ নেই'।[১২১]

কথায় ও কাজে আল্লাহর বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কেননা আমরা প্রতিদিন আমাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করি যে, আমরা কার গোলাম- আল্লাহর, নাকি আমাদের প্রবৃত্তির? মুখে আল্লাহর বান্দা দাবী করা সহজ, কিন্তু প্রতিটি কাজে সেই দাসত্বের প্রমাণ দেওয়াই প্রকৃত ঈমানের পরিচায়ক। আর এর ব্যতিক্রমই

হ’ল মুনাফিক্বী। ইয়াহইয়া ইবনে মু‘আয (মৃ.২৫৮হি.) বলেন, كُونُوا عِبَادَ اللهِ بِأَفْعَالِكُمْ، كَمَا زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ عَبِيدُ اللهِ بِأَقْوَالِكُم، ‘তোমরা তোমাদের আমলের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা হওয়ার চেষ্টা কর ঠিক সেই ভাবে, যেভাবে তোমরা কথার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা হওয়ার দাবী করে থাক’।[১২২]

৮. আমল বিহীন ইলম পরিতাপের কারণ :

জ্ঞান হ’ল আত্মার খোরাক। কিন্তু সেই জ্ঞান যদি আমলে পরিণত না হয়, তবে তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই এক অন্তহীন পরিতাপ ও আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যে ব্যক্তি তার সামনে রাখা সুস্বাদু খাবার মুখে না দিয়ে বারবার পিঠের পেছনে ফেলতে থাকে, সে যেমন নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে না, তেমনি যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু জীবনে তার প্রতিফলন ঘটায় না, সে কখনো সেই জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হ’তে পারে না; বরং সেটা তার জন্য বোঝা ও লজ্জার কারণ হয়। ইসহাক্ব ইবনে ইবরাহীম আত-তাবারী (রহঃ) বলেন, আমি একবার ফুযাইল ইবনে ইয়ায (১০৭-১৮৭হি.)-এর কাছে হাদীছ শিখতে চাইলাম। তখন তিনি বললেন, ‘যদি তুমি আমার কাছে স্বর্ণমুদ্রা চাইতে, তবে তা আমার জন্য সহজ ছিল, কিন্তু তুমি আমার কাছে হাদীছ শিখতে চাচ্ছ’। আমি বললাম, আপনি যদি এমন কিছু হাদীছ আমাকে শুনিয়ে দেন, যা এখনো আমার কাছে নেই, তবে তা আমার কাছে অধিক সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়ার চেয়েও অধিক প্রিয় হবে। তখন তিনি বললেন, إِنَّكَ مَفْتُونٌ، أَمَا وَاللهِ! لَوْ عَمِلْتَ بِمَا سَمِعْتَ لَكَانَ لَكَ فِي ذَلِكَ شُغْلٌ عَمَّا لَمْ تَسْمَع، ‘তুমি তো পাগল হয়ে গেছ! আল্লাহর কসম, তুমি যদি শোনা (হাদীছ) অনুযায়ীই আমল করতে, তবে যা শোননি সে সম্পর্কে জানার সুযোগই পেতে না’। এরপর তিনি বললেন, আমি সুলায়মান ইবনে মেহরান আল-আ‘মাশ (৬১-১৪৮হি.)-কে বলতে শুনেছি, إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ طَعَامٌ تَأْكُلُهُ فَتَأْخُذُ اللُّقْمَةَ فَتَرْمِي بِهَا خَلْفَ ظَهْرِكَ كُلَّمَا أَخَذْتَ اللُّقْمَةَ رَمَيْتَ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِكَ مَتَى تَشْبَع؟ ‘যখন তোমার সামনে খাবার রাখা হয়, আর তুমি এক লোকমা তুলে নিলে, তারপর তা খাওয়ার বদলে পেছনে ফেলে দিলে, এরপর আবার প্রতিটি লোকমাই এভাবে পেছনে ফেলে দিলে, তবে কি তুমি কখনো পরিতৃপ্ত হ’তে পারবে?’[১২৩]

আজ আমরা তথ্যের এক মহাসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমাদের মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ আর সোশ্যাল মিডিয়ার দেয়ালগুলো জ্ঞান ও তথ্যের এক বিশাল ভোজনালয়। আমরা প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইসলামিক আলোচনা শুনি, আর্টিকেল

পড়ি, বইয়ের পিডিএফ সংগ্রহ করি এবং সুন্দর সুন্দর উক্তি শেয়ার করি। আমরা প্রতিনিয়ত জ্ঞানের লোকমা তুলছি, কিন্তু তা আমাদের আত্মার ভেতরে প্রবেশ না করিয়ে আমলের অভাবে পিঠের পেছনে ছুড়ে ফেলছি। অতএব কেবল ইলম সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়; বরং তা হজম করতে হয় আমলের মাধ্যমে। কারণ যে আলেম বা ছাত্র প্রতিদিন নতুন নতুন হাদীছ শেখে, নতুন নতুন কিতাব পড়ে, কিন্তু নিজের অন্তরে ও জীবনে তার প্রতিফলন ঘটায় না- সে যেন শুধু লুকমা জমাচ্ছে অথচ মুখে দিচ্ছে না। হয়ত একসময় সে জ্ঞানের ভারে নত হবে, কিন্তু অন্তর থাকবে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত।

যাঁরা ছিলেন ইলমের সাগর, সেই মহান ইমামগণ ইলমের আমানত বা দায়িত্বের কথা ভেবে সর্বদা ভীত থাকতেন। তাঁদের কাছে ইলম অর্জন কোন সম্মান বা খ্যাতির বিষয় ছিল না, বরং ছিল আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার এক আমানত। প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও তাবেঈ ইমাম শু‘বা ইবনে হাজ্জাজ (৮৫-১৬০হি.) মাঝে মাঝে আশংকা করে বলতেন, مَا أَنَا مُقِيمٌ عَلَى شَيْءٍ أَخَافُ أَنْ يُدْخِلَنِيَ النَّارَ غَيْرُهُ يَعْنِي الْحَدِيثَ، ‘আমি এমন কিছু করি না, যার কারণে জাহান্নামের ভয় করি- শুধু এটাকে ছাড়া। এর মাধ্যমে তিনি হাদীছ বর্ণনাকেই উদ্দেশ্য করতেন’।[১২৪] যে হাদীছ চর্চাকে আমরা নাজাতের উপায় মনে করি, সেই হাদীছ চর্চাই তাঁর জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হ’তে পারে বলে তিনি ভয় পেতেন। কারণ তিনি জানতেন, প্রতিটি হাদীছ যা তিনি শিখেছেন বা শিক্ষা দিয়েছেন, তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে তাঁকে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে তিনি নিজে এর ওপর কতটুকু আমল করেছেন?

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (১০৭-১৯৮হি.) নিজের ইখলাছ বা একনিষ্ঠতা নিয়ে এতটাই চিন্তিত ছিলেন যে, তিনি বলতেন, لَوْ قِيلَ لِي: لِمَ طَلَبْتَ الْحَدِيثَ؟ مَا دَرَيْتُ مَا أَقُول، ‘যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন তুমি হাদীছ অন্বেষণ করেছ? তবে আমি জানিনা, কী জবাব দেব’।[১২৫] অথচ আমরা সামান্য জ্ঞান অর্জন করেই নিজেকে ‘শায়েখ’, ‘আলেম’, ‘মুফতী’ হিসাবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করি। অথচ এই মহান ইমাম নিজের নিয়ত নিয়েই সন্দিহান থাকতেন। তাঁদের এই ভয় প্রমাণ করে, তাঁরা ইলমকে কেবল তথ্য হিসাবে দেখেননি, বরং দেখেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক গুরুতর আমানত হিসাবে, যার খেয়ানত ধ্বংস ডেকে আনবে।

৯. ইলম আলেমের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে :

মহাবিচারের সেই ভয়ংকর দিনে, যখন মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার নিজের বিরুদ্ধেই কথা বলবে, তখন এক অপ্রত্যাশিত সাক্ষী আল্লাহর আদালতে দাঁড়াবে। আর সেটা হ'ল আমাদের অর্জিত ইলম। সেদিন আমাদের ইলম হবে একটি দ্বিমুখী ধারালো তরবারী; হয় তা আমাদের পক্ষে সুপারিশ করে মুক্তির কারণ হবে, অথবা আমাদের বিপক্ষেই সবচেয়ে শক্তিশালী অভিযোগকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়ে ধ্বংসের কারণ হবে।

আমাদের অর্জিত জ্ঞানের মূল উৎস হ'ল আল্লাহর অহি তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। কুরআন সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অবতীর্ণ। এটি নিছক পাঠ করার জন্য বা মুখস্থ করার জন্য অবতীর্ণ হয়নি; এটি এসেছে জীবন পরিচালনার এক পূর্ণাঙ্গ সংবিধান হিসাবে। যে এই সংবিধান মেনে চলবে, কুরআন তার জন্য সুপারিশকারী হবে। আর যে একে পাঠ করবে, বুঝবে, কিন্তু জীবনে বাস্তবায়ন করবে না, তার বিরুদ্ধে কুরআনই হবে প্রধান সাক্ষী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ, '(ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল হবে'।[১২৬] ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, لَا يَغُرَّنَّكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، إِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يُتَكَلَّمُ بِهِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلى مَنْ يَعْمَلُ بِه, 'যে কুরআন পাঠ করে, তার দ্বারা তোমরা প্রতারিত হয়ো না। এটা তো কেবলই কালাম, যা দিয়ে কথা বলা হয়। বরং লক্ষ্য কর! (কুরআন পাঠের পর) কে সেই অনুযায়ী আমল করে'।[১২৭]

ইলমের এই ভয়াবহ দায়িত্বের কথা ভেবে সালাফে ছালেহীন সর্বদা ভীত থাকতেন। তাদের জ্ঞান ছিল পাহাড়সম, আর আমল ছিল তার চেয়েও উঁচু। তবুও তারা আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়ে থর থর করে কাঁপতেন। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, لَيْتَنِي لَمْ أَكْتُبِ الْعِلْمَ، وَلَيْتَنِي أَنْجُو مِنْ عِلْمِي كَفَافًا لَا عَلَيَّ وَلَا لِي, 'হায়! আমি যদি জ্ঞান লিপিবদ্ধ না করতাম! আর আমি যদি আমার অর্জিত জ্ঞান থেকে কোন মতে বেঁচে যেতে পারতাম, এমনভাবে যে তা না আমার পক্ষে থাকবে, আর না আমার বিপক্ষে যাবে'।[১২৮]

একবার ভাবুন, তিনি কেবল 'সমান সমান' হয়ে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছেন! অর্থাৎ তার বিশাল জ্ঞান যেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী না হয়, এটাই ছিল তার সর্বোচ্চ আকুতি। ইমাম শা'বী (রহঃ) জ্ঞানের দায়বদ্ধতার কথা ভেবে বলেন, لَيْتَنِي لَمْ

يَا لَيْتَنِي لَمْ أَكُنْ عَلِمْتُ مِنْ ذَا الْعِلْمِ شَيْئًا, 'হায়! আমি যদি এই জ্ঞানের কিছুই না জানতাম!'।[১২৯]

এইসব কথা তাদের জ্ঞানবিমুখতার কারণে ছিল না, বরং জ্ঞানের বিশাল দায়িত্বের গভীর উপলব্ধি থেকে ছিল। তারা জানতেন, যখন তুমি জ্ঞান অনুযায়ী আমল করবে না, তখন তা তোমার বিরুদ্ধেই প্রমাণ হবে। সারী আস-সাক্বাতী (১৬০-২৫৩হি.) বলেন, كُلَّمَا ازْدَدْتَ عِلْمًا كَانَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْكَ أَوْكَدَ, 'তুমি জ্ঞান-গরিমায় যত সমৃদ্ধ হবে, তোমার বিরুদ্ধে দলীল ততই জোরালো হবে'।[১৩০] তাদের এই ভয় আর আমাদের নির্ভয় বিচরণ- এই দুইয়ের মধ্যে কতই না পার্থক্য! কতই না ব্যাবধান! আমরা অল্প জেনে অহংকারী হয়ে উঠি, আর তারা জ্ঞানের গভীরে পৌঁছেও আল্লাহর ভয়ে কতই না বিনয়ী থাকতেন। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

আসুন! একবার নিজেকে প্রশ্ন করি, আমার অর্জিত জ্ঞান আজ কোথায় বাস করছে? আমার জিহবার ডগায়? নাকি কী-বোর্ডের বোতামে? আমার জ্ঞান কি কেবল কিছু সুন্দর কথা আর আকর্ষণীয় আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ? নাকি তা আমার চরিত্র, আমার আচরণ এবং প্রতিটি পদক্ষেপে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠছে?

যে জ্ঞানের ভার আমরা বহন করছি, তা আল্লাহর আদালতে আমার-আপনার বিরুদ্ধে এক অকাট্য প্রমাণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেদিন কোন ওযর বা অজুহাত গৃহীত হবে না। সেদিন বলা হবে, 'তুমি তো জানতে!' এই একটি বাক্যই সমস্ত আত্মপক্ষ সমর্থনের পথ রুদ্ধ করে দেবে। আল্লাহুল মুস্তা'আন।

তাই আমরা সারাদিন যে জ্ঞান অর্জন করলাম, হোক তা একটি আয়াতের তাফসীর, একটি হাদীছের মর্ম বা কোন আলেমের আলোচনা- তার কতটুকু আমার জীবনে প্রভাব ফেলেছে? আমার আজকের জ্ঞান কি আমার কোন একটি বদ অভ্যাসকে বদলে দিতে পেরেছে? আমার কোন একটি পাপকে প্রতিহত করার শক্তি জুগিয়েছে? আমার অহংকারকে চূর্ণ করে আমাকে আরও বিনয়ী করেছে?

যদি উত্তর 'না' হয়, তবে হৃদয়ে কাঁপন অনুভব করুন! এখনই সময় অশ্রুসজল চোখে আল্লাহর কাছে তওবা করার এবং জ্ঞানকে জীবনে ধারণ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার। কারণ ক্বিয়ামতের সেই কঠিন দিনে আমাদের অর্জিত ইলম হয় আমাদের মুক্তির জন্য সুফারিশকারী হবে, নতুবা আমাদের বিপক্ষের সবচেয়ে শক্তিশালী সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে। সেদিন আমাদের জ্ঞান যদি আমাদের বিপক্ষে না গিয়ে আমাদের পক্ষে থাকে, তবে মুমিনের জন্য সেটাই হবে সবচেয়ে বড় সফলতা।

১০. ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর শাস্তি :

আমলবিহীন ইলমের সকল পরিণতির মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও চূড়ান্ত পরিণতি অপেক্ষা করছে ক্বিয়ামতের সেই মহাবিচারের ময়দানে। দুনিয়ার অপমান, অন্তরের অশান্তি, জ্ঞানের স্বাদ থেকে বঞ্চনা- এসব সেই আখেরাতের ভয়ংকর শাস্তির তুলনায় অতি তুচ্ছ। সেদিন অর্জিত জ্ঞান ব্যক্তির মুক্তির জন্য সুপারিশকারী না হয়ে, তার বিপক্ষেই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হিসাবে দাঁড়াবে এবং তাকে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষেপ করার কারণ হবে। ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম রায় ঘোষণা করা হবে। তাদেরকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারা হ'লেন : শহীদ, ক্বারী বা আলেম এবং দানশীল।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، '(ক্বিয়ামতের দিন যার বিরুদ্ধে বিচারের প্রথম রায় ঘোষিত হবে তন্মধ্যে অন্যতম হ'ল) সেই ব্যক্তি সে ইলম অর্জন করেছিল ও অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআন পড়েছিল। তাকে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে যত নে'মত দিয়েছিলেন তা অবহিত করবেন। সে তা স্বীকার করবে। তখন তিনি বলবেন, এসব নে'মত পেয়ে তুমি কী করেছিলে? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছিলাম, অন্যদের তা শিখিয়েছিলাম এবং তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করেছিলাম। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বরং (জনগণের মাঝে) আলেম বা বিদ্বান বলে আখ্যায়িত হবে সেজন্য বিদ্যা শিখেছিলে এবং ক্বারী বলে পরিচিত হবে সেজন্য কুরআন তেলাওয়াত করেছিলে। তোমাকে তো সেসব বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে। তারপর তার সম্পর্কে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে অধোমুখী করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।[১৩১] এ হাদীছ এতটাই ভারী ও গুরুত্ববহ যে আবু হুরায়রা (রাঃ) এই হাদীছটি বর্ণনার সময় অজ্ঞান হয়ে যেতেন। মিসরের প্রখ্যাত তাবেঈ শুফাই আল-আছবাহী (মৃ. ১০৫ হি.)-এর নিকটে এই হাদীছটি বর্ণনা করতে গিয়ে আবূ হুরায়রা (রাঃ) ভয়ে তিন বার বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলেন।[১৩২]

উছমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِى النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِى النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَىْ فُلاَنُ، مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيه ِ، ‘ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন আগুনে পুড়ে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। এ সময় সে ঘুরতে থাকবে যেমন গাধা তার চাকা নিয়ে তার চারপাশে ঘুরতে থাকে। তখন জাহান্নামবাসীরা তার নিকট একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, হে অমুক ব্যক্তি! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি না আমাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করতে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করতে? সে বলবে, আমি তোমাদেরকে সৎ কাজে আদেশ করতাম বটে, কিন্তু আমি তা করতাম না। আর আমি তোমাদেরকে অন্যায় কাজ হ’তে নিষেধ করতাম, অথচ আমিই তা করতাম’।[১৩৩]

একবার চোখ বন্ধ করে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটি কল্পনা করুন। যে আলেম, যে বক্তা, যে দ্বীনের দাঈ দুনিয়ার বুকে মানুষের কাছে সম্মানিত ছিল, ক্বিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে আর সে পেষণের চাকায় বাঁধা গাধার মতো অন্তহীন যন্ত্রণায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তার এই অপমানজনক পরিণতি দেখে জাহান্নামীরাও অবাক হয়ে প্রশ্ন করছে, ‘আপনি না আমাদের সৎ পথের দিশা দিতেন?’ এই দৃশ্য আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, যে জ্ঞান ও উপদেশ নিজের জীবনকে পরিবর্তন করতে পারে না, তা আল্লাহর কাছে কতখানি মূল্যহীন ও ঘৃণিত। আমাদের প্রতিটি উপদেশ, প্রতিটি স্ট্যাটাস, প্রতিটি লেকচার প্রথমে আমাদের নিজেদের আত্মার জন্য হওয়া উচিত। নতুবা যে জ্ঞান আমাদের মুক্তির আলো হওয়ার কথা ছিল, সেই জ্ঞানই ক্বিয়ামতের দিন আমাদের কপটতার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে এবং জাহান্নামের জ্বালানিতে পরিণত হবে। তাই আজ নিজেকে প্রশ্ন করার সময় এসেছে- আমার অর্জিত জ্ঞান কি আমার মুক্তির অছীলা, নাকি আমারই বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে সবচেয়ে বড় অভিযোগকারী?

১২.উপসংহার

দ্বীনি ইলম অর্জন থেকে একেবারে বিমুখ থাকা দ্বীন থেকে বিমুখ থাকারই নামান্তর। কেননা, দ্বীনি ইলম অর্জন ছাড়া পরিপূর্ণভাবে দ্বীনের ওপর চলা সম্ভব নয়। একজন মুসলিম যদি ইমান ও কুফরের পার্থক্য সম্পর্কেই না জানে, তাহলে কীভাবে সে খাঁটি ইমানের ওপর অটল থাকবে? সে যদি হালাল-হারামের ব্যবধান সম্পর্কেই স্পষ্ট ধারণা না রাখে, তবে কীভাবে সে হারাম পরিহার করে চলবে? সুতরাং বয়স যতই হোক, যত ব্যস্ততাই থাকুক, নারী-পুরুষ সকল মুসলিমের ওপর ইলম অন্বেষণ করা ফরজ।

অনেকের ধারণা এমন-দ্বীনি ইলম তো সেই ছোট বয়সে শিখতে হয় মক্তব কিংবা মাদরাসায়। আমরা তো এখন কর্মজীবী মানুষ, কত কাজে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হয়! এ ছাড়া বয়সও আমাদের এমন যে, এখন তো আর ইলম অন্বেষণের সময় নয়! এমন চিন্তাভাবনার কারণেই অনেক কর্মজীবী বা যুবক-বৃদ্ধরা দ্বীনি জ্ঞানার্জন থেকে বিমুখ থাকে। ছোটবেলা ইলম অর্জনের সবচেয়ে উপযুক্ত সময়, তা সত্য; তবে এর অর্থ এটা নয় যে, বাকি জীবন ইলম অর্জন থেকে দূরে থাকতে হবে। একজন মুসলিম যেকোনো বয়সে শত ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও ইলম শিখতে পারে। ব্যস্ততার কারণে একেক জন একেক সময়ে ইলম শিখতে পারে, এর জন্য নিজেদের উপযোগী সহজ কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।

ইলম ও ইবাদত একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ইলমের বাস্তবায়ন যার জীবনে যত বেশী, সে ততই আল্লাহমুখী ও কল্যাণকামী মানুষে পরিণত হয়। আর যার ইলম ও আমলের মাঝে দূরত্ব সূচিত হয়, সে নিজে যেমন ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তদ্রূপ সমাজও তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ আমাদের ইলম ও আমলে সীমাহীন বরকত দান করুন। অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। ইলম ও আমলের ভারসাম্য বজায় রেখে তাঁর সন্তুষ্টি হাছিলের মাধ্যমে আমৃত্যু ছিরাতে মুস্তাক্বীমে অটল-অবিচল থাকার তাওফীক্ব দিন- আমীন

তথ্যসূত্র

[১] সূরা আল-আলাক ৯৬:১

[২] সূরা আয-যুমার ৩৯:৯

[৩] সহিহ মুসলিম

[৪] সূরা ফাতির ৩৫:২৮

[৫] সহিহ বুখারী ৭১ এবং সহিহ মুসলিম ১০৩

[৬] আত-তিরমিযী; হা/২৬৮২, আবূ দাউদ, হা/৩৬৪১, ইবনু মাজাহ, হা/২২৩

[৭] ছহীহ মুসলিম; হা/২৩৬৩

[৮] সূরাহ আল-আনফাল, ৮:৬০

[৯] আল-মুজাদিলা, ৫৮ঃ১১

[১০] ইবনু মাজাহ, হা/২২৪

[১১] ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯

[১২] সূরাহ আন-নিসা; ৪:১৩১

[১৩] ছহীহ তিরমিযি; হা/৬১৬

[১৪] সূরাহ আল-আনফাল; ৮:২৯

[১৫] সহীহ মুসলিম; হা/২৩৩

[১৬] সহীহ বুখারি হা/১৭৭৩

[১৭] তিরমিযী, হা/১১৬২, হাসান

[১৮] সূরা আত-তাহরীম, ৬৬/৬

[১৯] তিরমিযী, হা/৩৮৯৫, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত, হা/৩২৫২।

[২০] ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৩১

[২১] সূরা আল-মায়েদা, ৫/২

[২২] ছহীহ বুখারী, হা/৪৮১

[২৩] সূরা আল-নাহল, ১৬/৯০

[২৪] ছহীহ বুখারী, হা/১৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৯৯

[২৫] ছহীহ মুসলিম, হা/১০১৫; মিশকাত, হা/২৭৬০

[২৬] সূরা আল-হাদীদ, ৫৭/১১)।

[২৭] সূরা আন-নিসা, ৪/১৩৫।

[২৮] ছহীহ বুখারী, হা/৮৯৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮২৯

[২৯] হাকেম হা/৩৬০; দারেমী হা/৪৯৮
[৩০] ছহীহ বুখারী হা/১১২
[৩১] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭/১৯
[৩২] কিতাবুল ইলম, অনুচ্ছেদ- ১০
[৩৩] ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১) ফাযলুল ইলম ওয়াল ‘উলামা (বৈরুত: আল মাকতাব আল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ২৯
[৩৪] ফাযলুল ইলম ওয়াল উলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ: ৩০-৩১
[৩৫] সূরা যুমার ৩৯/২
[৩৬] মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-উছায়মিন: শরহ রিয়াযিছ ছালেহীন (রিয়াদ: দারুল ওতান, ১ম প্রকাশ ১৪২৮ হি:) ৫/৪১৩-৪১৪
[৩৭] সূরা শূরা ৪২/৫২
[৩৮] সূরা আন‘আম ৬/১২২ - ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, পৃঃ ৩২১; মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ ১/২৩১
[৩৯] মিফতাহু দারিস সা‘আদাহ পৃঃ ২
[৪০] মুসতাদরাক হাকিম হা/৩১৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৪২১৪
[৪১] ত্বাবারানী আওসাত্ব হা/৩৯৬০; বাযযার হা/২৯৬৯; ছহীহুত তারগীব হা/৬৫
[৪২] মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০; ইলামূল মু‘আক্কেইন ২/২৫৬
[৪৩] আবু দাউদ হা/৩৬৪১; তিরমিযী হা/২৬৮২
[৪৪] ত্বাবরানী আওসাত্ব হা/২/১১৪; আলবানী, ছহীহুত তারগীব হা/৮২
[৪৫] ফাযলুল ইলম ওয়াল ওলামা, ১৫৬ পৃঃ; ইবনে আসাকির, তারিখ দিমাশক ৫০/৫৭১; গাযালী, ইহইয়া উলূমুদ্দীন ১/১৭-১৮
[৪৬] ফুরক্বান ২৫/৫১-৫২)।- হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম: যাদুল মা‘আদা ৩/৫৮
[৪৭] ফাযলুল ইল্ম ওয়াল ওলামা (বৈরূত: আল-মাকতাবুল ইসলামী: ১ম প্রকাশ ১৪২২/২০০১ খ্রি:) পৃ:৮০
[৪৮] বুখারী হা/৬১
[৪৯] তিরমিযী হা/২৩৪৫; সিলসিলা ছহীহা হা/২৭৬৯
[৫০] ইবেন মাজাহ হা/২৪২, ইবনে খুজাইমাহ হা/২৪৯০
[৫১] বুখারী হা/১৩৫৩

[৫২] সূরা নাহল ১৬/৪৪
[৫৩] সূরা ফুরকান ২৫/৩০
[৫৪] সূরা কাহাফ (১৮)
[৫৫] সূরা ত্বহা ২০/১১৪
[৫৬] তাফসীরে কুরতুবি ৮/২৬৬,২৬৮
[৫৭] আল মুজামুল কাবীর,তবারানী,মাজমাউয,যাওয়ায়েদ ১/১৬৪
[৫৮] সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬
[৫৯] আখলাকুল উলামা, আজুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০
[৬০] জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭
[৬১] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯
[৬২] সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭
[৬৩] সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯।
[৬৪] ইলমে দ্বীন অর্জনের পথ ও পদ্ধতি
[৬৫] মাসিক আল কাউসার
[৬৬] ব্যস্ততার এ যুগে ইলম অন্বেষণ
• মাসিক আত তাহরীক
[৬৭] মুহাম্মাদ ছালেহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪হি./১৯৯৩খৃ.), ১/৪২১; মুহাম্মাদ ইবনে সালেম আল-মাজলীসী, লাওয়ামি‘উদ দুরার (মৌরিতানিয়া : দারুর রিযওয়ান, ১৪৩৬হি./২০১৫খৃ.), ১/১১০
[৬৮] আবূ নু‘আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৭৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২৯৯
[৬৯] শাত্বেবী, আল-মুওয়াফাক্বাত, মুহাক্কিক্ব : বকর আবূ যায়েদ (মিসর : দারু ইবনে আফফান, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ.), ১/১০২
[৭০] শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা, মুহাক্কিক্ব : শু‘আইব আরনাউত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.)
[৭১] ইবনু রজব হাম্বলী, ফাৎহুল বারী ৬/৫০

[৭২] খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, মুহাক্কিক্ব : নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৭৪খৃ.) পৃ. ৩৮
[৭৩] ইক্বতিযাউল ইলম আমল, পৃ. ২৪
[৭৪] গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/৬১
[৭৫] ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, পৃ. ৩৮
[৭৬] আবূ নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৭২
[৭৭] ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, পৃ. ৪৪
[৭৮] আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন (দামেশক: দারু ইবনি কাছীর, ২য় মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.), পৃ. ৪৩৩
[৭৯] শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৯হি./২০০৮খৃ.) ১/১৬৭
[৮০] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক: মুছতাফা আব্দুল ক্বাদের আত্বা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি.), ৪৮/৪২৭
[৮১] হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/২৮৮
[৮২] ইবনুল ক্বাইয়িম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ আল-ইসলামিয়্যাহ (রিয়াদ : দারু আত্বাআতিল ইলম, ১৪৪০হি./২০১৯খৃ.), ২/৮৮
[৮৩] বুখারী হা/৫৮৬১; মুসলিম হা/৭৮২
[৮৪] ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২০হি./১৯৯৯খৃ.), পৃ. ২৬২; তারীখু দিমাশক্ব, ৫৬/৪৩৩
[৮৫] বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৩/২৮২
[৮৬] তারীখু দিমাশক্ব ৭৪/২২৭; হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/২৩৯
[৮৭] ইক্বতিযাউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৩০
[৮৮] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৯৬
[৮৯] ইক্বতিযাউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৩৩
[৯০] তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৩৫১
[৯১] তাফসীরে ত্বাবারী, ১/৮০
[৯২] ইবনে তাইমিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪০৮হি./১৯৮৭খৃ.), ২/১৩৫
[৯৩] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৪২

[৯৪] তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; সনদ হাসান

[৯৫] বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/১৫

[৯৬] জামালুদ্দীন কাসেমী, মাহাসিনুত তা’বীল (তাফসীরে কাসেমী) ৯/২১৫।

[৯৭] বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৪৬১৩; ছহীহুত তারগীব হা/১২৫।

[৯৮] ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার‘ঈয়্যাহ (দামেশক : মাকতাবাতু ‘আলামিল কুতুব, তাবি), ১/২০২

[৯৯] আবূ নু‘আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৬১।

[১০০] হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী, মীযানুল ই‘তিদাল, তাহক্বীক্ব : আলী মুহাম্মাদ বাজাভী (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৩৮২হি./১৯৬৩খৃ.) ২/১৮১

[১০১] আবূ হাতেম রাযী, আয-যুহদ (রিয়াদ, সঊদী আরব : দারু আত্বলাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.) পৃ. ৫৫

[১০২] আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাশিয়া: মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯৯খৃ.), পৃ. ২৬২; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া,তাহক্বীক: আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০০খ্রিঃ), ২/১৬৭

[১০৩] ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩১; সনদ হাসান। রাবী সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ)।

[১০৪] খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল-আমাল, মুহাক্কিক্ব: নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাব আল-ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৭৪খৃ.), পৃ. ২৫

[১০৫] ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক : আমর আল-আমরী (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.) ৪৯/২১৬

[১০৬] আব্দুর রঊফ মুনাভী, ফায়যুল ক্বাদীর (মিসর : আল-মাকাবাতুত তিজারিইয়াহ আল-কুবরা, ১ম মুদ্রণ, ১৩৫৬হি.) ৫/৫১০; ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল আমাল, পৃ. ২৮

[১০৭] ইক্বতিযাউল ইলমি ওয়াল আমাল, পৃ. ৩২

[১০৮] ইবনুল ক্বাইয়িম, উদ্দাতুছ ছাবেরীন (মদীনা মুনাওয়ারা : মাকতাবাতুত তুরাছ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৯হি./১৯৮৯খৃ.), পৃ. ১৭১

[১০৯] ইবনু আব্দিল বার্র, জামে‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.) ১/৭০৫

[১১০] ইবনুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ১/১০০; ইবনু কুতাইবা আদ্দীনওয়ারী, উয়ূনুল আখবার (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪১৮হি.), ২/১৪০
[১১১] ইবনু হিববান (আবূ হাতেম বুস্তী), রাওযাতুল উক্বালা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), পৃ. ৩৫
[১১২] মুসলিম হা/২৬২৬; মিশকাত হা/১৯১০
[১১৩] ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমাল, পৃ. ২৯
[১১৪] বায়হাক্বী, আল-মাদখাল ইলা সুনানিল কুবরা, পৃ. ৩২৬
[১১৫] খতীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল আমল, পৃ. ৫৩
[১১৬] আবূ নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১৩/২৬৯
[১১৭] তিরমিযী হা/ ২৬৫৪; ছহীহুত তারগীব হা/১০৬; সনদ হাসান
[১১৮] খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলম, পৃ. ৩৭
[১১৯] আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আয-যুহদ ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ১৪; আহমাদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহদ, পৃ. ১১২
[১২০] শাতেবী, আল-মুওয়াফাক্বাত (কায়রো : দারু ইবনে আফফান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ.) ১/৭২
[১২১] খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে' লি-আখলাক্বির রাবী ওয়া আদাবিস সামি, মুহাক্কিক্ব : ড. মাহমূদ আত-তাহ্হান (রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরেফ, তাবি) ১/৯০
[১২২] ইবনুল জাওযী, আত-তাযকিরাহ ফীল ওয়ায (বৈরূত : দারুল মা'রেফাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৬হি.), পৃ. ৯৬
[১২৩] হাফেয জামালুদ্দীন মিযযী, তাহযীবুল কামাল ফী আস্মাইর রিজাল, মুহাক্কিক্ব : ড. বাশশার আওয়াদ মা'রূফ (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০০হি./১৯৮০খৃ.), ২৩/২৯৩
[১২৪] ইবনু সা'দ, আত-তাবাক্বাতুল কুবরা (কায়রো : মাকতাবাতুল খানজী, ১ম মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০১খৃ.) ৯/২৮০
[১২৫] ইবনু শাহীন, তারীখু আসমাইছ ছিক্বাত, মুহাক্কিক্ব : ছুবহী সামিরাঈ (কুয়েত : আদ-দারুস সালাফিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.) পু. ১০৫
[১২৬] ছহীহ মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮১
[১২৭] সুনানে সা'দ ইবনে মানছূর ২/৩৯৩; ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমল, পৃ. ৭১

[১২৮] খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলম, পৃ. ৫৫

[১২৯] শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুহাক্কিক্ব : শু'আইব আরনাউত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.) ৪/৩০৩

[১৩০] খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলম, পৃ. ৫৩

[১৩১] মুসলিম হা/১৯০৫

[১৩২] তিরমিযী হা/২৩৮২; হাকেম হা/১৫২৭; ছহীহ ইবনু হিববান হা/৪০৮

[১৩৩] বুখারী হা/৩২৬৭; মিশকাত হা/৫১৩৯